NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ফিরে দেখা ২০২৩: ক্রীড়াঙ্গণে ভারত

ভারতকে ইনিংসে হারাল দঃ আফ্রিকা ৮

কলকাতা ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ ১২ পৌষ ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ১৯৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 29.12.2023, Vol.17, Issue No. 197, 8 Pages, Price 3.00

## এক নজরে

### নতুন স্বরাষ্ট্র সচিব হতে পারেন প্রভাত কুমার মিশ্র

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্যের আমলা পদে রদবদল ঘোষণা করা হয়েছিল বুধবারই। চলতি মাসে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তার পরই সেই পদে আসতে চলেছেন বর্তমান স্বরাষ্ট্র সচিবের পদে থাকা বিপি গোপালিকা। তিনি মুখ্যসচিব হলে স্বরাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব সামলাবেন কে, তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। বৃহস্পতিবার সেই নাম নিয়ে শুরু হল গুঞ্জন। আইএএস প্রভাত কুমার মিশ্র হতে পারেন নতুন স্বরাষ্ট্র সচিব। বর্তমানে তিনি একাধিক দপ্তরের সচিব পদে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। তাঁকেই স্বরাষ্ট্র সচিবের পদে আনা হতে পারে। নবান্ন সূত্রে খবর এমনই। তবে এ নিয়ে এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

### বাংলায় ফের করোনায় মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ফের কোভিডের থাবায় দেশজুড়ে। একদিনেই মারণ ভাইরাসের বলি হলেন ৬ জন। তার মধ্যে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের এক ব্যক্তিও। গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন ৭০০ জনেরও বেশি। দেশজুড়ে অ্যাক্টিভ কেসের সংখ্যাও চার হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে প্রত্যেক রাজ্যের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। দেশের করোনা আক্রান্তের দিকে নজর রাখছে কেন্দ্র। তবে এখনও পর্যন্ত করোনা নিয়ে কোনও নির্দেশিকা দেওয়া হয়নি।

### কেষ্টপুরে উদ্ধার ২ কোটি নগদ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আবারও শহরে উদ্ধার নগদ টাকা। এবার কলকাতার কেষ্টপুর। রবিন যাদব নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ওই টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রের খবর। বুধবার ভোরে কেষ্টপুরের রবীন্দ্র পল্লীতে হানা দিয়েছিল ইডি-র একটি টিম। রবীন্দ্র পল্লীর এ এফ ১৮৯/১ নম্বর বাড়িতে হানা দিয়েছিল ইডি। ওই বাড়িতেই ভাড়ায় থাকতেন রবীন যাদব নামে এক ব্যক্তি। তাঁর সন্ধানে ইডি আধিকারিকেরা যায় ওই ঠিকানায়। দিনভর সেখানে তল্লাশি চালানোর পর তারা বেরিয়ে যায়। ইডি সূত্রের খবর, বিহারের একটি মামলায় রবীন যাদব নামে ওই ব্যক্তির নামে অভিযোগ ছিল। তাই রবীনের খোঁজে গিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। কিন্তু রবীন ওই বাড়িতে ছিলেন না। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, তল্লাশি চালানোর পর ওই বাড়ি থেকে ২ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে।

### বাংলা সহায়তা কেন্দ্র থেকে আরও সুবিধা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নতুন বছরে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র থেকে আরও বেশ কিছু নতুন পরিষেবা মিলতে চলেছে। এবার ওই সহায়তা কেন্দ্রগুলি থেকে ভূমি দপ্তর সংক্রান্ত তিনটি পরিষেবা মিলবে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনের স্ট্যাম্প ডিউটি প্রদান, জমির দলিলের সার্টিফায়েড কপি পাওয়ার জন্য আবেদন করা যাবে। ই-অ্যাসেসমেন্ট স্লিপের কপি ও ই- রিকুইজিশন স্লিপও মিলবে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র থেকে। বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলি থেকে এপর্যন্ত মোট ৩৮টি বিভাগের ২৭২টি রকমের জনসেবা পাওয়া যেত। এবার থেকে ২৭৫টি পরিষেবা পেতে চলছেন সাধারণ মানুষ। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৩,৫৬১ টি বাংলা সহায়তা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। আগামী দিনে আরও ১,৪৬৪টি কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে প্রায় ১১ লাখ ১৬ হাজার মানুষ এই সহায়তা কেন্দ্রগুলি থেকে নানা পরিষেবা বা তথ্য জানার সুযোগ পেয়েছেন।

# চাকলার কর্মীসভায় নবীন-প্রবীণ বিতর্কে সতর্কবাণী মুখ্যমন্ত্রীর

**সুমন তালুকদার ● দেগঙ্গা**

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়েও হুঁশিয়ারি

গত ২৪ নভেম্বর নেতাজি ইন্ডোরের সভা থেকে দলে নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে সমন্বয়ের বার্তা দিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পর থেকে শাসকদলে কী তোলপাড় চলেছে, তা সর্বজনবিদিত। নেতাজি ইন্ডোরের সভার ৩৪ দিনের মাথায় বৃহস্পতিবার প্রকাশ্য কর্মসূচি থেকে ফের এক বার নবীন-প্রবীণ বিবাদ মেটানোর বার্তা দিলেন মমতা। পাশাপাশিই উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রুখতেও কড়া বার্তা দিয়েছেন মমতা।

এদিন চাকলার লোকনাথ মন্দিরে পুজো দিয়ে সরকারি অনুষ্ঠান সেরে কর্মীসভায় বক্তব্য রাখের দলনেত্রী। সেখানেই তিনি বলেন, 'কেউ কেউ কেউকেটা হয়ে গিয়েছে, পার্টির কথা মনে রাখছে না। এটা করা যাবে না। দলের পুরনো কর্মীদের সম্মান দিতে হবে। পুরনো কর্মীরা যেমন দলের সম্পদ তেমনি নতুন কর্মীরাও দলের সম্পদ। সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। কোনওরকম দ্বন্দ্ব রেয়াত করা হবে না। নতুন যেমন দরকার, পুরোনোদেরও রাখতে হবে। ছোটো-বড় কেউ নিজে ঠিক করে না। দুর্দিনে যারা মানুষের পাশে থাকবে তারাই দলের সঠিক কর্মী।' মন্ত্রীদের বেশি করে এলাকা ঘোরার নির্দেশ দেন।

নীচু তলার কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে চায়ের দোকানে বসে মানুষের সঙ্গে সংযোগ বাড়াতে হবে।' পাশাপাশি এদিন তিনি বিরোধীদের বিরুদ্ধেও তোপ দাগেন। তিনি বলেন, 'নির্বাচন আসলেই বিজেপি প্রতিশ্রুতি দেয়, ধর্মের খেলা খেলে। আমরা যা বলি সেটা রক্ষা করি। বিজেপির মতো মিথ্যে ভাওতা দি না।' সিএএ ও নাগরিকত্ব প্রসঙ্গে এদিন আবারও তিনি বলেন, 'আপনারা সকলেই নাগরিক। তা না হলে কিভাবে রেশন পাচ্ছেন, স্বাস্থ্যসাথী, লদীরভান্ডার পাচ্ছেন, ভোট দিচ্ছেন। রাজনীতি করার জন্য জেলাশাসকদের হাত থেকে নাগরিকত্ব দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ভোট আসছে তাই আবার একটা ছলনা করছে বিজেপি। ভয় পাবেন না, আমি আছি আপনাদের পাশে। গোটা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা আছে। উদ্বাস্তু কলোনিতে আমরা পাট্টা দিচ্ছি। ওরা ডাকাতদের সর্দার। এক একজন কোটি টাকার মালিক। বিজেপি করলেই ওয়াশিং মেশিন, তৃণমূল করলেই চোর? এজেন্সির গণতন্ত্র চলছে। আজ আছে কাল থাকবে না। ইন্ডিয়া জোট সারা ভারতে থাকবে, আর বাংলায় তৃণমূল থাকবে। অন্য কোনও দল নয়।' এদিন তিনি বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'বালুকে গ্রেপ্তার করেছে যাতে, সে পার্টির কাজ করতে না পারে। ওরা সারাদেশে সকল ধর্মের মানুষের উপর অত্যাচার করছে। ১৫০ জন সাংসদকে বহিষ্কার করেছে, যা কোনওদিন হয়নি। যা চলছে তা হল সন্ত্রাস, অত্যাচার।' এদিন মমতা বলেন, '২০০০ টাকার নোট বাতিল ঘোষণা করে দিয়েও এখন বলছেন হবে না। এই টাকা বিজেপি নেতাদের ঘরে তুলে রেখেছে। তৃণমূল ধর্ম নিয়ে কোনও ভেদাভেদ করে না। কিন্তু কেউ যদি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে সেটা চলবে না। বসন্তের কোকিল এসেছে। সংখ্যালঘুরা সাবধান। বাংলাকে তৃণমূলের হাতে রাখতে হবে। বিজেপি জিতলে অত্যাচার হবে। আমাদের ভুল বুঝবেন না। আপনাদের কেউ ক্ষতি করার চেষ্টা করলে আমি পাহারাদার হয়ে থাকবো। আমি পাহারাদার ছিলাম, আছি, থাকবো।'

# নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে শহরের একাধিক জায়গায় ইডির হানা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শহরের একাধিক জায়গায় হানা দিল ইডি। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, একাধিক দলে বিভক্ত হয়ে কলকাতার অন্তত ৯টি জায়গায় হানা দিয়েছেন তদন্তকারীরা। সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরাও।

বৃহস্পতিবার সকালে আলিপুরের একটি আবাসনে, মানিকতলা, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, বড়বাজার, ডালহৌসি অঞ্চলের একটি অফিসে, সল্টলেকের বেঙ্গল কেমিক্যালসে দেখা যায় ইডি আধিকারিকদের। ইডির তরফে এই তল্লাশির কারণ নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু জানা না-গেলেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিকে শিক্ষক দুর্নীতি মামলার তদন্তের সূত্রেই এই অভিযান।

বড়বাজারে যে জায়গায় ইডি আধিকারিকেরা হানা দিয়েছেন, সেটি এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের অফিস বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, হিসাবে গরমিল সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্তের সূত্রেই সেখানে হানা দেওয়া হয়েছে।

তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে আরও খবর, নিয়োগ দুর্নীতির টাকা অন্য কোথাও বিনিয়োগ করা হয়েছিল কি না, করলেও তা কোথায় কোথায়, কালো টাকা সাদা করা হয়েছিল কি না; এই সব কিছু খতিয়ে দেখতেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে এই অভিযান শুরু হয়।

# কাতারে নৌসেনার আট প্রাক্তন আধিকারিকের মৃত্যুদণ্ডের সাজা রদ

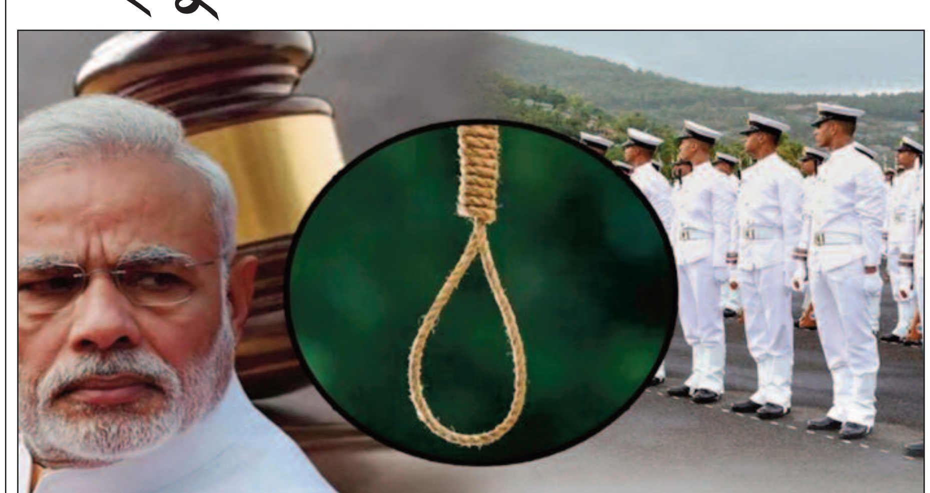

**নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর:** চরবৃত্তির অপরাধে ভারতীয় নৌসেনার আট প্রাক্তন আধিকারিকের মৃত্যুদণ্ডের সাজা রদ করল কাতার। সে দেশের সংশ্লিষ্ট আদালত ভারত সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়ে মৃত্যুদণ্ডের সাজা কমানোর কথা জানিয়েছে। এর আগে অক্টোবর মাসে নিম্ন আদালত ওই আট জন প্রাক্তন ভারতীয় নৌসেনা আধিকারিককে ইজরায়েলের হয়ে চরবৃত্তির দায়ে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়েছিল।

সেই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আবেদন জানিয়েছিল ভারত। চলতি মাসে কাতারের সংশ্লিষ্ট আদালত ভারতের আবেদন গ্রহণ করেছিল। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বৃহস্পতিবার বলা হয়েছে, আবেদন মেনে কাতারের আদালত মৃত্যুদণ্ডের সাজা মকুব করেছে। তবে মৃত্যুদণ্ডের সাজা কমিয়ে কী করা হবে, তা এখনও জানানো হয়নি। এই বিষয়ে পরবর্তী কি পদক্ষেপ হতে চলেছে তা নিয়ে প্রাক্তন নৌসেনা আধিকারিকের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে ভারত সরকার। বিদেশ মন্ত্রকের এক আধিকারিক বলেন, 'আমরা এ বিষয়ে কাতারের আদালতে পূর্ণাঙ্গ রায়ের প্রতীক্ষা করছি।'

কাতারে মৃত্যুদণ্ডের সাজামুক্ত প্রাক্তন নৌসেনা কর্তারা হলেন, ক্যাপ্টেন নবতেজ সিং গিল, ক্যাপ্টেন বীরেন্দ্রকুমার বর্মা, ক্যাপ্টেন সৌরভ বশিষ্ঠ, কমান্ডার অমিত নাগপাল, কমান্ডার পূর্ণেন্দু তিওয়ারি, কমান্ডার সুগুণাকর পাকালা, কমান্ডার সঞ্জীব গুপ্তা এবং নাবিক রাজেশ। কাতারের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে নিযুক্ত বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন নৌসেনার অবসরপ্রাপ্ত এই আট আধিকারিক।

গত বছর অগস্ট মাসে এই আট জন অফিসারকে আটক করেছিল কাতারের গোয়েন্দা সংস্থা। একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতেন তাঁরা। ঠিক কী কারণে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, প্রথমে তা দোহার ভারতীয় দূতাবাসকেও জানানো হয়নি বলে অভিযোগ। এর পর চলতি বছরের এপ্রিলে আদালতে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর জানা যায়, তাঁদের বিরুদ্ধে চরবৃত্তির অভিযোগ আনা হয়েছে।

## হাওড়া ক্রিসমাস কার্নিভাল নিয়ে মমতার নির্দেশিকা

# সুজয়-মনোজের কোন্দলের ড্যামেজ কন্ট্রোলে অরূপ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বৃহস্পতিবার বেলায় হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়াম হেলিপ্যাড থেকে রওনা দেওয়ার আগে বুধবার বন্ধ করে দেওয়া হাওড়া ক্রিসমাস কার্নিভাল অবিলম্বে চালু করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তার নির্দেশ পাওয়ার পরই বন্ধ কার্নিভাল চালু করতে ময়দানে নামেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি হাওড়ার ইকো পার্কে আসেন, পার্কে ঢোকার মুহূর্তে তার সঙ্গে ছিলেন হাওড়া পুর নিগমের মুখ্যপ্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী ও মধ্য হাওড়ার বিধায়ক ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। মন্ত্রী পার্কের ভিতর ঢুকে গেলেও হঠাৎ সুজয় চক্রবর্তীকে পিছন থেকে হাত দিয়ে টেনে ধরে আটকে দেন মনোজ। এর পরই দুই নেতার গোষ্ঠীর লোকেরাই একে অপরের দিকে তেড়ে আসে। সুজয় চক্রবর্তীকে লক্ষ করে 'চোর চোর চোট্টা' স্লোগান দেন মন্ত্রী মনোজের অনুগামীরা। উপস্থিত মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সুজয় চক্রবর্তীকে নিজে টেনে ভিতরে ঢুকিয়ে নেন। যদিও পার্কের মঞ্চের সামনে দুই নেতার গোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে।

ঘটনাস্থলে হাওড়ার মুখ্য নগরপাল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী-সহ পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পালন করতে এসে সুজয় চক্রবর্তী ও মনোজ তিওয়ারির গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে যথেষ্টই বিড়ম্বনার মুখে পড়তে হয় বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে। যদিও প্রকাশ্যে আসা এই বিবাদ পারিবারিক বিবাদের মতোই দাবি করে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, 'সব পরিবারেই বিবাদ থাকলেও তা মিটে যায়, এখানেও দুইজন স্বাধীনচেতার মানুষ কাজ করছেন, যা মত পার্থক্য ছিল তা দলের নির্দেশে মিটে গিয়েছে। ছোট স্থানে ভিড়ের জন্য পায়ে পায়ে লেগে যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল তা আর নেই। কার্নিভালে আসা মানুষকে গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য টাকা দিতে হবে না। কার্নিভাল আজ থেকেই চালু হয়ে জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ অবধি চলবে।'

যদিও বুধবার থেকে এই মেলার অচলাবস্থার জন্য দুই নেতার গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকেই দায়ী করেছে গেরুয়া শিবির। বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই জানান, 'মুখ্যমন্ত্রীর বার্তার পরেও। মন্ত্রী বা পুর প্রসাশক কেউ কাউকে মানছে না। সেখান থেকে হাজার হাজার টাকা পাওয়ার ব্যাপার রয়েছে। আর যেখানে টাকা উপার্জন করার জায়গা আছে সেখানে তৃণমূলের নেতারা কাউকে চেনে না, কারণ দলটার নাম তোলামূল।'

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার হাওড়ার কার্নিভাল নিয়ে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রী কড়া নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'যারা গন্ডগোল করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে বলেছি। ইতিমধ্যে দু-জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এসব কাজ আমি বরদাস্ত ও সাপোর্ট করিনা। কার্নিভাল কমিটিকে বলেছি আজই কার্নিভাল চালু করতে হবে। পার্কিং নিয়ে সমস্যা হলে প্রশাসনকে জানানো দরকার ছিলো। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে বলেছি এসে কথা বলতে।'

# উত্তর ২৪ পরগনায় নতুন কোর কমিটি মমতার

**১০ দিন পর পর রিপোর্ট চান নেত্রী**

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** লোকসভা ভোটের আগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় নতুন কোর কমিটি তৈরি করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গায় দলের কর্মিসভায় নতুন কোর গ্রুপের কথা ঘোষণা করলেন তিনি। উল্লেখ্য, কোনও সাংসদ ছাড়াই তৈরি হল এই কোর গ্রুপ। এই কমিটি সংগঠনের কাজকর্ম সংক্রান্ত ১০ দিন পর পর সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই রিপোর্ট দেবে। এমনই নির্দেশ নেত্রীর। আর এতেই রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত, মতুয়া গড় থেকে শুরু করে একাধিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত উত্তর ২৪ পরগনায় সংগঠনের রাশ নিজের হাতেই রাখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন দেগঙ্গায় কর্মিসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, নির্মল ঘোষকে চেয়ারম্যান করে তৈরি করা হচ্ছে নতুন কোর কমিটি। এতে থাকছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, রথীন ঘোষ, সুজিত বসু, নারায়ণ গোস্বামী, তাপস রায়, বীণা মণ্ডল, বিশ্বজিৎ দাস, নুরুল ইসলাম, মমতাবালা ঠাকুর, গোপাল শেঠ, সুরজিৎ বসু, সুকুমার মাহাতো, তাপস দাশগুপ্ত, গোবিন্দ দাস, রফিকুল ইসলাম-সহ বেশ কয়েকজন। যে বিধায়করা কমিটিতে রইলেন না, তাঁরা আমন্ত্রিত সদস্য। এছাড়া সাংসদরাও আমন্ত্রণ পাবেন বলে জানিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এদিন সংগঠনের কে কোন এলাকার দায়িত্বে থাকবেন, তাও মোটের উপর ঠিক করে দিয়েছেন নেত্রী। পার্থ ভৌমিককে ব্যারাকপুর, সুজিত বসুকে দমদম ও বসিরহাট, নারায়ণ গোস্বামীকে হাবড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৩-৪ জনকে যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে। যাঁরা এই কোর কমিটির কাজের উপর নজরদারি করবেন এবং তৃণমূল নেত্রীকে রিপোর্ট দেবেন।

# ইডির চার্জশিটে প্রিয়াঙ্কা গান্ধির নাম

**নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর:** আর্থিক প্রতারণা মামলায় ইডির র‍্যাডারে কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। প্রথমবার আর্থিক প্রতারণা মামলার চার্জশিটে প্রিয়াঙ্কার নাম উল্লেখ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। প্রিয়াঙ্কার স্বামী রবার্ট বঢরার নামও রয়েছে ইডির চার্জশিটে। যে মামলায় প্রিয়াঙ্কার বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ হয়েছে ওই মামলায় নাম রয়েছে কুখ্যাত 'মিডলম্যান' সঞ্জয় ভাণ্ডারি এবং প্রবাসী ব্যবসায়ী সিসি থাম্পিরও। কংগ্রেস নেত্রীর বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ, দিল্লির এক রিয়েল এস্টেট সংস্থার মাধ্যমে তিনি হরিয়ানায় বহু জমি বেআইনিভাবে কিনেছেন বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, একাধিক প্রতারণা মামলায় অভিযুক্ত প্রবাসী ব্যবসায়ী সিসি থাম্পির সঙ্গেও নাকি গভীর সম্পর্ক রয়েছে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি এবং রবার্ট বঢরার।

*বিস্তারিত দেশের পাতায়*

# রবি মরশুমের ফসলের জন্য বাড়ল বিমার সীমা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বাংলা শস্য বিমা যোজনার আওতায় চলতি রবি মরশুমের জন্য ফসলের বিমা করার সময় সীমা বাড়ানো হয়েছে।

কৃষি দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে আলু, গম, ভুট্টা, ছোলা, মুসুরি, সরষে চাষিরা ১৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন।

বোরো ধানের জন্য নাম নথিভুক্তকরণের সময়সীমা বাড়িয়ে ৩১শে জানুয়ারি করা হয়েছে।

আগে ওই সময়সীমা ছিল ৩১ ডিসেম্বর। একইসঙ্গে গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা, মুগ, তিল, বাদাম ও আখ চাষিদেরও বাংলা শস্য বিমায় নাম নথিভুক্তকরণের কাজ চলছে। তা আগামী ১৫ মার্চ পর্যন্ত চলবে বলে কৃষি দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

কৃষকদের সুবিধার্থে শস্য বিমা প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। সেখানে রাজ্যের অনেক কৃষক ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করেছেন।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

### নাম-পদবী
গত ২৭/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৯৪৪ নং এফিডেভিট বলে Md. Hanif Mondal S/o. Sk. Asaraf Ali Mondal ও Hanif Mondal S/o. Sk. Asraf Ali Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী
গত ২১/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৭৩০ নং এফিডেভিট বলে Subrata Mukherjee S/o. Kanai Lal Mukherjee ও Subrata Mukhapadhyay S/o. Kanailal Mukhapadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী
গত ২৭/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৯৪৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Pradip Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dulal Chandra Das ও D. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

### নাম-পদবী
গত ২৮/১২/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭১৬৫ নং এফিডেভিট বলে Biswajit Mallick S/o. Profulla Chand Mallick ও Biswajit Malik S/o. P. Ch. Chanramallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী
গত ২৭/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৯৪২ নং এফিডেভিট বলে Abhijit Khamrui S/o. Uttam Khamrui ও Avijit Khamrui S/o. U. Khamrui সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী
গত ২৭/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৯৪১ নং এফিডেভিট বলে Manoj Chatterjee S/o. Paresh Nath Chatterjee ও Monoj Kr Chatterjee S/o. Lt. P. N. Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী
গত ২৭/১২/২৩ S.D.E.M.– শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৯৪০ নং এফিডেভিট বলে Amit Kole S/o. Madan Mohan Kole ও Amit Koley S/o. M. M. Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী
গত ২২/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১৪৫ নং এফিডেভিট বলে Rudra Prosad Daw S/o. Partha Sarathi Daw ও Rudra Prd Daw S/o. P. S. Daw সাং রিষড়া, উত্তরপাড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী
আমি গত ১২/১২/২৩ তাং নবদ্বীপ নোটারী পাবলিকের এফিডেভিটে সুজাতা রানী রায়, সুজাতা রায় (সরকার) ও সুজাতা সরকার একই ব্যক্তি হলাম।

### নাম-পদবী
আমি গত ০৬/১১/২৩ তাং নবদ্বীপ নোটারী পাবলিকের এফিডেভিটে সুজিত কুমার সরকার ও সুজিত সরকার পিতা মৃত সুনীল সরকার, দক্ষিণ শ্রীরামপুর অটোস্ট্যান্ড, থানা-নাদন ঘাট, পূর্ব বর্ধমান, একই ব্যক্তি হলাম।

### E-Tender
E- Tender invited by the Prodhan, Betai -I Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity), P.O- Betai, Nadia. **NIET NO. 14/ 5th SFC (UNTIED) (9)/ 2023-2024/BT-I/11e, 15/5th SFC (TIED) (2)/2023-2024/BT-I/12e, 16/5thSFC (TIED) (1)/ 2023-2024/BT-I/13e.** Last date of submission **12.01.2023 up to 10a.m.** For details please contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in

**Sd- Prodhan,**
**Betai -I Gram Panchayat.**

### E-Tender
E- tender are invited by the Prodhan, Patharghata - II Gram Panchayat( Under Tehatta- I Panchayat samity), Taranipur, Nadia. **NIET No. 52/5th SFC Tied Fund 2023-24, 53/15th CFC Tied Fund 2023-24,** Last date for submission **10.01.2024 upto 9a.m.** and **13.01.2024 upto 9a.m.** For details please contact to the Office or visit www.wbtenders.gov.in

**Sd/- Prodhan,**
**Patharghata - II Gram Panchayat.**

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**
**অ্যাড কানেক্সন**
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

**হুগলি**
**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,** সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,** প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

**নদিয়া**
**টাইপ কর্ণার,** নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

**রাজ টেলিকম,** অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ২৯ শে ডিসেম্বর, ১২ ই পৌষ, শুক্রবার। দ্বিতীয়া তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরি চন্দ্র র মহাদশা। বিংশোত্তরি শনির মহাদশা কাল, মৃতে এক পাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** আজ দুশ্চিন্তা মুক্ত সময়। পরিবার স্বজনের সাথে সম্পর্ক শুভ হবে। শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা শুভ যোগাযোগ। জমি বাড়ি বাস্ত বিষয় শুভ। যারা লেখালেখি করেন সাংবাদিকতা করেন, তাদের কাছে আজ কিছু সুযোগ বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন গৃহবধূদের শুভ যোগ প্রেমিক যুগল আনন্দ প্রাপ্তির দিন। সন্তানের সাথে যে মতভেদ ছিল তা মিটে যাওয়ার দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে করি দান করুন দেবতার উদ্দেশ্যে।

**বৃষ রাশি :** দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে। যারা রাজ্যের বাইরে বা রাষ্ট্রের বাইরে কাজ করেন, তাদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। বাণিজ্য বৃদ্ধির দিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যার যট খুলবে। প্রেমিক যুগল বিবাহের দিন নির্ধারণ করতে পারেন। পরিবারের সহযোগিতা পাবেন। প্রবীণ নাগরিক, যারা অসুস্থ ছিলেন, তাদের সুস্থতা লক্ষণ প্রকাশ পাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা অতি করুন শুভ হবে।

**মিথুন রাশি :** আজ অবুঝের মত তর্ক করলে সমাজের চোখে সম্মানহানি হবে। বান্ধব প্রতিবেশী দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটি না করার জন্য অশান্তির কালো মেঘ। জল ভ্রমণে বিপদ। দূর ভ্রমণে বিপদ। বিবাদ বিতর্ক বিশৃঙ্খলা থাকবে। এক তৃতীয় ব্যক্তি কে নিয়ে পারিবারিক অশান্তি চরমে পৌঁছবে। সতর্ক থাকা উচিত বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ তিনটি প্রদীপ জ্বালুন এবং কর্পূর দ্বারা সমস্ত দেবদেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

**কর্কট রাশি :** আজ মনে হবে কেউ কথা রাখেনি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বিবাদে না গিয়ে, বুদ্ধির দ্বারা কৌশলী হয়ে চেষ্টা করলে সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে শ্বশুরবাড়ির একজন সদস্য দ্বারা কিছু শুভ হবে। অর্থ আসবে ব্যয় হবে দ্বিগুণ। এক প্রতিবেশীর কু নজর আপনার প্রতি আছে। শান্তির উদ্দেশ্যে বাড়ির গৃহ মন্দিরে প্রদীপ প্রজনন করুন এবং শঙ্খ বাজান নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**সিংহ রাশি :** পারিবারিক দাম্পত্য জীবনে শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কোন বান্ধবীর বুদ্ধির দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। যে পরিবারকে আপনি মাঝে মাঝে উপদেশ দেন, আজ সেই পরিবার আপনার পাশে থেকেই দাঁড়াবে। আপনি আনন্দ পাবেন। খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা হোটেল রেস্তোরাঁ ব্যবসা যারা করেন, তাদের অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। এক পুরাতন প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় অর্থবৃদ্ধি সম্ভব। পরিবারের গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দুর্গা প্রদান করুন শুভ হবে।

**কন্যা রাশি :** আজ সকাল থেকেই দোকান বাজার বিষয়কে কেন্দ্র করে, পরিবারে তর্ক-বিতর্ক দানা বাঁধবে। সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। পরিবারের বয়স্ক সদস্যের শরীর খারাপের জন্য দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারের স্কুলে যাতায়াত করে এমন বিদ্যার্থীর জন্য তর্ক-বিতর্ক। বেতনভুক কর্মী যারা, তাদের কিছু সমস্যা তৈরি হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর আপনার দিকে থাকবে। তর্ক-বিতর্ক না করে ধৈর্য ধরা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন এবং নমো শিবায় কথাটি বলুন উপকৃত হবেন।

**তুলা রাশি :** শশুর বাড়ির স্বজনের বুদ্ধির দ্বারা, গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের দ্বারা, অশুভ অবস্থান। পারিবারিক বিষয় প্রতিবেশীর অশুভ নজর, আপনার দিকে থাকার কারণে, নানা বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। কোন রাজনৈতিক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। যিনি বলেছিলেন কাজটি করে দেব ,কাজটি না হওয়ার জন্য মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি হবে। যানবাহন বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা। কোন ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স জিনিস খারাপ হয়ে পড়তে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন।

**বৃশ্চিক রাশি :** আজ ছোট ভ্রমণের দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। অবিবাহিত জাতক জাতিকাদের প্রেম আসবে। বিবাহের সম্ভাবনা আসবে। যারা বেতনভুক কর্মচারী, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর সহযোগিতায় আজ বড় কোন কাজ হয়ে পড়বে। ব্যবসা-বাণিজ্যে বৃদ্ধি। গৃহবধূদের শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ভগবান গনেশের চরণে হলুদ নিবেদন করুন শুভ হবে।

**ধনু রাশি :** সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, আজ তা সমস্যা মুক্তির দিন। কোর্ট কাছারিতে যে মামলা ছিল, আজ আইন আপনার পক্ষে রায় দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থিতি। কিছু নতুন যোগাযোগের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। বাস্তুভূমি গৃহ জমি বিষয়ে শুভ। কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ পাওয়ার সম্ভাবনা, প্রেমিক যুগল শুভ গৃহবধূদের শুভ। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে চন্দন দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**মকর রাশি :** আজ শুভ দিন ছাত্র-ছাত্রী দের লক্ষ্যে পৌঁছানোর সময়। যারা রাষ্ট্রের বাইরে কাজ করেন তাদেরও বহু সুযোগ আসবে। আজ শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে শ্বশুরবাড়ির একজন সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। কোন বান্ধব দারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সম্ভাবনাময় দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, ভগবান গণেশের উদ্দেশ্য দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে

**কুম্ভ রাশি :** আজ নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে চলুন। বিবাদ বিতর্ক থাকবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। সকালবেলায় প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ। বিতর্ক থাকবে। ইনকাম ট্যাক্স সেল ট্যাক্স এর ফাইল দেখে নিয়ম অনুযায়ী চলুন। নয়তো গভর্মেন্টের কোন চিঠি আপনার উদ্দেশ্যে আসতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যে দুশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা। গৃহবধূদেরও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান ভোলেনাথের উদ্দেশ্যে নারিকেল প্রদান করুন বিপদনাশ হবে।

**মীন রাশি :** পুরাতন এক বান্ধবীর সঙ্গে হঠাৎ যোগাযোগের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারের শুভ। যারা শিক্ষকতা করেন, যারা অধ্যাপনা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ডিভোর্সের মামলা যাদের চলছে তাদের ধৈর্য ধরা উচিত, নিশ্চয়ই শুভ হবে। শিল্পী কলাকুশলী যারা-- বিশেষত ক্যামেরাম্যান যারা তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। শুভ যোগাযোগ হবে। ধৈর্য রাখলে সফলতা নিশ্চিত। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান ভোলেনাথ তার উদ্দেশ্যে সাদা মিষ্টান্ন প্রদান করুন শুভ হবে।

**ঘোষণা**- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্যকে ইনসেনটিভ কেন্দ্রের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ কেন্দ্র এ রাজ্যকে বিশেষ ইনসেনটিভ দিতে চলেছে। এর আগে এরাজ্য একাধিকবার কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিকর্মন পুরস্কার পেয়েছে রাজ্য। তবে কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্র এই প্রথম রাজ্যের জন্য ইনসেনটিভ হিসেবে বিশেষ অর্থ বরাদ্দ করতে চলেছে বলেই প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। মাটির মান পরীক্ষা, কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রাংশের ব্যবহার বৃদ্ধির নিরিখে এই টাকা দেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা প্রকল্পে ৬০ শতাংশ টাকা দেয় কেন্দ্র। আর বাকি ৪০ শতাংশ যায় রাজ্যের কোষাগার থেকে। চলতি অর্থবর্ষে কেন্দ্রের মোট চারটি কিস্তিতে ১৬৮ কোটি টাকা দেওয়ার কথা রয়েছে। এছাড়াও এবার ইনসেনটিভ হিসাবে অতিরিক্ত ১৩৭ কোটি টাকা দেওয়া হবে বলে রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুই এই রাজ্য ইনসেনটিভ পেতে চলেছে। প্রশাসনিক মহলের ব্যাখ্যা, প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন অগ্রগতি হয়েছে এই দুই রাজ্যে। যা একাধিক বৈঠকে অন্যান্য সমস্ত রাজ্যের প্রতিনিধিদের সামনে তুলেও ধরেছেন কেন্দ্রের পদস্থ কর্তারা। এমনকী, বাংলাকে মডেল হিসেবে সামনে রেখে কাজ করারও নিদান দেওয়া হয়েছিল গুজরাত, মহারাষ্ট্র এবং উত্তরপ্রদেশ সহ অন্যান্য রাজ্যগুলিকে।

এবিষয় রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, গেরুয়া শিবির বাংলাকে যখন কালিমালিপ্ত করতে চাইছেন, ঠিক তখনই কেন্দ্রে তাদের সরকার রাজ্যের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে ইনসেনটিভ দিচ্ছে। এর থেকেই মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে রাজ্য সরকার কতটা স্বচ্ছতা বজায় রেখে কাজ করে। কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ু ছাড়া আর অন্য কোনও রাজ্য চলতি বছরে ওই প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ খরচ করতে পারেনি। প্রসঙ্গত, একটি কিস্তির ৫০ শতাংশ টাকা খরচ হলে, তবেই পরবর্তী কিস্তির টাকা মেলে। এক্ষেত্রে প্রতিটি কিস্তির টাকা শুধু খরচ করাই নয়, যথা সময়ে তার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেটও পাঠিয়েছে। যে কারণে ফের একবার কেন্দ্রের স্বীকৃতি ছিনিয়ে এনেছে বাংলা।

# বেলুড় মঠে শ্রীশ্রী মা সারদার ১৭২ তম জন্মতিথি পালনের নির্ঘন্ট প্রকাশ কর্তৃপক্ষের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ বুধবার সারদা মায়ের ১৭২ তম জন্মতিথির অনুষ্ঠান পালিত হবে বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠে। বৃহস্পতিবার একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়েছে ওই দিনে বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মতে নানা অনুষ্ঠান মঠের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

সারদা মায়ের ১৭২ তম জন্মতিথির অনুষ্ঠান সূচি

- ৩ জানুয়ারি বুধবার ভোর ৪৪৫ মিনিটে শ্রীমায়ের মন্দিরে মঙ্গলারতির মাধ্যমে জন্ম তিথি পালনের অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হবে।
- ভোর ৪৫০ মিনিট থেকে বেদ পাঠ ও স্তবগানের অনুষ্ঠান শুরু হবে। ভোর ৫৩০ মিনিট থেকে ভজন পরিবেশিত হবে শ্রীমায়ের মন্দিরে।
- এরপর সকাল ৭ টায় বিশেষ পূজোর আয়োজন করা হয়েছে শ্রীমায়ের মন্দিরে।
- দুপুর ১২ টা থেকে হোম অনুষ্ঠান শুরু হবে বলে জানান হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে।
- পাশাপাশি সভা মণ্ডপে সকাল ৮টা থেকে ৯ টা পর্যন্ত মাতৃ সংগীতের অনুষ্ঠান চলবে। এতে বেলুড় মঠের সন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দরা অংশগ্রহণ করবেন।
- এরপরে ৯০৫ -৯৪৫ মিনিট অব্ধি শ্রীমায়ের জীবন কথা পাঠ অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে সভা মণ্ডপে।
- সকাল ৯৫০ - ১০৩০ মিনিট পর্যন্ত চলবে ভক্তিগীতির অনুষ্ঠান।
- সকাল ১০৩৫-১১৩৫ মিনিট পর্যন্ত শ্রীমা সারদামণি নামক গীতিনাট্য অনুষ্ঠিত হবে সভা মণ্ডপেই।
- বেলা ১১.৪০-১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত চলবে শ্যামা সংগীতের অনুষ্ঠান।
- এরপর দুপুর ১২.৩৫-১.৪৫ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে পদাবলী কীর্তন।
- সভা মণ্ডপে ভজনের অনুষ্ঠান চলবে দুপুর ১.৫০-২.৫০ মিনিট পর্যন্ত।
- এরপরে শ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী নিয়ে ধর্মসভা চালু হবে বিকেল ৩ টে থেকে।
- এরই পাশাপাশি দুপুর ১১-২ টা পর্যন্ত শ্রী মা সারদা সদাব্রত ভবনে চলবে প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠান।

এরপরে শ্রী ঠাকুরের আরতির পর শ্রীমায়ের মন্দিরে সন্ধ্যারতি ও ভজন অনুষ্ঠান শুরু হবে।

অনুষ্ঠানের আরও বিস্তারিত বিবরণ কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশিত করা হবে বলে জানান হয়েছে বেলুড় মঠের পক্ষ থেকে। এছাড়াও সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সরাসরি বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠের ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রসারিত করা হবে বলেই জানান হয়েছে।

*'অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম'-এর অধীনে আসানসোল রেলওয়ে স্টেশন বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হবে। বৃহস্পতিবার রেলস্টেশনে প্রস্তাবিত পুনঃবিকাশের সাইট প্ল্যানের মডেল দেখলেন পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অমর প্রকাশ দ্বিবেদী।*

## অমিল পুর পরিষেবা, বিজেপির বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** 'রাম' নামের ভয়ে পালিয়েছে আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়। এমনই কথায় আসানসোল পুরনিগমের সামনে বৃহস্পতিবার দুপুরের বিজেপির প্রতিবাদ সভা থেকে শহরের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হলো। নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে আসানসোল পুরনিগমের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে নিজেদের ক্ষমতা জাহির করলো পদ্ম শিবির। যদিও রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য এদিনের কর্মসূচিকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চায়নি। নাগরিক পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না। বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, হোর্ডিং, অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে পুরনিগম কতৃপক্ষ পদক্ষেপ না নেওয়া সহ ২২টি দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে পুরনিগমের সামনে এই প্রতিবাদ সভার ডাক দিয়েছিলেন বিজেপি কাউন্সিলারদের দলনেত্রী চৈতালি তেওয়ারি।

## ব্রিজের কাজের জন্য বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া:** জামুরিয়ার তপসি ব্রিজে নিচে যেকোনো সময়ে বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছে এলাকার মানুষ। এই বিষয়টি নিয়ে বারবার ওভারব্রিজ নির্মাণকারকের কাছে আবেদন জানালেও কোনভাবেই গুরুত্ব দেয়নি বলে অভিযোগ করছেন স্থানীয়রা। বিগত কয়েক বছর ধরেই চলছে রানীগঞ্জ-সিউড়ি যাওয়ার ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের তপসীতে ওভার ব্রিজের কাজ। ওভার ব্রিজের কাজের জন্য রয়েছে বড় বড় হাই ভোল্টেজের ইলেকট্রিক জেনারেটর । ২৪ ঘন্টায় চলছে হাই ভোল্টেজের জেনারেটর । যেখান থেকে বৈদুতিক নিয়ে ওভার ব্রিজের যত রকম বৈদুতিক এর কাজ করা হয়। এই বড় বড় হাই ভোল্টেজের জেনারেটর থেকে বেরোনো বৈদুতিক তার রয়েছে খোলা জায়গায় চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তার পাশেই রয়েছে তপসী স্টেশন পাড়া ও মাঝিপাড়া। সব সময় তাদের সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। কাজের ক্ষেত্রেই হোক বা স্কুল পড়ুয়ারা স্কুল যাওয়ার ক্ষেত্রেই হোক সেই রাস্তা দিয়ে তাদেরকে যাতায়াত করতে হয়। আর সেই রাস্তার মধ্যে পড়ে রয়েছে হাই ভোল্টেজের তার। নেই কোনো নিরাপত্তা। ওই রাস্তা দিয়ে পারাপার করার সময় যেকোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে বড়সড়ো দুর্ঘটনা।

এলাকাবাসীদের সাথে কথা বলে জানা যায় তারা এ ব্যাপারে ওভারব্রিজ কর্তৃপক্ষকে বারং বার জানিয়েছেন কিন্তু তার সত্ত্বেও কোন কর্ণপাত করছেন না ওভারব্রিজ কর্তৃপক্ষ। যেকোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে বড়সড়ো দুর্ঘটনা। তাদেরকে কাজের ক্ষেত্রে বা বাচ্চাদের স্কুল যাওয়ার ক্ষেত্রে সবাইকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারের উপর দিয়েই রাস্তা পারাপার করতে হয়।

# জেএন.১-এর হদিশ দিল্লিতেও, একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি এমসের

**নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর:** এ বার দিল্লিতেও ঢুকে পড়ল কোভিডের নয়া উপরূপ জেএন.১। দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ জানিয়েছেন, এক ব্যক্তির দেহে কোভিডের এই নয়া উপরূপের হদিশ মিলেছে। তবে রাজধানীবাসীকে এই উপরূপ নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। রাজধানীতে কোভিডের নয়া উপরূপের হদিশ মিলতেই একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে এমস। বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে এ বিষয়ে বৈঠক করেন এমসের অধিকর্তা। তার পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, জরুরি বিভাগে কোভিড স্ক্রিনিং ওপিডি চালু করা হবে। একটি ওয়ার্ডে ১২টি শয্যা রাখা হবে। গুরুতর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, জ্বর এবং কাশি রয়েছে এমন রোগীদের জন্য কোভিড পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। গোয়া, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, কেরল, রাজস্থান, তামিলনাড়ু এবং তেলঙ্গানা এবং গুজরাতে আগেই পাওয়া গিয়েছে কোভিডের নতুন উপরূপ। এ বার সেই তালিকায় জুড়ল দিল্লির নামও। এখনও পর্যন্ত দেশে ১০৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন জেএন.১ উপরূপে। তার মধ্যে ৩৬ জন গুজরাতে, ৩৪ জন কর্নাটক, ১৪ জন গোয়া, ন'জন মহারাষ্ট্র, কেরলে ছ'জন, চার জন রাজস্থানে, তামিলনাড়ুতে চার জন এবং তেলঙ্গানায় দু'জন। জেএন.১ আক্রান্ত বেশির ভাগ করোনা রোগী বাড়িতেই নিভৃতবাসে রয়েছেন। এখনও পর্যন্ত তাঁদের তেমন গুরুতর কোনও শারীরিক সমস্যা দেখা যায়নি।

করোনার নতুন এই উপরূপটির খোঁজ মিলেছিল গত সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকায়। তার পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে জেএন.১-এর সন্ধান মিলেছে। ইউরোপের দেশগুলিতে উদ্বেগের মাঝে চিনেও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে হু হু করে। ভারতের কেরলে জেএন.১-সহ প্রথম করোনা রোগীর সন্ধান মেলে। তার পর অন্য রাজ্যগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে এই উপরূপ।

# বেলুড় মঠের ১২৫তম বর্ষপূর্তিতে ১২৫ টাকার বিশেষ কয়েন ও ডাক টিকিট প্রকাশ কেন্দ্রের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** ভারত সরকারের পক্ষ থেকে রামকৃষ্ণ মিশন-এর ১২৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য ১২৫ টাকার বিশেষ কয়েন প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি একটি বিশেষ ডাক টিকিটের উদ্বোধন করা হয়। ২৭ ডিসেম্বর বুধবার ভারত সরকারের আইন ও বিচার মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বেলুড় মঠ আসেন। তিনি এই বিশেষ কয়েন ও ডাক টিকিট বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন। বেলুড় মঠ চত্বরের অভেদানান্দ কনভেনশন সেন্টার কক্ষে এই বিশেষ সম্মানের স্মারক দু'টি মন্ত্রী তুলে দেন বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষের হাতে। এই বিশেষ কয়েনটি ভারত সরকারের ট্যাকশাল দ্বারা নির্মিত বলেই কয়েনের স্মারকে মুদ্রিত রয়েছে।

*কসবার উদয় শংকর মুক্তি মঞ্চে বহুরূপী মেলা। রঙিন সাজে সামাজিক বার্তা।* *ছবি: অদিতি সাহা*

## আসানসোলে শুরু পশ্চিম বর্ধমান জেলা বইমেলা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আসানসোল দূরদর্শন কেন্দ্রের পাশে পোলো ময়দান লাগোয়া এনসিসি গ্রাউন্ডে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হলো সপ্তম পশ্চিম বর্ধমান জেলা বইমেলা ২০২৩ -২৪। এই বইমেলার আয়োজন করেছে জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর পশ্চিম বর্ধমান জেলা। পরিচালনায় রয়েছে লোকাল লাইব্রেরি অথরিটি। এদিন সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বালিয়ে এই জেলা বইমেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী ও রাজ্যের আইন ও শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটক। ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউরি, পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নাবলম আসানসোল পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক, মেয়র পারিষদ গুরুদাস ওরফে রকেট চট্টোপাধ্যায়, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত দাস, দীপক কান্ত তলাপাত্র সহ অন্যান্যারা। উদ্বোধনী ভাষণে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলেন, বই মানুষের জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমাজ যতই আধুনিক ও উন্নত হোক না কেন বই একজন মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত জড়িয়ে আছে ও থাকবে। তিনি আরো বলেন, মোবাইল, কম্পিউটার ও ল্যাপটপ এখন মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, গত বছরের আসানসোলের জেলা বইমেলায় দেড় কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছিলো। যা গোটা বাংলায় একটা রেকর্ড। গ্রন্থাগার মন্ত্রী আমায় বললেন, গত বছর তিনটি জায়গার বইমেলায় ১ কোটি টাকারও বেশি বই বিক্রি হয়েছিলো। মেলা কমিটির তরফে দীপক কান্ত তলাপাত্র বলেন, আগামী ৩ পর্যন্ত এই বইমেলা চলবে। ১০৬ টি স্টল রয়েছে এবারের বইমেলায়। বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার পাশাপাশি সরকারি দপ্তর স্টল থাকছে। এছাড়াও ফুড স্টল করা হয়েছে। প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বইমেলার মঞ্চে।

# কালিম্পংয়ে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে দক্ষিণেশ্বরের একটি পরিবার, মৃত্যু ছেলের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** বাড়ির গাড়ি নিয়ে হইহই করে দক্ষিণেশ্বর থেকে পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল চক্রবর্তী পরিবার। কালিম্পংয়ে যাওয়ার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বাড়ির ছেলে ইন্দ্রাশিস চক্রবর্তীর। দুর্ঘটনায় আহত পরিবারের অন্য সদস্যরাও।

বৃহস্পতিবার সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বাগডোগরার কাছে গোসাইপুরের এশিয়ান হাইওয়ের ২ নম্বর জাতীয় সড়কে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে চক্রবর্তী পরিবারের সদস্য এমবিএ-র ছাত্র ইন্দ্রাশিসের। গাড়ির চালক-সহ আহত ছয়জনের মধ্যে দু'জনের আঘাত গুরুতর। এদিন সকালে ইন্দ্রাশিসের মৃত্যুর

খবর পৌঁছতেই দক্ষিণেশ্বর ডোমেস্টিক এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

জানা গিয়েছে, নিজেদের বোলেরো গাড়িতে চেপে দক্ষিণেশ্বর থেকে কালিম্পঙয়ের চুইখিমে সপরিবারে যাচ্ছিলেন তাঁরা। বিহার থেকে যাত্রীবাহী দূরপাল্লার একটি বাস বাগডোগরা পেরিয়ে গোসাইপুর সংলগ্ন রাস্তায় আসার পরে আচমকা দাঁড়িয়ে যায়। তখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বোলেরো গাড়িটি সজোরে বাসের পিছনে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে বোলেরো গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ইন্দ্রাশিস চক্রবর্তীর। দুর্ঘটনার কবলে পরা পরিবারের কর্তা ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী জানা, দুর্ঘটনায় তিনি ছেলেকে হারিয়েছেন। স্ত্রীর অবস্থা সংকটজনক।

দুর্ঘটনার খবর পৌঁছতেই শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে দক্ষিণেশ্বর ডোমেস্টিক এলাকা। চক্রবর্তী পরিবারের আত্মীয় যুবক রোহন সাহা জানান, বুধবার রাতে পরিবারের সকলে হৈ-হুল্লোড় করে কালিম্পয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। এদিন সকাল সাড়ে ছ'টা কিংবা পৌনে সাতটা নাগাদ গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ঘটনায় দাদার মৃত্যু হয়েছে। জেঠিমার অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতরা সকলেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ছবিতে ক্যাপশন- মৃত্যু হয়েছে এমবিএ-র ছাত্র ইন্দ্রাশিস চক্রবর্তীর।

# শিশির অধিকারীকে প্রকাশ্যে প্রণাম করে ফ্যাসাদে কাঁথির তৃণমূল পুরপ্রধান, 'তলব' তৃণমূল ভবনে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কাঁথির বর্ষীয়ান সাংসদ শিশির অধিকারীকে প্রণাম করে ফ্যাসাদে কাঁথির পুরপ্রধান তথা তৃণমূল নেতা সুবল মান্না।

আগামী ২ জানুয়ারি সুবলকে কলকাতায় তৃণমূল ভবনে তলব করা হয়েছে। সূত্রের খবর, সেখানে সুবল মান্নার সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। শুধু সুবলকেই নয়, তৃণমূলের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা নেতৃত্বকেও ডাকা হয়েছে বৈঠকে। জেলা নেতৃত্বের সঙ্গেই সেদিন বৈঠক করবেন বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা।

গত কয়েকদিন ধরেই বেজায় চাপের মুখে কাঁথির পুরপ্রধান তথা তৃণমূল নেতা সুবল মান্না। স্থানীয় এক স্কুলের অনুষ্ঠানে গিয়ে কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারীকে সবার সামনে প্রণাম করেছিলেন সুবল। অনুষ্ঠানে গিয়ে শিশিরের পাশে বসে থাকতেও দেখা যায় তাঁকে। আর এই নিয়েই বিতর্কের শেষ নেই। প্রথমে শোকজ, তারপর একেবারে ইস্তফা দেওয়ার নির্দেশ।

সুবলের মুখে শিশিরের 'ভজন' শুনে বেজায় বিরক্ত তৃণমূল নেতৃত্ব। এই প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ বুধবার বলেন, 'কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান যেভাবে বিশ্বাসঘাতক শিশির অধিকারীকে প্রণাম করে, নিজের গুরুদেব ইত্যাদি বলে ভজন করেছেন, তা তৃণমূল কর্মীরা আদৌ ভালোভাবে নেননি। তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে

এবং তাঁকে ইস্তফা দিতে বলা হয়েছে।'

এখানেই শেষ নয়, তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক তথা দলীয় মুখপাত্র কুণাল আরও জানান, 'চিঠি দিয়ে বলা হলে, সেটা বরখাস্ত হয়ে যায়। তাঁর ন্যূনতম সম্মান রাখার জন্যই ইস্তফা দিতে বলা হয়েছে। কেউ যদি পদের মধু আঁকড়ে বসে থাকেন, তাহলে তিনি দলের নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন।' বৃহস্পতিবারও নিজের অফিসেই গিয়ে কাজকর্ম করছেন কাঁথির পুরপ্রধান সুবল মান্না। দলের উচ্চতর নেতৃত্বের থেকে কোনও চিঠি পেয়েছেন কি না, সেই বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি জানিয়েছেন কোনও চিঠিই পাননি তিনি।

## গাড়ির ধাক্কায় খড়দায় বিটি রোডে

# অটো উল্টে জখম মহিলা-সহ দু'জন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** গাড়ির ধাক্কায় অটো উল্টে জখম এক মহিলা-সহ দু'জন। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে খড়দার নতুন বাজারের সামনে বিটি রোডে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ভরা বাজারের ধারে বিটি রোডের ওপর অটো থামিয়ে যাত্রী নামাচ্ছিলেন এক অটো চালক। ঠিক অটোর পাশেই দাঁড়িয়ে এক মহিলা বাজারে কেনাকাটা করছিলেন। সেই

সময় ব্যারাকপুরের দিক থেকে দ্রুত বেগে আসা একটি ওয়াগনার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকা ওই অটো পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। গাড়ির ধাক্কায় অটোটি বি টি রোডের ওপর উল্টে যায়। অটো উল্টে গিয়ে বাজার করতে আসা ওই মহিলার ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। তাতে মাথায় গুরুতর আঘাত পান ওই মহিলা। অন্যদিকে অটোর ভেতর থেকে এক বৃদ্ধ যাত্রীও আহত হন।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে খড়দহ থানার পুলিশ। ঘটনায় জখম মহিলা ও বৃদ্ধকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় খড়দার বলরাম পন্ডিত সেবা মন্দির হাসপাতালে। যদিও অটোয় ধাক্কা মেরে ঘাতক ওয়াগনার গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘাতক গাড়ির খোঁজ চালাচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি, ব্যস্ততম বিটি রোডের ধারে বাজার বসায় ক্রেতারা যত্রতত্র সাইকেল ও বাইক রেখে বাজারে করছেন। তাছাড়া বাজারের সামনে অটো ও টোটো এসে দাঁড়ায়। সেই টোটো ও অটো থেকে যাত্রীরা নেমে বাজারে প্রবেশ করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, বাজারের সামনে যাতে রাস্তার ওপর অটো কিংবা টোটো না দাঁড়ায়, তা প্রশাসনের দেখা উচিত।

# উষ্ণ আবতেই বর্ষবরণ, নববর্ষেও হেরফের হবে না তাপমাত্রার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শীতের পোশাক দূরে থাক, একটু মোটা জামাই গায়ে রাখা দায় দিনের বেলায়। কে বলবে এটা ডিসেম্বরের শেষ।**

**সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুই-ই ছিল বৃহস্পতিবার স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। এদিন কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬ .৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১ ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৪ ডিগ্রি বেশি। ফলে দিনে তো ঠান্ডার লেশই নেই। রাতেও নেই ঠান্ডার হাড় কাঁপুনি।**

**আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, ২০২৩ সালে আর জাঁকিয়ে শীতের কোনও সম্ভাবনা নেই বাংলায়। বড়দিনের মতোই হাওয়া থাকবে বর্ষবরণে। চার পাঁচ দিন এরকমই পরিস্থিতি থাকবে। কারণ, বাংলাদেশের দক্ষিণ ভাগে ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। বঙ্গোপসাগর উপকূল ঘেঁষে এই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে জলীয় বাষ্প ঢুকছে পূবালি হাওয়ায় ভর করে। বাতাসে বাড়ছে জলীয় বাষ্প। আগামী সোম-মঙ্গলবার পর্যন্ত এই আবহাওয়ায় থাকবে। জানুয়ারি মাসের তিন-চার তারিখ পর্যন্ত এই রকম আবহাওয়ার পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। তবে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে কলকাতার পারদ নামবে বলেই পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের।**

# গাড়ির বকেয়া কর আদায়ে বড়সড় পদক্ষেপ রাজ্যের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** গাড়ির বকেয়া কর আদায়ে নতুন বছরে চালু হচ্ছে ওয়েভার স্কিম। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, নির্দিষ্ট একমাসের মধ্যে ট্যাক্স, পারমিট এবং ফিটনেস সার্টিফিকেট সংক্রান্ত বকেয়া টাকা জমা করলে জরিমানা মকুব করা হবে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ট্যাক্স মেটালেই হবে। কোনও জরিমানা মেটাতে হবে না। তবে শুধু একমাস নয়, পরবর্তীতেও ওয়েভারের কিছুটা সুবিধা মিলবে। সেক্ষেত্রে জরিমানার পুরোপুরি ছাড় মিলবে না। একটা নির্দিষ্ট শতাংশের হিসাবে কিছুটা জরিমানা মেটাতে হবে।

এর পাশাপাশি পরিবহণ দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, রাজ্যে চলা প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ গাড়ির মধ্যে ৬৫ শতাংশ গাড়িরই ট্যাক্স বকেয়া রয়েছে। যেগুলোর জরিমানা ধরলে অঙ্কটা দাঁড়ায় ৫ হাজার কোটি টাকা। সরকার মনে করছে, জরিমানা মকুব করে শুধু বকেয়া ট্যাক্স, সিএফের ফিস এবং পারমিটের পুনর্নবীকরণের টাকা যদি পাওয়া যায় তাহলেও সরকারি কোষাগারে আসবে ২২০০ কোটি টাকা। যার পরিমাণটাও অনেকটাই। সাধারণ মানুষ জমে থাকা জরিমানার ভয়ে মূল করের টাকাও দিচ্ছে না। ফলে সরকারের কোষাগারে টাকা তো আসছেই না। উলটে বকেয়া করের টাকা বেড়ে যাচ্ছে।

পরিবহণ দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, যে কয়েকলক্ষ গাড়ির কর বাকি, তারমধ্যে বেশিরভাগই পণ্যবাহী। এছাড়া রয়েছে এমনি বাস থেকে স্কুলবাস। উল্লেখ থাকবে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত গাড়ির কর এবং বিভিন্ন ফি বাকি রয়েছে, সেগুলোকে ১ জানুয়ারি থেকে একমাসের মধ্যে জমা করলে জরিমানা সম্পূর্ণ মকুব হবে। তার পর করলে পুরোপুরি মকুব হবে না। জরিমানার একটা অংশ তখন দিতে হবে। শুধু বাণিজ্যিক এবং পণ্যবাহী যানই নয়, ওয়েভারের সুযোগ নিতে পারবে প্রাইভেট গাড়ির মালিকরাও।

# আয় বাড়াতে পুরসভার বিভিন্ন ভবনের ফাঁকা জায়গা ভাড়া দেওয়ার ভাবনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কলকাতা পুরসভার আর্থিক অনটনের কথা শোনা গিয়েছে আগেই। কোষাগার ভরতে বিভিন্ন পদক্ষেপও করছে পুরসভা। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নির্দেশে সম্পত্তি কর আদায়ে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পুরসভার তরফে। পুরসভার আধিকারিকদের পরামর্শ, কোষগার ভর্তি করতে হলে শুধু সম্পত্তিকর, লাইসেন্স বিল্ডিংয়ের আয়ের উপর নির্ভর না করে রাজস্ব আদায়ের নয়া উৎস তৈরি করতে হবে। এবার সেই ভাবনা থেকে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কলকাতা পুরসভা।

কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, পুরসভার বিভিন্ন ভবনের ফাঁকা জায়গা এবার বেসরকারি সংস্থাকে ভাড়া দেবে তারা। ভাড়া থেকে মোটা টাকা রাজস্ব তোলার পরিকল্পনা রয়েছে পুরসভার। আগামী পুর বাজেটে এই নিয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা পেশ করা হতে পারে বলেও কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর। নতুন অর্থবর্ষে বন্ড ছেড়ে বাজার থেকে টাকা তোলার ভাবনা রয়েছে পুরসভার। ইতিমধ্যেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নির্দিষ্ট সময় পর সুদ সমেত বন্ড ক্রেতাদের ফেরত দিতে হবে পুরসভাকে। এর জন্য বিপুল টাকার প্রয়োজন। সেই কারণে বিকল্প আয়ের খোঁজ করা হচ্ছে। একাধিক বহুজাতিক সংস্থার বিপণিকে 'ফ্লোর' ভাড়া দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

পুরসভা সূত্রে খবর, ধর্মতলার পুরভবনের উলটোদিকে তৈরি হওয়া ভবনে বিভিন্ন দপ্তরের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাকে ভাড়া দেওয়া হতে পারে। আয় বাড়াতে শহরের একাধিক বাজারও পুরসভার নজরে রয়েছে। পুরসভার বিভিন্ন বাজারে অল্প ভাড়ায় ব্যবসা করছেন বেশ কিছু ব্যবসায়ী। যে বাজারগুলি পুরনো বা ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে সেগুলি সংস্কার করে বহুতল বাজার তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। সেখানে বর্তমান ব্যবসায়ীদের জায়গা দেওয়া হবে।

# করুণাময়ী মোড়ে সাবওয়ে তৈরি করতে চলেছে কেএমডিএ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** সল্টলেকের অন্যতম ব্যস্ত এলাকা করুণাময়ী মোড়। সব সময়েই গাড়ি, বাস-অটোর ভিড়। এদিকে আবার শুরু হয়েছে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোও। এরপর থেকে এই চত্বরে পথচারীর সংখ্যা আরও বেড়েছে। এছাড়াও প্রতিদিনই বহু মানুষ করুণাময়ী মোড়ে নেমে নিউটাউন, বেলেঘাটা, ফুলবাগানের অটো ধরার জন্য রাস্তা পারপার করেন। বিকাশ ভবন, সেচ ভবন-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অফিসও এই তল্লাটে। ফলে লোকজনের ভিড় লেগেই থাকে।

এদিকে যানবাহনের চাপ থাকায় পথচারীদের রাস্তা পারাপার হতে সময় লাগে অনেকটাই। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ঘটে দুর্ঘটনাও। এই সমস্যা মেটাতেই করুণাময়ী মোড়ে সাবওয়ে বা ফুটব্রিজ তৈরির প্রস্তাব কিছুদিন আগেই বিধাননগর পুলিশের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল কেএমডিএকে। বিধাননগর পুরনিগমও একাধিকবার কেএমডিএর কাছে এই আর্জি জানিয়েছে। সেই আর্জি মেনেই করুণাময়ী মোড়ে সাবওয়ে তৈরি করতে চলেছে কেএমডিএ।

সরকারি সূত্রে খবর, এজন্য সয়েল টেস্টিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিশেষজ্ঞদের। সেই রিপোর্ট এলেই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে সাবওয়ে অথবা ফুটব্রিজ তৈরির কাজ শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রে এ খবরও মিলেছে, দীর্ঘদিন থেকেই সল্টলেকের বাসিন্দারা করুণাময়ী মোড়ে সাবওয়ে তৈরির দাবি জানিয়ে আসছেন বিধাননগর পুরনিগমে। করুণাময়ীর একটি আবাসনের বাসিন্দা পুলক দত্ত বলেন, 'করুণাময়ী মোড় সল্টলেকের প্রাণকেন্দ্র। রাস্তা পারাপার করাটা বড্ড ঝক্কির। সেই কারণেই সাবওয়ে বা ফুটব্রিজটা ভীষণ জরুরি।' এই সাবওয়ে তৈরি প্রসঙ্গে কেএমডিএর এক কর্তা জানান, 'শহরের বাসিন্দারা ফুটব্রিজের থেকে সাবওয়ে ব্যবহার করাই বেশি পছন্দ করছেন। করুণাময়ীতে কী তৈরি করা হবে, তা মাটির অবস্থা দেখে এবং পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করেই ঠিক হবে।'

# শীতের কলকাতায় জনপ্লাবন, মওকা বুঝে বাড়তি দর হাঁকছে হলুদ ট্যাক্সিও

**শুভাশিস বিশ্বাস**

**কলকাতা:** শীতের ছুটিতে কলকাতা দেখতে বেরিয়ে পড়েছেন অনেকেই। চিড়িয়াখানা থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে তিল ধারনের জায়গা নেই। একই অবস্থা সায়েন্স সিটি থেকে ইকো পার্কেও। তবে এরই মধ্যে সমস্যায় পড়ছেন যাঁরা কলকাতার সেই চিরপরিচিত হলুদ ট্যাক্সিতে উঠছেন তাঁদের অনেকেই। এই সমস্যা নজরে আসছে ধর্মতলায় লিন্ডসে স্ট্রিটের সামনে দাঁড়ালেই।

কলকাতা প্রেস ক্লাবকে পিছনে রেখে লিন্ডসে স্ট্রিটের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে এই হলুদ ট্যাক্সি নিয়ে নানা ঘটনা নজরে আসবেই। প্রথম যে ঘটনা চোখে পড়বে তা হল যাত্রী প্রত্যাখ্যান। কেউ অনুরোধ করলে তার সঙ্গে শুরু হয় দরাদরি। এরপর চালকের ইচ্ছে হলে যাত্রী নিয়ে গন্তব্যের দিকে ছুটবেন, নয়তো ফের নতুন শিকার ধরার আশায় ওঁৎ পেতে বসে থাকা। হেনস্থার এখানেই শেষ নয়। এই শীতের দুপুরে বাড়ির মহিলা এবং বাচ্চাদের নিয়ে কলকাতা দেখতে বেরিয়েছেন অনেকেই। এর মধ্যে বেশির ভাগই আসেন কলকাতার একটু বাইরে থেকে। যাঁদের কলকাতা সম্পর্কে সম্যক কোনও অভিজ্ঞতা নেই। এই রকম কোনও পরিবারকে হাতের মধ্যে পেলে বেশির ভাগ ট্যাক্সি চালক গন্তব্যে পৌঁছোর জন্য মিটার ছাড়া দর হাঁকছেন। যাঁরা মিটারে যেতে চাইছেন এমন ছবি নিতান্তই নগণ্য। আর এই দরাদরিতে হাঁকা হচ্ছে যে ভাড়া হওয়া উচিত তার থেকেও অনেক বেশি টাকা। এই সব ঘটনার হাতে গরম প্রমাণ মিলবে ভিক্টোরিয়ার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেই।

এছাড়াও আরও এক সমস্যা হল গন্তব্যে যাওয়ার পথে জানজটের আঁচ পেলে ট্যাক্সিচালকদের একাংশ গন্তব্য পর্যন্ত যেতেই চাইছেন না। এমন ভূরি ভূরি প্রমাণ মিলবে ধর্মতলা চত্বরে একটু দাঁড়ালেই। কেউ যদি ময়দানের দিক থেকে নিউ মার্কেটের দিকে যেতে চান তাহলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে লিন্ডসে স্ট্রিটের মুখেই। কোনও ভাবেই চালকরা এগোবেন না হগ মার্কেটের দিকে। যাঁরা কলকাতার পুরনো বাসিন্দা তাঁদের সঙ্গে এই ঘটনায় বাক বিতণ্ডাও যে হচ্ছে না তা নয়। তবে ট্যাক্সি চালকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ ঠিক কী ভাবে নেওয়া সম্ভব তা কিন্তু স্পষ্ট নয় কোথাও-ই। আর ধর্মতলার মতো জনবহুল এলাকায় কলকাতা পুলিশের আধিকারিকদের দেখা পাওয়া ভার। যাঁরা রয়েছেন তাঁদের হাতে কোনও ক্ষমতাই নেই এই ধরনের ঘটনায় পদক্ষেপ নেওয়ার। ফলে নিশ্চিন্তে এই দর কষাকষির ঘটনা চালিয়ে যাচ্ছেন ট্যাক্সি চালকেরা।

এদিকে কলকাতায় এই হলুদ ট্যাক্সির জন্য শুরু হয়েছে 'যাত্রী সাথী' অ্যাপ। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সাধু উদ্যোগ সন্দেহ নেই। তবে গোড়াতেই রয়েছে গলদ। কারণ, অ্যাপ ক্যাবের জামানায় এই হলুদ ট্যাক্সিতে যাঁরা চড়েন তাঁদের মধ্যে সিংহ ভাগই প্রবীণ। প্রবীণরা এখনও পর্যন্ত অ্যাপ নির্ভর পরিষেবার সঙ্গে যে নিজেদের মানিয়ে নিতে পেরেছেন তাও কিন্তু নয়। এদিকে আবার উল্টোদিকে হলুদ ট্যাক্সির চালকদের সবার কাছেও যে এই অ্যাপ রয়েছে তাও নয়। এর থেকে স্পষ্ট যে, যাত্রী সাথী অ্যাপ এখনও খুব একটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি তিলোত্তমাবাসীর কাছে। না এই অ্যাপ পিছনে ফেলতে পেরেছে ওলা-উবেরকে।

যাত্রী প্রত্যাখ্যান বা যাত্রীর কাছ থেকে বেশি টাকা চাওয়ার যে অভিযোগ সামনে আসছে তা নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যাক্সি অপারেটর্স কোঅর্ডিনেশন কমিটির কর্মকর্তা নওল কিশোর শ্রীবাস্তবকে জানানো হতেই এমন ঘটনার কথা তিনি একবাক্যে স্বীকারও করে নেন। তবে পাশাপাশি এও জানান, ট্যাক্সিচালকদের দাদাগিরি এখন অনেকটাই কমেছে। তবে যাত্রীসাথী অ্যাপ সবার কাছে পৌঁছলে এই সমস্যা অনেকটাই কাটবে বলে মনে করেন তিনি। আর এই যাত্রী সাথী অ্যাপকে জনপ্রিয় করে তুলতে সরকারকে আরও উদ্যোগ নিতে হবে। তবে হলুদ ট্যাক্সির চালকদের এমন ব্যবহারের কারণে সাধারণ মানুষের কাছে ওলা-উবের-এর মতো অ্যাপ ক্যাব জনপ্রিয় হচ্ছে তা কিন্তু মানতে একেবারেই রাজি নন এআইটিইউসি অনুমোদিত এই সংগঠনের শীর্ষ নেতা। উল্টে তিনি জানান, অ্যাপ ক্যাবের জনপ্রিয়তা নাকি কমছে। আর সেই জন্য বিভিন্ন ধরনের ছাড়ও দেওয়া হচ্ছে এখন এই সব অ্যাপ ক্যাবে। পাশাপাশি নওল কিশোর শ্রীবাস্তব এও জানান, সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা ধুঁকছে। সঙ্গে আছে পুলিশি জুলুম। সবার আগে এই পুলিশি জলুম বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। তবে হলুদ ট্যাক্সি সম্পর্কে নওল কিশোর শ্রীবাস্তবের বক্তব্য, ট্যাক্সি মালিকদের দাবি মানতে হবে সরকারকে। না হলে বিলুপ্তির পথে চলে যাবে কলকাতার এই ঐতিহ্য।

## সম্পাদকীয়

# ‘জিআই’ তকমা পেয়েও জয়নগরের মোয়া শিল্প প্রসার লাভ করেনি

দেখতে দেখতে সাত বছর হয়ে গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগরের মোয়া জিআই (জিয়োগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) তকমা লাভ করেছে। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর অবশেষে গত ২০১৫ সালের ২৩ মার্চ স্বীকৃতি হিসেবে জয়নগরের মোয়া জিআই তকমা পায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সারা রাজ্যে, দেশে ও বিদেশে বিপণনের বিষয়ে মোয়া-শিল্প সে ভাবে প্রসার লাভ করতে পারেনি। তার কারণ হল, খোলা বাজারে, এমনকি মিষ্টির দোকানে নকল নিম্নমানের মোয়ার রমরমা। অন্য দিকে, উপযুক্ত সুগন্ধি নলেন গুড় ও কনকচূড় ধানের অভাব, যেগুলো মোয়া তৈরির অন্যতম অপরিহার্য উপাদান। বর্তমানে কৃষকরা বেশি লাভের আশায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করে উচ্চফলনশীল ধান চাষের প্রতি নিত্য মনোনিবেশ করছেন। কনকচূড় ধান উৎপাদনে ফলন উল্লেখযোগ্য হয় না বলে অনেকেই এই ধান চাষ করেন না। আবার বিচক্ষণ শিউলি ও খেজুর গাছের অভাবে বাজারে সুগন্ধি ও সঠিক গুণমানের নলেন গুড়ের অপ্রতুলতাই মোয়া-শিল্পের কারিগরদের ক্ষেত্রে মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। ফলে শীত না-পড়তেই বাজারে সর্বত্র ‘জয়নগরের মোয়া’ এই নামে এক প্রকার স্বাদহীন, সস্তা ও নিম্নমানের নকল মোয়া পাওয়া যাচ্ছে। ফলে, যাঁরা মোয়া খেতে ভালবাসেন, তাঁরা বার বার প্রতারিত হচ্ছেন। এ দিকে জিআই স্বীকৃতি পাওয়া কোনও পণ্যের নকল সরবরাহ ও বিক্রয় করা দণ্ডনীয় অপরাধ। অসাধু ব্যবসায়ীরা এটা জানেন, তবু আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আখের গুড়, আর নিম্নমানের খই দিয়ে মোয়া তৈরি করে বাজারে বিক্রি করছেন। ফলে ক্রেতার পাশাপাশি সঠিক গুণগত মান বজায় রেখে যাঁরা মোয়া বিক্রি করেন, তাঁরাও প্রতারিত হচ্ছেন। সত্যি কথা বলতে, আসল ‘জয়নগরের মোয়া’র স্বাদ অতুলনীয়। কনকচূড় ধানের খই, বিশেষ উপায়ে প্রস্তুত নলেনগুড়, গাওয়া ঘি, পেস্তা বাদাম, খোয়াক্ষীর, কাজু, কিশমিশ-সহযোগে এক ধরনের কৌশলী নির্মাণশৈলীর উপর নির্ভর করে মোয়ার মান। যেমন তেমন ভাবে খই আর গুড় মাখালেই মোয়া হয় না। তাই, জয়নগরের মোয়া নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের এই বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত এবং নকল মোয়া বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার জন্য কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা দরকার। তা ছাড়া সরকারকেও এই বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে, যাতে বৈদেশিক বাজারে জয়নগরের মোয়ার সঠিক বিপণন হয়। কারণ, অনেক মানুষই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁদের সারা বছরের রুটিরুজির ব্যবস্থা করেন।

## শাশ্বত কথা

### প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বর

প্রত্যেকের মধ্যেই সেই ঈশ্বর, পরমাত্মা আছেন। অন্য সব কিছুই স্বপ্ন, শুধু মায়া। নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে একমাত্র ভগবান বিদ্যমান আছেন এবং যে একমাত্র ভগবানের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি, আর আমার সর্বাধিক উপাস্য দেবতা হবেন আমার পাপী নারায়ণ, আমার তাপী নারায়ণ, আমার সর্বজাতির সর্বজীবের দরিদ্র নারায়ণ।

— স্বামী বিবেকানন্দ

## জন্মদিন

### আজকের দিন

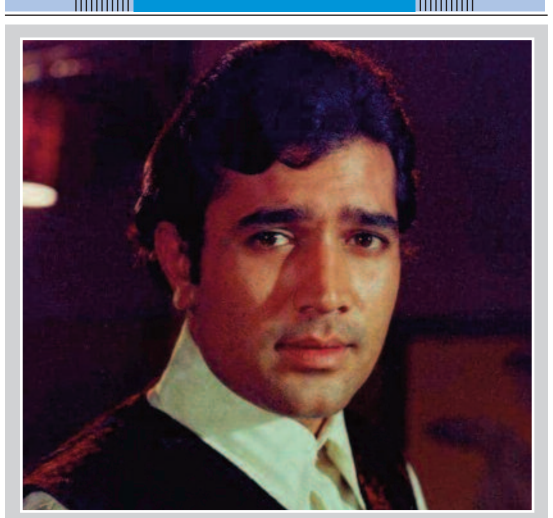

রাজেশ খান্না

১৯৪২ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রাজেশ খান্নার জন্মদিন।
১৯৫২ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী যোগিতা বালির জন্মদিন।
১৯৭৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী টুইঙ্কল খান্নার জন্মদিন।

## ফিরে দেখা ২০২৩

# ক্রীড়াঙ্গণে ভারত

**অশোক সেনগুপ্ত**

২০২৩-এর বছর শেষে ভারতের দাপট একবার ফিরে দেখা যাক।

এশিয়ান গেমস ২০২৩-এ ভারতের ঝুলিতে আসে মোট ১০৭টি পদক।

**এশিয়ান গেমস ২০২৩:** চিনের হাংঝাউতে অনুষ্ঠিত হয় গত ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত। রেকর্ড সংখ্যক পদক জয় করে ভারত। এশিয়ান গেমস ২০২৩-এ ভারতের ঝুলিতে আসে মোট ১০৭টি পদক। এর মধ্যে ২৮টি স্বর্ণ পদক, ৩৮টি রৌপ্য পদক এবং ৪১টি ব্রোঞ্জ পদক। ভারত চতুর্থ স্থান অধিকার করে। তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে চিন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৮-র এশিয়ান গেমসের তুলনায় ভারতের অনেকটাই অগ্রগতি দেখা গিয়েছে। কারণ ওই মরশুমে ভারতের ঝুলিতে আসে ৭০টি পদক। যার মধ্যে ১৬টি ছিল স্বর্ণ পদক।

এশিয়ান গেমস ২০২৩ সংক্রান্ত কিছু জরুরি আপডেট

১. সিঙ্গল এসএল৪ ক্যাটাগরিতে রৌপ্য পদক জয় করেছেন ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সুকান্ত কদম।
২. ব্যাডমিন্টন মেনস ডাবলস-এ সোনা জয় সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটির।
৩. ভারতের পুরুষ এবং মহিলাদের দল দাবায় দুটি রৌপ্য পদক জয় করেছেন।
৪. মেনস ফ্রিস্টাইল ৮৬ কেজি ইভেন্টে রুপো আনলেন দীপক পুনিয়া।
৫. ভারতের পুরুষদের কাবাডি দল ইরানকে হারিয়ে সোনা জয় করল।
৬. মেয়েদের হকিতে জাপানকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জয় ভারতের।
৭. তীরন্দাজ ওজস প্রবীণ দেওতালে জিতলেন সোনা।
৮. পুরুষদের ভারতীয় ক্রিকেট দল সোনা জিতেছে।

বিশ্ব কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এবারের অন্যতম সফল তারকা বিরাট কোহলি।

**বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারত:** একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপে আরও একবার স্বপ্নভঙ্গ হল ভারতীয় ক্রিকেট দলের। ২০২৩-এর ২০ নভেম্বর ফাইনাল ম্যাচে ভারত ৬ উইকেটে হেরে গেল অস্ট্রেলিয়ার কাছে। তবে সার্বিকভাবে টুর্নামেন্টের অন্য খেলাগুলোতে ভারতীয় কিছু ক্রিকেটার যথেষ্ঠ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

**এশিয় প্যারা গেমস:** হাংঝাউয়ে এই গেমস চলে ২২ থেকে ২৮ অক্টোবর। অংশ নেয় ৪৪টি দেশ। ভারত ১১১টি পদক নিয়ে টেবিলের পঞ্চম স্থানে থেকে তাদের সর্বকালের সেরা দক্ষতা দেখায়। দক্ষিণ কোরিয়া বেশি

এশিয়া কাপের প্রথম সংস্করণের ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে ইতিহাস তৈরি করল ভারত।

সোনার পদক জিতে চতুর্থ স্থানে থাকলেও ভারত তাদের চেয়ে আটটি বেশি পদক পায়। ভারতের ঝুলিতে পড়ে সোনা, রূপো ও ব্রোঞ্জ পদক যথাক্রমে ২৯, ৩১ ও ৫১টি।

**বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা নীরজের:** জ্যাভলিন নিক্ষেপকারী নীরজ চোপড়া ২০২২ সালে

নীরজ চোপড়া।

অল্পের জন্য চূড়ান্ত জয়ী না হলেও গত ২৮ আগস্ট হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতে ইতিহাস তৈরি করেন।

**সুইৎজারল্যান্ডের পর্যটন-দূত নীরজ:** বিশ্বের তৃতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার হিসাবে এক সঙ্গে অলিম্পিক্স এবং বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের সোনা জয়ী নীরজ। ২৫ বছরের ভারতীয় অ্যাথলিটের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত সুইৎজারল্যান্ডের পর্যটন দফতর। নীরজ সুইৎজারল্যান্ড গিয়েছেন জুরিখ ডায়মন্ড লিগে অংশগ্রহণের জন্য। এই প্রতিযোগিতায় রুপো পেয়েছেন তিনি। প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পর সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে চুক্তি করে সুইৎজারল্যান্ডের পর্যটন সংস্থা। ভারতে তিনি সুইৎজারল্যান্ডের পর্যটন সংস্থার হয়ে প্রচার করবেন।

সেরার শিরোপা ভারতের নারী ব্রিগেডের মাথায়।

**বিশ্বক্রিকেটে দাপট ভারতীয় মহিলাদের:** প্রথমবার বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট। জানুয়ারি মাসে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জেতেন রিচা ঘোষ-শেফালি ভার্মারা। তার পরে এশিয়া কাপেও শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন হরমনপ্রীত কৌররা। বছরের শেষ দিকে এশিয়ান গেমসেও সোনা জেতেন মহিলা ক্রিকেটাররা। প্রথমবার এশিয়ান গেমসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল মহিলাদের ক্রিকেট। সেখানেই সেরার শিরোপা ভারতের নারী ব্রিগেডের মাথায়।

**ফুটবলে ২০২৩:**

■ গত ১৮ জুন ভুবনেশ্বরে কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের ফাইনালে লেবাননকে ২-০ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত।

সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বে ভারতীয় ফুটবল দল ৯ম সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব ঘরে তোলে।

■ জুলাই মাসে সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বে ভারতীয় ফুটবল দল ২০২৩ সালে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে জয়লাভ করে। ফাইনাল ম্যাচে টিম ইন্ডিয়া কুয়েতকে পরাস্ত করে। নির্ধারিত সময়ে দুটো দলই একটা করে গোল করেছিল। তারপর পেনাল্টি শ্যুট আউটে হয় ম্যাচের ফয়সালা ৫-৪ গোলে জয়লাভ করে ভারত। এই ম্যাচটি বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হয়েছিল। পেনাল্টি শ্যুটআউটে ভারত কুয়েতকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই গোটা স্টেডিয়াম জুড়ে ভারতীয় ফুটবল সমর্থকরা বন্দেমাতরম ধ্বনিতে গর্জন করে ওঠেন। আর এই সময় বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামের পরিবেশ দেখার মতো ছিল।

কিংস কাপে ভারত।

■ কিংস কাপের সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছিল ভারত। গত ৭ সেপ্টেম্বর তাইল্যান্ডের চিয়াং মাই স্টেডিয়ামে ইরাকের সঙ্গে ২-২ গোলে খেলা অমিমাংসিত থাকে। পেনাল্টিতে ইরাক ৫-৪ এ জিতে ফাইনালে ওঠে।

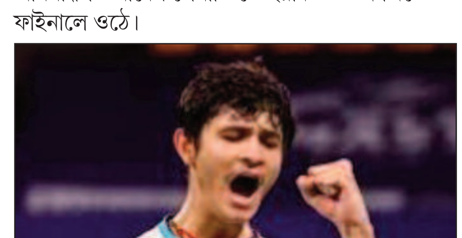

প্রিয়াংশু রাজাওয়াত।

**প্রথম ভারতীয় হিসেবে ২০২৩-এ ব্যাডমিন্টনে সিঙ্গলস খেতাব জয় প্রিয়াংশু রাজাওয়াতের:** ২০২২ সালে টমাস কাপ জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন। ২০২৩ সালে প্রথম ভারতীয় হিসেবে কোনও আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব জিতলেন মধ্যপ্রদেশের প্রিয়াংশু রাজাওয়াত। ২১ বছরের এই শটলার অলরিঁয় মাস্টার্স সুপার ৩০০ টুর্নামেন্টের ফাইনালে অসাধারণ লড়াই করে জয় ছিনিয়ে নিলেন। রবিবার ফাইনালে প্রিয়াংশু হারালেন ডেনমার্কের ম্যাগনাস জোহানেসেনকে।

**মহিলাদের বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়ন ভারত:** মহিলাদের বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত তিনটি স্বর্ণপদক জিতেছে। প্রথমত, নীতু ঘঙ্গাশ ৪৫-৪৮ কেজি ওজন বিভাগে দেশের হয়ে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন। এরপর ৭৫-৮১ কেজি বিভাগে স্বর্ণপদক সুইটি বুরা। এখন ৪৮-৫০ কেজি বিভাগে স্বর্ণপদক নিখাত জারিন। ভারতের তারকা মহিলা বক্সার নিখাত জারিন নিজের নামে আরও একটি কীর্তি গড়লেন। তিনি টানা দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক।

টানা দ্বিতীয়বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেন নিখাত জারিন।

নিখাত ভিয়েতনামের নগুয়েন থি ট্যামকে ৫-০ হারিয়ে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন। ‘২৩-এর ২৬ মার্চ দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তাঁর জন্য গর্বিত হল ভারত। গত বছরের মে মাসেও এই টুর্নামেন্টে সোনা জিতেছিলেন নিখাত জারিন।

**হকিতে সাফল্য:** ‘হকি ফাইভ এস টুর্নামেন্ট’-এ এশিয়া সেরা হল ভারত। তাও আবার পাকিস্তানকেই হারিয়ে। ১ সেপ্টেম্বর রাতে ফাইনালে নির্ধারিত সময়ে ভারত ও পাকিস্তান দুই দলই ৪-৪ গোল করে ড্র করে। ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। টানটান উত্তেজনার ম্যাচে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে ৬-৫ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। এই টুর্নামেন্টে প্রথম থেকেই ভারতের পারফরম্যান্স ছিল অনবদ্য। এর আগে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে ১৫ গোল করেছিল তারা পিছিয়ে গিয়েও। এরপর জাপানের বিরুদ্ধে এক ম্যাচে ৩৫ গোল করার রেকর্ড গড়ে ভারত। সেমিফাইনালে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ১০-৪ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল ভারতীয় হকি দল। ফাইনালে ম্যাচেও জয়ের ধারা বজায় রাখল ভারত। ওমানে আয়োজিত এশিয়া কাপের প্রথম সংস্করণের ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে ইতিহাস তৈরি করল ভারত।

প্রথমবার আইএসএল জেতে মোহনবাগান।

**মোহনবাগানের আইএসএল জয়:** প্রথমবার আইএসএল জেতে ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম সেরা ক্লাব মোহনবাগান। টানটান ফাইনালে পেনাল্টি শুট আউটের মাধ্যমে ট্রফি ছিনিয়ে নেয় সবুজ-মেরুন জার্সিধারীরা। ফাইনালে বাগানের বারের নীচ বিশাল কাইথের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে ওঠে। বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে সমর্থকদের আবেদন মেনে ক্লাবের নাম থেকে ‘এটিকে’ সরিয়ে নেওয়া হয়।

‘খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমস’ ভিডিও কনফারেন্সে উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

**‘খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমস’:** ২০০ টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী ৪,০০০ টিরও বেশি ক্রীড়াবিদ উত্তরপ্রদেশে গত ২৫ মে থেকে ৩ জুন পর্যন্ত আয়োজিত ‘খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমস’-এ ২১টি ক্রীড়া ইভেন্টে অংশ নিতে একত্র হন। লখনউতে ভিডিও কনফারেন্সে এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ উপস্থিত ছিলেন।

# মহার্ঘ ভাতার বঞ্চনা

**সুবল সরদার**

নতুন পে কমিশন অর্থাৎ ষষ্ঠ পে কমিশন রোপা -২০১৯র পর থেকে মহার্ঘ ভাতা নিয়ে সরকারি কর্মচারীদের তীব্র ক্ষোভ আছে। ধীরে ধীরে পাওনা মহার্ঘ ভাতা নিয়ে জোরদার আন্দোলন শুরু হয়। এই বিক্ষোভ কর্মসূচি দু’ভাবে হচ্ছে। একদিকে কর্মচারীদের যৌথ সংগ্ ্রামী মঞ্চ। চাকরির প্রার্থীদের মতো তাঁরা লাগাতার ধর্না থেকে শুরু করে নানা বিভোক্ষ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ গ্রহণ করছেন। এমনকি আন্দোলন করতে গিয়ে তাঁরা জেল খেটেছেন। এখন তারা বেলে আছেন। সেই মামলার এখনো নিষ্পত্তি হয় নি। অন্যদিকে আর একদল সরকারি কর্মচারী ইউনিটি ফোরামের পক্ষ থেকে আইনের উপর ভরসা রেখে আইনি লড়াই করছেন। ইউনিটি ফোরামের আহ্বায়ক দেবপ্রসাদ হালদার এমনটাই জানিয়েছেন।

স্যাট থেকে হাইকোর্ট, হাইকোর্ট থেকে আবার স্যাট। স্যাট থেকে হাইকোর্ট হয়ে এখন সুপ্রিমকোর্টে মামলা। দীর্ঘ দিন ধরে সুপ্রিমকোর্টে পেন্ডিং হয়ে পড়ে আছে। সুপ্রিমকোর্ট তারিখ পর তারিখ দিয়ে সুপ্রিম নজির সৃষ্টি করেছেন। ২০১৬ সাল থেকে ওই মামলা চলছে দীর্ঘসূত্রীতার পথ ধরে। এখন জানবো হাইকোর্টের কি আদেশ আছে? ৩১.০৮.২০১৮ ডিভিশন বেঞ্চে বিচারপতি দেবাশীষ করগুপ্ত এবং বিচারপতি শেখর ববি সরাফের আদেশ ‘D.A. is a legally enforceable right.’ ২০ ০৫ ২০২২ ডিভিশন বেঞ্চে বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন এবং বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্তের আদেশ ‘D.A. is statutory and fundamental right ’।

এখন জানতে হবে কেন মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয়? AICPI (All India Consumer Price Index) এই স্বশাসিত কেন্দ্রীয় সংস্থা বাজার দর মূল্যায়ণ করে কেন্দ্রের কাছে মহার্ঘ ভাতার সুপারিশ করে। তারপর কেন্দ্র সরকার তার কর্মচারীদের জন্যে মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করে এবং রাজ্যগুলোও সেই সুপারিশ মেনে ধাপে ধাপে মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করে।

কিন্তু আমাদের রাজ্য ওই কেন্দ্রীয় সংস্থার সুপারিশ গ্রাহ্য করে না, হাইকোর্টের আদেশ মানে না। সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কর্মচারীদের মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, পে কমিশনে নাকি মহার্ঘ ভাতার সুপারিশ নেই, তাই তিনি দিতে পারছেনা। কিন্তু তিনি মহার্ঘ ভাতা দিচ্ছেন ৩+৩+৪ সবসুদ্ধ ১০ শতাংশ। কিন্তু কর্মচারী হাতে পেয়েছেন মাত্র ৭ শতাংশ। কারণ আগের পে কমিশনের হাউস রেন্ট ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১২ শতাংশ করেছে। এই সরকারের উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মচারীদের কিভাবে তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায়। সরকারি কর্মচারীরা হচ্ছেন সরকারের মুখ। তাঁরাই সরকারের উন্নয়নের পরিকাঠামো রূপায়ণ করেন। সরকারি কর্মচারীরা প্রথম শ্রেণীর কর দাতা। তাঁরা মহার্ঘ ভাতা হাতে পেলে বাজার আরো বেশি চাঙ্গা হবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় কারণ দুর্নীতিপরায়ণ নেতাদের মতো আইন ভেঙ্গে তাঁরা টাকা হোডিং করে রাখতে পারেন না। তাই তাঁদের টাকা বাজারে যতো বেশি রোলিং হবে বাজার ততো বেশি চাঙ্গা হবে।

সরকার কেন মহার্ঘ ভাতা দিতে পারছে না? সরকারের কোষাগারে নাকি টাকা নেই। কিন্তু সরকারের খেলা -মেলা- উৎসব ভাতা থেকে শুরু করে পুজো কার্নিভাল কোথাও টাকার ঘাটতি দেখছি না। ভাতা দেওয়ার বহর দেখে মনে হয় শুধু ভাতা দেবার জন্যে সরকার এসেছে। অর্থনৈতিক মন্দা নেই। শুধু কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা নেই। এতো শুধু কর্মচারীদের কথা যাঁরা চাকরিতে কর্মরত রয়েছেন কিন্তু যাঁরা চাকরি থেকে অবসর করেছেন? যাঁরা ফ্যামিলি পেনশনের উপর নির্ভর করে কোনমতে কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন? তাঁরা কিন্তু সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান না। তাঁদের কথা সরকার কী একবার ভেবেছে? সরকারি কর্মচারীদের পাপ্য মহার্ঘ ভাতা দিয়ে সরকার ন্যায় বিচার ঘোষণা করুক।

## ডাকবাক্স

# গ্যাস বায়োমেট্রিক করার জন্য অনৈতিক টাকা আদায় বন্ধ হোক

*সম্পাদক সমীপেষু,*

বেশ কিছু দিন ধরেই রান্নার গ্যাসের গ্রাহকদের তথ্য যাচাইয়ের জন্য বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থাগুলির তরফে। মূলত আধারের তথ্য যাচাই করতেই ভর্তুকির অধীনস্থ গ্রাহকদের জন্য এই বায়োমেট্রিক লিঙ্ক বা আপডেট বাধ্যতামূলক করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে নিজ নিজ ডিস্ট্রিবিউটরের অফিসে বায়োমেট্রিক লিঙ্ক করাতে ভিড় জমাচ্ছেন গ্রাহকেরা। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই আসরে নেমে পড়েছে একদল অসাধু কারাবারিরা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্যাস ডিলারদের অফিসে লিঙ্ক করাতে আসা গ্রাহকদের থেকে বিভিন্ন ছলনায় অনৈতিকভাবে টাকা আদায় করা হচ্ছে। যে পরিষেবা বিনামূল্যে পাওয়ার কথা, সেই পরিষেবা পেতে এক-একজন গ্রাহককে ২০০-৩০০ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে গ্রাহকদের বলপূর্বক সুরক্ষা পাইপ গছিয়ে দিয়েও মূল্য আদায় করে নেওয়া হচ্ছে। এমনকি গ্রাহক টাকা দিতে সম্মত না হলে তার বায়োমেট্রিক লিঙ্ক না করে দেওয়ার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ডিলারদের অফিসগুলির তরফে। ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়েই অনৈতিক মূল্য দিয়ে কিংবা প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছ থেকে সুরক্ষা পাইপ কিনে গ্যাসে বায়োমেট্রিক করাচ্ছেন গ্রাহকেরা। কিন্তু সরকারি তেল সংস্থাগুলি আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, বায়োমেট্রিক লিঙ্কের পরিষেবা পেতে কোনও অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হচ্ছে না গ্রাহকদের থেকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই গ্যাস ডিলারদের এক অংশের এ হেন কার্যকলাপে উঠছে প্রশ্ন। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ, গ্রাহকস্বার্থে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

*সুদীপ সোম*
*হাবড়া*

### লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

# দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে লোকসভার ভোট প্রচারে কাঠি ফেলল আরামবাগ শহর তৃণমূল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** ২০২৪ সালে লোকসভা। কিন্তু ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। প্রার্থী ঘোষণা তো আরও দূর। তার আগেই তৃণমূল কংগ্রেস দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে ভোট প্রচারে কাঠি ফেলল। আসন্ন লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী রং তুলি নিয়ে দেওয়াল লিখন শুরু করেন। এদিন আরামবাগ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে দেওয়াল লিখন করা হয়। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, প্রার্থী থেকে দল বড়। তাই প্রার্থীদের নাম উল্লেখ না করে দেওয়াল লিখনে দলকে ভোট দেওয়ার আর্জি জানানো হচ্ছে। জানা গিয়েছে, আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে শহর ও ব্লক জুড়েই দেওয়াল লিখন করবে। এদিন আরামবাগ শহরের ওয়ার্ডগুলোতে দেওয়াল লিখন শুরু হয়। প্রসঙ্গত, আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্র হুগলি জেলায় অবস্থিত এবং একটি বিধানসভা কেন্দ্র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। এই কেন্দ্রটি পূর্বে উন্মুক্ত ছিল কিন্তু ২০০৯ সালে তপসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত হয়। এই সাতটি বিধানসভা হল হরিপাল, তারকেশ্বর, পুরশুড়া, আরামবাগ, খানাকুল, গোঘাট, চন্দ্রকোণা। এই সাতটি বিধানসভার মধ্যে চারটি বিধানসভা ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভ করে আছে। তাছাড়া, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি খুব একটা খারাপ ফলাফল করেনি। বেশ কয়েকটি পঞ্চায়েত, একটা পঞ্চায়েত সমিতি ও বেশ কয়েকটি জেলা পরিষদের আসনে বিজেপি জয়লাভ করে। তাছাড়া বিগত লোকসভা ভোটে বর্তমান তৃণমূলের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার মাত্র এগারোশোর চেয়ে একটু বেশি ভোটে জয়লাভ করে। তাই এবারের লোকসভা ভোটে তৃণমূল বনাম বিজেপির ভোট যুদ্ধে কে জিতবে তা আগামীদিন জানা গেলেও দেওয়াল লিখনে তৃণমূল এগিয়ে থাকতে চাইছে। তবে তৃণমূলের জয় যে সহজ হবে না সেই বিষয়ে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল সন্দেহ প্রকাশ করে। তাদের দাবি ভোট যুদ্ধে বিজেপি চোখে চোখ রেখে লড়াই করবে। তবে শেষ হাসি কে হাসবে তা নির্ভর করছে জনগণের উপর। তবে এদিন দেওয়াল লিখন করার পর আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, আজকে আরামবাগ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে লোকসভা ভোটের জন্য দেওয়াল লিখন শুরু করল। সারা রাজ্যের মধ্যে ৪২টা লোকসভা আসনের মধ্যে ৪২টা পাবে তৃণমূল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিএএ হবে বলে গেছেন। আমরা এর প্রতিবাদ করছি। বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবাসে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখে ভোট দেবেন। অপরদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিমান ঘোষ তৃণমূলের দেওয়াল লিখন নিয়ে কটাক্ষ করেন। তিনি জানান, তৃণমূল যতই আগে ভাগে দেওয়াল লিখন করুক। চোর তৃণমূলকে কেউ ভোট দেবে না। চুরি করে আগের বার জিতেছিল। এবার আর হবে না। আরামবাগের মানুষ বিজেপিকে আশীর্বাদ করবে। সবমিলিয়ে রাজ্যের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে পিছনে ফেলে বৃহস্পতিবার লোকসভা ভোটের দামামা বাজিয়ে দেওয়াল লিখন করল আরামবাগ শহর তৃণমূল কংগ্রেস।

# প্রধান শিক্ষকের গাফিলতিতে সময়ে প্রকাশ পাচ্ছে না রেজাল্ট, ক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও ফলাফল না বেরোনোয় স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না স্বামী ভোলানন্দ বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে অভিভাবকরাও স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখান। অভিভাবকদের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষক কুরবান আলি প্রায় ছয় মাস ধরে স্কুলে আসেন না। যার কারণে পরীক্ষার ফল বের হয়নি। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও ফলাফল না বেরোনোয় অন্যত্র ভর্তির জন্য চেষ্টা করলেও অসহায় হয়ে পড়ছেন অভিভাবকরা। স্কুলের শিক্ষিকা কেকা দাস জানিয়েছেন, প্রধান শিক্ষক স্কুলে আসেন না। একাডেমিক কমিটি পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির প্রশ্নপত্র তৈরি করেছিল।

তার পরেই পরীক্ষা নেওয়া হয়। পুরো খাতা দেখাও হয়ে গিয়েছে। সেখানে প্রধান শিক্ষকের সই করার কথা।

তিনি না আসায় মার্কশিটে সই হয়নি। প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে না আসায় সেই মার্কশিট তারা দিতে পারেননি। দু'বছর আগে স্কুলের যে ঘটনা ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে। এখনও আতঙ্কের মধ্যেই আছেন সবাই। ছাত্ররা তাদের পরীক্ষার মার্কশিট হাতে পাক। দ্রুত স্কুলের পঠন-পাঠন স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ফিরে আসুক সেই দাবি করেন তিনি। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুলের ৩২ জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ লিখিতভাবে জানানো হয়েছে উচ্চ আধিকারিকদের কাছে।

পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু কোনার জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের আদর্শ বলে মনে করে, তারা যা বলেন সেটা শুনে জীবন গড়ার চেষ্টা করে। সেই শিক্ষকরাই স্কুলে নিজেদের মধ্যে মারামারি করছেন এটা শোভনীয় নয়। প্রধান শিক্ষকের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। তিনি এভাবে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঠেলে দিতে পারেন না। পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি জানিয়েছেন, ওই স্কুলের দ্রুত ফলাফল বের করতে হবে, প্রধান শিক্ষককেও আসতে হবে তা না হলে প্রয়োজনে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বিষয়টির শিক্ষা দপ্তর গুরুত্ব দিয়ে দেখবে।

## ইট বোঝাই লরি উল্টে পড়ল বাড়ির উপর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডুয়া:** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি বাড়ির ওপর উল্টে যায় ইট বোঝাই লরি। কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচেন বাড়ির বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির পাণ্ডুয়ার দে পাড়ায়। ঘটনাস্থলে আসে পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ। গাড়ির চালক-সহ খালাসিকে আটক করে পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজেদের বাড়ির রান্নাঘরে বসে রান্না করছিলেন সমীরণ টুডু ও আরতি হেমব্রমের পরিবারের সদস্যরা। আরতি হেমব্রম তখন রান্নার তোড়জোর করতে ব্যস্ত। আরতিদেবী জানান, আর কয়েক মিনিট দেরি হলে তাঁরাও হয়তো বাড়ি চাপা পড়ে মারা যেতেন। কোনওক্রমে দৌড়ে পালিয়ে এসে প্রাণে বাঁচেন। জানা যায়, একটি মোটরসাইকেলকে পাশ দিতে গিয়ে ইট বোঝাই লরিটি উল্টে যায় তাদের বাড়ির উপরে।


**সম্পদ বিক্রির নিমিত্ত নোটিশ**
**জেপিএম এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)**
**(CIN : U17120WB2009PTC137865)**
**২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি এবং ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয়**

জেপিএম এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) সম্পর্কিত বিষয়ে নিম্নোক্ত সম্পদসমূহ ''স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে'' ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'', ''যে অবস্থায় আছে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' বিক্রির জন্য ই-নিলামে অংশ গ্রহণের জন্য পোর্টাল https://nesl.co.in/auction-notices-under-ibc/: আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে :

| | |
|---|---|
| নিলামের তারিখ এবং সময় | ২৫ জানুয়ারি ২০২৩ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত) |
| ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ | ২২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ বিকেল ৪টের পূর্বে |
| ইওআই এবং অন্যান্য নথি দাখিলের তারিখ | ১২ জানুয়ারি ২০২৩ |
| উপযুক্ত ডাকদাতাদের ঘোষণা | ১৩ জানুয়ারি ২০২৩ |
| পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় | ২১ জানুয়ারি ২০২৩ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত) |

| | সম্পদ এবং স্থান | ব্লক নং | সংরক্ষিত মূল্য (টা.) | বায়না জমা দাখিল (টা.) |
|---|---|---|---|---|
| ১. | স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি বিক্রয় (ঠিকানা : রিজেন্ট গার্মেন্টস অ্যান্ড অ্যাপারেল পার্ক, বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত) | এ | ২২,০১,৯৭৬ | ২,২০,১৯৮ |

বিক্রয় এবং ই-নিলামের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে ইমেল পাঠান : jpmexports.cirp@gmail.com তে।

স্বা/-
অভিষেক গুপ্তা, লিকুইডেটর
তারিখ : ২৯.১২.২০২৩ জেপিএম এক্সপোর্টস প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত)
স্থান : কলকাতা আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং : আইবিবিআই/আইপিএ-০০৩/আইপি-এন০০১৩৫/২০১৭-২০১৮/১১৪৯৯
রেজিস্টার্ড ঠিকানা : সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১
রেজি. ইমেল : avishek@optimusresolution.net
যোগাযোগের ইমেল : jpmexports.cirp@gmail.com


# ২২ দফা দাবিতে আসানসোল পুরনিগমে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি জমা বিজেপির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** পুরপরিষেবা পাচ্ছেন না সাধারণ জনগণ। এই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার ২২ দফা দাবিকে সামনে রেখে আসানসোল পুরনিগমের সামনে প্রতিবাদে সরব হল বিজেপি। বিরোধী দলনেত্রী চৈতালি তিওয়ারির আহ্বানে, বিজিপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির নেতৃত্বে কয়েক হাজার বিজেপি কর্মী সমর্থক পুরভবনের সামনে এই প্রতিবাদ সভায় সামিল হন। এই বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন

আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য কমিটির সদস্য কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, জিতেন্দ্র তিওয়ারি, চৈতালি তিওয়ারি সহ বিজেপি কাউন্সিলররা। এদিনের প্রতিবাদ সভা কার্যতঃ 'রাম মহোৎসবে' পরিণত হয়। রামের গানের সঙ্গে বিজেপি পতাকা হাতে রাস্তা ব্লক করে নাচতে থাকে উপস্থিত কর্মী সমর্থকরা। নাচতে দেখা যায় জিতেন্দ্র সহ বিজেপি কাউন্সিলরদেরও। এদিনের সভা থেকে বিজেপি নেতৃত্ব মেয়র সহ পুরচেয়ারম্যানদের উদ্দেশ্যে বারে বারে হুঁশিয়ারি দিতে থাকেন এই পুরসভায় যারা দুর্নীতি করেছেন ইডি সিবিআই, আইটির হাত থেকে তারা রক্ষা পাবেন না। জিতেন্দ্রর অভিযোগ আসানসোলের করের টাকায় কলকাতার উন্নয়ন হচ্ছে। আসানসোলের উন্নয়ন হচ্ছে না। প্রতিবাদ সভা 'রাম মহোৎসবে' পরিণত হওয়া প্রসঙ্গে জিতেন্দ্র বলেন, ভারত মানেই রাম। এদিন আসানসোল পুরনিগমে উপস্থিত ছিলেন না মেয়র বিধান উপাধ্যায়।

জিতেন্দ্র তিওয়ারি তার বক্তব্যের মধ্যে কটাক্ষ করে বলেন পুরনিগমের বাইরে আজ রাম নামের জয়ধ্বনি হচ্ছে। তাই মেয়র উপস্থিত হননি। আমরা শুনেছিলাম ভূত রাম নামকে ভয় করে কিন্তু মেয়র কেন রামের জয়ধ্বনি শুনে পুরনিগমে আসেননি তা জানা নেই।

জিতেন্দ্রর অভিযোগ অস্বীকার করে আসানসোল পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র ওয়াশিমুল হক বলেন, মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে বলেই তৃণমূলকে আশীর্বাদ করছে। রাম মহোৎসব প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, অশান্তি ছড়াতেই ওরা এই ধরনের কাজ করেছে।

## টাকার বিনিময়ে আধার কার্ড তৈরি বা সংশোধনের অভিযোগ, উত্তেজনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** আধার কার্ড সংশোধন বা তৈরি করতে গেলে দিতে হবে ৩০০ টাকা। নচেৎ আধার কার্ড তৈরি করা হবে না। এমনই অলিখিত নির্দেশ দিয়েছেন পানাগড় ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড অফিসে আধার কার্ড তৈরির একটি বেসরকারি সংস্থার আধিকারিকরা।

আধার কার্ড তৈরির জন্য অতিরিক্ত টাকা চাইলে তা গ্রাহকরা দিতে না চাওয়ায় আধার কার্ড করে দেওয়া হবে না বলতেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয় পানাগড়ের দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন বিএসএনএল এর কার্যালয়ের ভিতরে। বৃহস্পতিবার সকালে এলাকার বহু মানুষ আধার কার্ড সংশোধন ও তৈরি করতে আসলে তাদের কাছে ৩০০ টাকা চাওয়ায়। ক্ষুব্ধ জনতা মারমুখী হয়ে ওঠে।

জনতার হাত থেকে বাঁচতে অফিস থেকে বাইকে চেপে এক আধিকারিক পালানোর চেষ্টা করলে দপ্তরের সদর দরজা বন্ধ করে দেয় ক্ষুব্ধ জনতা।

এর পরেই অবস্থা বেগতিক বুঝে দপ্তরের পিছনের পাঁচিল টোপকে পালিয়ে এলাকার এক ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন বেসরকারি সংস্থার এক আধিকারিক। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। কাঁকসা থানার পুলিশ ওই আধিকারিককে উদ্ধার করে ফের দপ্তরে নিয়ে আসে।

কাঁকসা থানার পুলিশের আধিকারিকরা অতিরিক্ত পরিমাণে টাকা না নেওয়ার কথা বললে পুলিশের কথা মেনে আধিকারিকরা অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হবে না বলার পরেই শান্ত হন ক্ষুব্ধ জনতা। আধিকারিকরা পুলিশের কথা মেনে পুনরায় আধার কার্ড তৈরির কাজ শুরু করে। বারবার পানাগড় বিএসএনএল দপ্তরে এই ঘটনা ঘটার কারণে বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে দপ্তরের সামনে দু'জন সিভিক পুলিশকে মোতায়েন করেছে থানার পুলিশ।

কেউ আসে মানকর থেকে কেউ বুদবুদ তো কেউ গলসি থেকে ভোর ৫টা থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু দীর্ঘ ৪ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পরে আধার কার্ড করতে অফিসের ভিতরে ঢুকলেই তাদের ৩০০ টাকা চাওয়া হয়। না হলে সেই ফর্ম জমা নেওয়া হয় না। অনেকে টাকা দিতে রাজি হলেও তার কোনো রশিদ দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ।

## প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ:** কেক কেটে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করলেন কংগ্রেস কর্মীরা। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ১৩৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার বুদবুদ ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয় মানকর রেল স্টেশন সংলগ্ন মানকর অঞ্চল কংগ্রেস দলীয় কার্যালয়ের সামনে। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের সামনে ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়ের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে তাকে শ্রদ্ধা জানান কংগ্রেস কর্মীরা। পাশাপাশি এদিন কেক কেটে ছোট ছোট শিশুদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়াও এদিন মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের ও তাদের পরিবারের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বুদবুদ ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি জয়গোপাল দে, পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা।

অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেসের ১৩৯

তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসর কর্মী সমর্থকরা। এদিন কংগ্রেসের দলীয় পতাকা উত্তোলন করে এবং কেক কেটে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন কংগ্রেস কর্মীরা। বৃহস্পতিবার বিকালে পানাগড় বাজারের কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের সামনে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার কংগ্রেসের সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

কোথাও রক্তদান হয়েছে, কোথাও গরিব মানুষদের কম্বল দান হয়েছে, কোথাও গরিব মানুষদের খিচুড়ি খাওয়ানো হয়েছে। যে যেভাবে পেরেছে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেছেন।

## উদ্বোধন হল পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, রঘুনাথপুর:** আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহস্পতিবার বিকেলে উদ্বোধন হল পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের। বৃহস্পতিবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা। জেলা শাসক রজত নন্দার প্রতিনিধি হিসাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসেছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ)

আদিত্য বিক্রম হীরানী। রঘুনাথপুরের এসডিও তামিল ওভিয়া এস। জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী। জেলা পুলিশ সুপার অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রঘুনাথপুরের এসডিপিও অবিনাশ ভীমরাও যাধোয়ার। এছাড়াও ছিলেন জয়চণ্ডী পর্যটন উৎসব কমিটির সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া। রঘুনাথপুর মহকুমার তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক সায়ন ঘোষ। রঘুনাথপুর থানার আইসি অর্ঘ্য মণ্ডল এবং এলাকার বিশিষ্টজনেরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, ফলক উন্মোচন, ক্লাবের পতাকা উত্তোলনের পরে প্রেস ক্লাবের অফিসের ভবনের উদ্বোধন করেন প্রশাসনিক আধিকারিক ও বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মহকুমা প্রেস ক্লাবের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন রঘুনাথপুর মহকুমা শিল্পাঞ্চলের ডিভিসি, শ্যাম স্টিল,শাকাম্ভরী গ্রুপ, দামোদর ইস্পাত, এমএসপিএলের মতো শিল্পোদ্যোগীরা। পুরুলিয়ার মাটির লোকশিল্প ছৌ নাচের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়েছে।

## ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এসে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পরলেন শান্তনু ঠাকুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ:** ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সিএএ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে মতুয়া ভক্তদের কয়েকজন প্রতিবাদ করায় বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়লেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। বনগাঁর ট্যাংরা কলোনিতে মতুয়াদের অনুষ্ঠানে এসে সিএএ নিয়ে নিয়ে বক্তব্য দেওয়ায় শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়, বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়তেও দেখা গেল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শান্তনু ঠাকুরকে বাবা এবং ঠাকুরদাদাকে নিয়ে গালাগাল করার অভিযোগ তুললেন তৃণমূলের লোকেদের বিরুদ্ধে পাল্টা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। বৃহস্পতিবার উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁর ট্যাংরা কলোনিতে মতুয়া ধর্ম মহা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। শান্তনু ঠাকুর বক্তব্য রাখতে গিয়ে গ্যারান্টি দেন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে সিএএ হবেই। বক্তব্য রাখার শেষে কয়েকজন তৃণমূল পন্থী মতুয়া ভক্ত এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন এবং মন্ত্রীর সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পরেন। উত্তেজিত হয়ে পড়ে মন্ত্রী ফাল্গুন মালাকারের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, তৃণমূলের লোকেরা বাবা ঠাকুরদাদাকে গালাগাল করেছে আমাকে আক্রমণ করেছে। যদিও এই বিষয়ে মন্দির কমিটির সম্পাদক ফাল্গুন মালাকার দাবি করেছেন শান্তনু ঠাকুর অশ্লীল উক্তি করার কারণে সাধারণ মানুষ তাকে যা বলার বলেছে আমি তাকে কোনও আক্রমণ করিনি। এই বিষয়ে ট্যাংরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনও রাজনীতি নয়।


**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **মেসার্স শিব শক্তি বার্টার প্রা লি**, একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানির নামে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত মূল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নং **বি.০৫.০৪৩৪০** অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিনষ্ট হয়েছে। কোম্পানির মূল সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথি বিনষ্ট হয়েছে উক্ত অবাঞ্ছিত ঘটনায়।

**শিব শক্তি বার্টার প্রা লি** এর পক্ষে
৪ সিনাগগ স্ট্রিট, ৯ম তল,
কলকাতা- ৭০০০০১
স্থান : কলকাতা স্বা/-
তারিখ : ২৮.১২.২০২৩ ডিরেক্টর



**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, শ্রী সুরেশকুমার বিশ্বনাথ আগরওয়াল এবং শ্রী অনিকেত সুরেশ কুমার আগরওয়াল (পরবর্তীতে যৌথভাবে ডিরেক্টর হিসেবে উল্লিখিত) বর্তমানে ফেমিনা মার্চেন্টস প্রা লি (পরবর্তীতে কোম্পানি হিসেবে উল্লিখিত), একটি নন -ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আরবিআই) নিকট নথিভুক্ত, উল্লেখ্য রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নং : বি.০৫.০৬৪৫৬ তারিখ ১৮.০৮.২০০৪ এবং রেজিস্টার্ড অফিস : ৭ তারা চাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৫মতল, রুম নং -৪ই, কলকাতা- ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ, একজন নতুন পেশাদার ডিরেক্টর নিয়োগ করতে ইচ্ছুক, ডিরেক্টরশিপ পরিবর্তনের মাধ্যমে। আরও অবগত করা হচ্ছে, শ্রী অনিল বিষ্ণোই, কোম্পানির নতুন ডিরেক্টর নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত হবেন (পরবর্তীতে ''প্রস্তাবিত ডিরেক্টর'' হিসেবে উল্লিখিত)।

যেকোনও ব্যক্তি(গণ) কোনও বিনিয়োগকারী(গণ) বা আমানতকারী(গণ) এর সংশ্লিষ্ট কোম্পানির মালিকানা পরিবর্তন, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনায় কোনও আপত্তি থাকলে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে এবং সংশ্লিষ্ট রিজিওনাল অফিস, ডিপার্টমেন্ট অব নন-ব্যাঙ্কিং সুপারভিশন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, কলকাতার নিকট এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নোটিশ পাঠাতে পারেন।

উক্ত নোটিশ আরবিআই সার্কুলার ডিএনবিআর(পিডি) সিসি নং ০৬৫/০৩.১০.০০১/২০১৫-১৬ তারিখ ৯ জুলাই ২০১৫ এবং অন্যান্য সম্পর্কিত রেগুলেশনস অধীনে প্রদত্ত।

শ্রী সুরেশকুমার বিশ্বনাথ আগরওয়াল এবং শ্রী অনিকেত সুরেশ কুমার আগরওয়াল (বর্তমান ডিরেক্টরগণ), বর্তমান শেয়ারহোল্ডারগণ, এবং কোম্পানি কর্তৃক প্রস্তাবিত ডিরেক্টরগণ, যৌথভাবে সংশ্লিষ্টগণের পক্ষে ইস্যুকৃত।

**ফেমিনা মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড** কর্তৃক
স্বা/-
**অনিকেত সুরেশ কুমার আগরওয়াল**
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর
তারিখ : ২৮.১২.২০২৩ ডিন : ০০২২১১৮৬



**বিজ্ঞপ্তি**

**জেলা হুগলী মোকাম চন্দননগর ১ম সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশন আদালত**
**সন ২০১০ সালের ১০ নং দেওয়ানী জারী মোকর্দ্দমা**
**(২০১৫ সালের ৫৭ নং দেঃ জারী মোকর্দ্দমা)**
**ডিক্রীদার :- রবি শঙ্কর তা দীং**
**দেনী:-সুকান্ত দেবনাথ দীং**

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে দেনী ১নং ও ২নং নাগাইদ ৩ (এ) কার্ত্তিক চন্দ্র ভৌমিক, ৩(বি) বিশ্বজিৎ ভৌমিক পিতা শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র ভৌমিক সর্ব সাং দোগাছিয়া জেলা উত্তর ২৪ পরগণা পিন ৭৪৩৭০২, গণকে জানানো যাইতেছে যে ডিক্রীদারগণ রবি শঙ্কর তা দীগর অত্র আদালতে আপনাদের বিরুদ্ধে গত ইংরাজী ১২।৩।২০১০ তারিখে দেওয়ানী জারী মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। আপনারা ৩ (এ) ও ৩(বি) দেনীগণ আদালত হইতে প্রেরিত পদাতিক মারফৎ এবং পোষ্ট অফিস মারফৎ নোটিশ ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করিতেছেন না। এমতাবস্থায় ডিক্রীদারগণ দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের অর্ডার ৫ রুল ২০ ধারা মতে আপনাদের উপর নোটিশ জারী করিবার জন্য দরখাস্ত করেন। উক্ত দরখাস্ত আদালত কতৃক মঞ্জুর হওয়ায় আপনাদের অত্র বিজ্ঞপ্তিতে জানানো যাইতেছে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ ইহতে ৩০ দিনের মধ্যে আপনারা স্বয়ং অথবা নিযুক্তিয় উকিল বাবু মারফৎ হাজির হইয়া আপনাদের বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যাথায় মোকর্দ্দমায় একতরফা শুনানীর আদেশ হইবে।

ডিক্রীদার পক্ষে আদেশানুসারে
Krishna Chandra Chatterjee সৌমেন ঘোষাল
এ্যাডভোকেট সেরেস্তাদার
১১.১২.২০২৩



कॅनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

**Manicktolla Branch (19508), 58, Raja Dinendra Street, Kolkata - 700006, Tel : 7619283484**

**To,** **Date: 28/12/2023**
**Sri Prasanta Kumar Das (Partner of M/S. STYLE)**
**70, M. G. Road, Thakurpukur, Kolkata - 700082**
**Also at : Dakhsinapan Complex, Shop No. 42, First Floor,**
**Dhakuria, Kolkata - 700068**

**SUBJECT : REMOVAL OF PERSONAL BELONGINGS / ITEMS FROM MORTGAGED PROPERTY SOLD UNDER E-AUCTION REG.**

Dear Sir,

You are fully aware of the fact that in default of payment of the outstanding loan amount availed from Canara Bank, Manicktolla branch under the name of M/s Style, Bank has taken physical possession of the mortgaged property vide order of Ld. District Magistrate on 04.09.2023 by following due process of law.

Subsequently, Bank has sold the mortgaged property through E-Auction held on 17.11.2023 against sale notice dated 31.10.2023. The Bank has also issued Sale Certificate to the Successful bidder on 06.12.2023.

In the above circumstances, you are informed to be present on the premises of the said property on 06.01.2024 at 11.30 am and collect all your personal belongings / items from the scheduled property to enable us to handover possession of vacant property to the Auction Purchaser.

In case you fail to collect your personal belongings/items before the said date/time the Bank shall deal with the same as deemed fit. Please note that the Bank shall not be responsible for any damage/wear/tear to the belongings/items at the time of moving the same.

You are requested to take safe custody of your personal belongings/items on the said date without fail.

**Senior Manager, Canara Bank**
**Manicktolla Branch**



Bank of India BOI

**বর্ধমান জোনাল অফিস**
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [ দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু

নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৩.১০.২০২৩ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী অপূর্ব কুমার সিনহা এবং সঞ্চিতা সিংহ** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৮,৬৪,২৬২.৩১ টাকা** (আঠাশ লাখ চৌষট্টি হাজার দুশো বাষট্টি টাকা এবং একত্রিশ পয়সা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে**।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া **২৮,৬৪,২৬২.৩১ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

সকল অংশ সম্পত্তি বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত মৌজা-ডেমুরারি গোপীনাথপুর, জেএল নং ২০৫, এলআর খতিয়ান নং ৬৯৭৮ এবং ৬৯৭৯, এলআর প্লট নং ৩৬৮৪, এরিয়া-৯৮৯ বর্গফুট, ৫ম তল, ফ্ল্যাট নং : এফ, ব্লক : ১, সোনালি আবাসন, একটি কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ ১২০ বর্গফুট, সেকেন্ড ফিডার রোড, ওয়ার্ড নং ৫, বাঁকুড়া পুরসভা, বাঁকুড়া-৭২২১০১। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : পুকুর/ডোবা, দক্ষিণে : আল্ট্রাটেক সিমেন্ট অফিস, পূর্বে : সেকেন্ড ফিডার রোড/ স্টেশন মেন রোড (লালবাজার স্টেশন), পশ্চিমে : অন্যান্যর প্লট সমন্বিত।

**তারিখ- ২৭.১২.২০২৩** **অনুমোদিত অফিসার**
**স্থান- কাটজুরিডাঙা** **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া**


# কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান হুগলির দেবানন্দপুরে গড়ে উঠবে পর্যটন কেন্দ্র

**বনস্পতি দে**

**হুগলি:** কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান দেবানন্দপুরে পর্যটনকেন্দ্র তৈরি করবে রাজ্য পর্যটন দপ্তর। চলতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে এই ঘোষণা করা হয়েছিল। ২১ ডিসেম্বর কলকাতা ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল উদ্বোধনের অনুষ্ঠান থেকে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙালির নয়া গন্তব্য কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান হুগলির দেবানন্দপুরে গড়ে উঠবে পর্যটন কেন্দ্র। রাজ্য পর্যটন দপ্তরের তরফে আগেই এই কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। দেবদাস, পরিণীতা, চরিত্রহীন, গৃহদাহের মতো অসংখ্য কালজয়ী উপন্যাসের অমরস্রষ্টা শরৎচন্দ্রের জন্মস্থানকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে রাজ্য সরকারে এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছিল। হুগলির ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে দেবানন্দপুর। ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সেই সাহিত্যিকের জন্মভিটে ও গ্রাম কেমন যেন অনাদরে ছিল। শরৎচন্দ্রের বসত বাড়ি সংস্কার, একটি সংগ্রহশালা, তাঁর নামাঙ্কিত একটি সেমিনার হল ও স্কুল ছাড়া এই গ্রামে আর কিছু হয়নি এতদিন। স্থানীয়দের দাবি ছিল হাওড়ার সামতাবেড়ের মতো হুগলির দেবানন্দপুরকেও পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হোক। এতদিন পর সেই চাহিদা পূরণ হতে চলেছে। প্রাথমিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন এক কোটি ১০ লাখ টাকা দিয়ে দেবানন্দপুর পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। রাজ্য পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান গড়ে তোলা হবে বিশ্রাম ঘর। সংস্কার করা হবে প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালা। একইসঙ্গে সংস্কার করা হবে সংগ্রহশালা, চারটি শিবমন্দির। সংস্কার করা হবে স্মৃতি মন্দির চত্বরে থাকা কথা শিল্পী শরৎ চন্দ্রের মূর্তি, সেমিনার হল এবং স্মৃতি মন্দির। এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন স্মৃতিগুলিকে ঢেলে সাজানো হবে। এ প্রসঙ্গে হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য বলেন, 'আগামী দু'তিন মাসের মধ্যে সব কাজ শেষ করা হবে।' জেলা প্রশাসনের আশা এই পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার পর পর্যটকদের ভিড় বাড়বে। স্বাভাবিকভাবেই খুশি এলাকাবাসী।


ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

**জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ**
**১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,**
**কলকাতা - ৭০০ ০০১**

**দখল নোটিশ**
**(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**
**পরিশিষ্ট - ৪, [ রুল ৮(১)]**

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

**''ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।''**

| ক্রম নং | অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ শাখার নাম | দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ | দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকায়) | সম্পত্তির বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|
| ১. | মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার, স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত (ঋণগ্রহীতা), শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত (স্বত্বাধিকারী/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/বন্ধকদাতা), শ্রী মানস দত্ত (জামিনদাতা) এবং শ্রী গৌতম দত্ত (জামিনদাতা) শাখা : উস্তি শাখা | ১৮.০৮.২০২৩ এবং ২৭.১২.২০২৩ | ৬০,৯০,৫৫৯.০০ টাকা এবং প্রযোজ্য মতে সুদ, চার্জ এবং মূল্য (ষাট লাখ নব্বই হাজার পাঁচশ উনষাট টাকা) টাকা ১৭.০৮.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং মূল্য সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২এ, উত্তর পূর্ব কোনে, তৃতীয় তলে, পরিমাণ ৭০১ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া নির্মিত জমির পরিমাণ ০৬ (ছয়) কাঠা ০২ (দুই) ছটাক ০৭ (সাত) বর্গফুট কমবেশি , ০২ (দুই) বেড রুম, ০১ (এক) ডাইনিং তথা কিচেন, ০১ (এক) বাথ এবং প্রিভি, ০১ (এক) ডব্লুসি এবং ০১ (এক) বারান্দা এবং ০১ (এক) ঢাকা সিমেন্টের মেঝে সমন্বিত কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাণ ১২০ বর্গফুট কমবেশি এবং সংশ্লিষ্ট সকল ফিটিংস এবং ফিক্সচার ব্যবহার সুবিধা সহ অবস্থিত মৌজা- সরসুনা, জেএল নং ১৭ এবং আরএস নং ৪৮৬, দাগ নং১২৫৩ এবং ১২৫৫, খতিয়ান নং ১১৭৮, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা-ঠাকুরপুকুর (বর্তমানে সরসুনা), কলকাতা- ৭০০০৬১, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ২২০৮৭৮ থেকে ২২০৯২৭, দলিল নং ১৯১০৫৩২১-২০১৮ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অব অ্যাস্যুরেন্স অফিস এ আর এ-১ কলকাতা, সম্পত্তি শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত স্বামী মানস দত্তর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নমতে :** উত্তরে : ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ৯, ব্যানার্জি পাড়া রোড, পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ৭৩/১, ব্যানার্জি পাড়া রোড সমন্বিত। |

তারিখ : ২৭.১২.২০২৩, স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

# দেশের মধ্যে ধর্মীয় পর্যটনে সেরা বাংলা, চাকলা লোকনাথ ধামে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা:** আমরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি না। কেউ কেউ আছে ভোট আসলেই ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে। লোকনাথ বাবা সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে চলতেন। তার কাছে সকল ধর্মের মানুষই ঠাঁই পেতেন। কোন ভেদাভেদ করতেন না। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন আমি এখানে এসেছিলাম। তখন অনেক অসুবিধা ছিল ভক্তদের সুবিধার্থে আমরা চাকলা ও কচুয়া মন্দিরের উন্নয়ন করলাম। দেশের মধ্যে ধর্মীয় পর্যটন হিসেবে বাংলা সেরা। বৃহস্পতিবার চাকলা মন্দিরে এসে এমনই বক্তব্য রাখেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই দুপুর ১২.০৮ নাগাদ তিনি হেলিপ্যাডে নেমে চাকলা লোকনাথ ধামে আসেন। মুখ্যমন্ত্রী মন্দিতে এসে পুজো দেন। তারপর মন্দিরের মধ্যেই অস্থায়ী সরকারি মঞ্চে এসে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। এদিন তিনি লোকনাথ মন্দিরের ভোগ বিতরণের জন্য শেড, মন্দিরে প্রবেশের দুটি তোরণ, ২৮টি ফুলের দোকান, মন্দিরে প্রবেশের টিকিট কাউন্টার, আধুনিক ভোগ বিতরণ ও রান্না ঘরের উদ্বোধন করেন। পর্যটন দপ্তরের ৪.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পগুলি তৈরি হয়েছে।

এর জন্য উপকৃত হবে ৫ লক্ষ মানুষ। এছাড়াও মন্দির সংলগ্ন পুকুরের বিউটিফিকেশন করা হয়েছে জেলা পরিষদের ০.১৭৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে। এর জন্য উপকৃত হবেন ২ হাজার মানুষ। এছাড়াও ১৯.৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি সোতপুর-মধ্যমগ্রাম রোড ও ৬.৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে মাধপপুর-কাকিনাড়া রোড়ের উদ্বোধন করেন। পিডাব্লুডি এই কাজ করেছে। এর জন্য উপকৃত হবেন ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার মানুষ। এছাড়াও ৮.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ব্যারাকপুরের নান্না পশ্চিম-বারিকপাড়া রাস্তা, ৫.২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে স্বরূপনগরের দুর্গাপুর ঘোলেরঘাট-শাহিদকাটি মোড় পর্যন্ত রাস্তা ও ৩.৯১ কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে বাদুড়িয়ার কানুর মোর-আটঘড়া-মাগুরখালি রাস্তার উদ্বোধন করেন। ২.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বাদুড়িয়া, মিনাখাঁ, আমডাঙা ও চাঁদপাড়ায় ৪টি বিপিএইচইউ বা ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিটেরও উদ্বোধন করেন তিনি। এছাড়াও হাবড়ায় বস্ত্র হাটের উদ্বোধনও এদিন তিনি করেন। যার জন্য ব্যয় হয়েছে ১৭.২ কোটি টাকা। এই সবের জন্য মোট ৬৯.০১৯৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এদিন তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, চাকলার উন্নয়নের জন্য ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ ও কচুয়ার জন্য ৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। চাকলায় একটি দমকল কেন্দ্র তৈরির আশ্বাস দেন। পাশাপাশি বলেন রাজ্যজুড়ে ধর্মীয় পর্যটনের জন্য ৪০০ কোটি টাকার বেশি খরচ করেছে রাজ্য সরকার। ফলে দেশ বিদেশের পর্যটকদের দাবি করছে ধর্মীয় পর্যটন হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে সেরা বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। তিনি আরও বলেন, আমরা সকল ধর্মের পীঠস্থান গুলির উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়ন করেছি। মতুয়াদের জন্যও নানান উন্নয়ন মূলক কাজ করেছি। আগামীতে সবার জন্য আরও করব। এদিন তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, আসুন ধর্ম নিয়ে ভাগাভাগি নয়, সকলকে নিয়ে একসঙ্গে থাকি।

# বর্ষবরণে কাপল নাইট, বহু মূল্যের টিকিটে ছেয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া

## নিরাপত্তা ঘিরে উঠছে প্রশ্ন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** বর্ষবরণ রাতে সঙ্গিনীকে সঙ্গে নিয়ে ভরপেট মদ্যপানের ব্যবস্থা এবং 'কাপল নাইট' উপভোগ করার আয়োজন করছে কয়েকটি সংস্থা। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন প্রচারকে ঘিরে রীতিমতো ঝড় উঠে গিয়েছে। কোথাও ৩ হাজার টাকার টিকিট, আবার কোথাও ৫ হাজার থেকে ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রবেশ মূল্য করা হয়েছে। মূলত ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদার এলাকাতেই বর্ষবরণের উৎসবে মদ এবং সঙ্গিনীর নিয়ে আনন্দ করার প্রচার ঘুরপাক খাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যাকে ঘিরে একদিকে যেমন সমালোচনা ঝড় উঠেছে, অন্যদিকে উৎফুল্ল কিছু মানুষ চড়া দামে টিকিট কেটে ৩১ ডিসেম্বর রাতের এই পার্টি নাইট বুক করে ফেলেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার হওয়ার বর্ষবরণ রাতের উৎসবের চাহিদা এতটাই যে ইতিমধ্যে মধ্যেই টিকিট শেষ হয়ে গিয়েছে। একইরকম ভাবে ইংরেজবাজার থেকে পুরাতন মালদার কয়েকটি হোটেল কম রেস্তোরাঁ নিউ ইয়ার পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। যদিও ৩১ ডিসেম্বর বর্ষবরণ উৎসবের রাতে নিরাপত্তা জোরদার করতে পুলিশ ও প্রশাসন এখন থেকেই কোমর কষেছে। অবাঞ্ছিত কোথাও কোনও কিছু নজরে আসলেই আটক অথবা গ্রেপ্তার করা হতে পারে বলেও জেলা পুলিশ জানিয়ে দিয়েছে। এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় হাতেগোনা কয়েকটি সংস্থা নিজেদের

বর্ষবরণ উৎসবের প্রচার শুরু করে ফেলেছে। যেখানে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে সঙ্গিনী নিয়ে প্রবেশ করতে গেলে ন্যূনতম ৩ হাজার টাকার টিকিট কাটতে হবে। এছাড়াও সর্বাধিক ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত রয়েছে প্রবেশ মূল্য। কি হবে সেই সব পার্টি নাইটে! উল্লেখ করা হয়েছে, রাতভর উৎসব, গানের আসর এবং আনলিমিটেড ড্রিংকসের ব্যবস্থা। এর সঙ্গে নৈশ ভোজ সবমিলিয়ে জমজমাট ব্যবস্থা করতে চলেছে কয়েকটি সংস্থা। যা ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বছর ৩১ ডিসেম্বর বর্ষবরণের জন্য মাত্র দুটি ক্লাব ও সংস্থাকে একদিনের জন্য পানশালার পাওয়ার আবেদন করেছে। তার মধ্যে ইংরেজবাজারের একটি নামজাদা ক্লাব রয়েছে এবং পুরাতন মালদা থানার নারায়ণপুর এলাকার একটি নামী দামি রেস্তোরাঁ রয়েছে। এর বাইরে বর্ষবরণের রাতে একদিনের পানশালা চালাবার জন্য কোনওরকম আবেদন পড়েনি বলে জানিয়েছে জেলা আবগারি দপ্তর। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে ৩১ ডিসেম্বর বর্ষবরণের রাতে একাধিক জায়গায় ড্রিংকস পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। আর এতেই কাল ঘাম ছুটেছে জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের। পরিস্থিতির তদারকি করতে এখন থেকেই রীতিমতো নজরদারি শুরু করেছে জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তারা। ইংরেজবাজার শহরের সুকান্ত মোড় থেকে গাবগাছি পর্যন্ত একাধিক পানশালাযুক্ত হোটেল রেস্তোরা রয়েছে। এছাড়াও শহরের অতুল মার্কেট, কে.জে সান্যাল রোড, স্টেশন রোড সহ আরও বেশ কিছু জায়গাতে রয়েছে হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং পানশালা। ৩১ ডিসেম্বর রাতে সেই সব জায়গায় যে বিনোদন হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বিনোদন করার নামে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে গেলে তার দায়ভার কে নিবে, সে নিয়েও পুলিশের সামনে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

যদিও এ ব্যাপারে জেলা পুলিশের কোনো কর্তারা মন্তব্য করতে চাননি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা প্রশাসনের এক পদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, বর্ষবরণের রাতের অনেক জায়গায় উৎসব চলবে। যদিও শহর জুড়ে সিসি ক্যামেরায় নজরদারি চালানো হবে। রাত বাড়তেই বাইকারদের তাণ্ডব, তারকেশ্বরে সাউন্ড অথবা গভীর রাত পর্যন্ত রেস্তোরাঁ পার্টি কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে এখন থেকে দেখতে শুরু করেছে জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা।

# মল্লারপুরে দীক্ষার 'সব পেয়েছি আসর', তারা মা দর্শনে অংশগ্রহণকারীরা

মিলন গোস্বামী ● বীরভূম

দুই দেশের পতাকা উত্তোলন এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সব পেয়েছি আসর। বীরভূমের মল্লারপুরের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নইসুভার ব্যবস্থাপনায় দীক্ষা সব পেয়েছি আসর এর মধ্য দিয়ে এবারের ৬৪ তম আন্তর্জাতিক বার্ষিক শিক্ষা শিবিরের উদ্বোধন করেছিলেন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায়, উপস্থিত ছিলেন বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল, ময়ূরেশ্বরের বিধায়ক অভিজিৎ রায়, ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ধীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রযান থ্রি এর অন্যতম বিজ্ঞানী মোশারফ হোসেন, মল্লারপুর নইসুভার সভাপতি সোমা পাঠক প্রমুখ।

সোমবার দুপুরে মল্লারপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে সব পেয়েছি আসর শুরু হলেও রামপুরহাট মহকুমা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে অনুষ্ঠানের রেশ। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা এবং বাংলাদেশ নিয়ে মোট সাতশো প্রতিযোগী আসরে উপস্থিত হয়েছে। মূলত শিশু, কিশোর কিশোরীদের শারীরিক বিকাশের উদ্দেশ্যেই সব পেয়েছি আসরের এই আয়োজন। এছাড়াও শিশুদের হাতের কাজ, ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবির চলবে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

দীক্ষা সব পেয়েছি আসরের আহ্বায়ক সাধন সিনহা বলেন, সাত দিনের এই আসরে শরীর চর্চা, খেলাধুলো, নৃত্য, ব্রতচারী সখা, রং তুলি নিয়ে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা হবে। শিবিরে অংশগ্রহণকারী সকলকে প্রতিযোগিতা শেষে শংসাপত্র দেওয়া হবে। শিবিরে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীকে স্বপন বুড়ো চ্যালেঞ্জ শিল্ড এবং টিউলিপ ঘোষ আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হবে। বৃহস্পতিবার তারাপীঠে সমস্ত অংশ গ্রহণকারীদের নিয়ে যাওয়া হয়, দর্শন করানো হয় তারা মায়ের। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের ময়ূরেশ্বর এক নম্বর ব্লক ভিজিটেরও কথা রয়েছে।

# আধার লিঙ্কের নামে অন্যায়ভাবে টাকা নেওয়ার অভিযোগে আটক ডিলার ও তার কর্মী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল:** নতুন নিয়ম অনুযায়ী গ্যাসে ভর্তুকি পেতে হলে আধার যোগ বাধ্যতামূলক। তাই বিভিন্ন জায়গাতে সম্প্রতি শুরু হয়েছে আধার যোগের কাজ। কিছু জায়গায় আধার যোগের নামে গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে উঠছে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার উখরা গ্রামের নতুন হাটতলা এলাকায় দেখা গেল এরকমই ছবি। চার পাঁচ দিন ধরে নতুন হাটতলায় একটি দোকানের বাইরে উজ্জ্বলা গ্যাসের ভর্তুকির জন্য আধার যোগের কাজ চলছিল অস্থায়ী ক্যাম্প করে। ওই ক্যাম্পে প্রতি গ্রাহকের কাছ থেকে আধার যোগের নামে ৪০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ। টাকা নিলেও কোন রসিদ না দেওয়ায় সন্দেহ হয় গ্রাহকদের। খোঁজ নিয়ে গ্রাহকরা জানতে পারেন আধার লিঙ্কের জন্য কোন টাকা লাগেনা। এরপরই টাকা ফেরত এর দাবিতে সরব হন গ্রাহকদের একাংশ। ক্যাম্পে ছড়ায় উত্তেজনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে উখরা ফাঁড়ির পুলিশ। উজ্জ্বলা গ্যাসের ডিলার বিশ্বজিৎ মাঝি ও ডিলারের কর্মী নির্মল কুমার ঠাকুরকে আটক করে উখড়া ফাঁড়িতে নিয়ে যায় পুলিশ। স্থানীয় গ্রাহক সীমা রুইদাস, নাসরিন খাতুনরা জানান, আধার যোগের জন্য ৪০ টাকা করে আমাদের কাছে নেওয়া হয়েছে বিনিময়ে কোনও রশিদ দেয়নি ওই ডিলার।

অভিযুক্ত আটক ডিলার বিশ্বজিৎ মাজি বলেন, ক্যাম্পটি আয়োজন করেছে একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী। কেন টাকা নেওয়া হয়েছে সেটা তারাই বলতে পারবে। উখরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মীনা কোল বলেন, ক্যাম্পে করার কথা পঞ্চায়েতকে জানানো হয়নি। আধার যোগের নামে টাকা নেওয়া বেআইনি, বিষয়টি খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান মীনা দেবী।

# রেশন দোকানে গ্রাহকদের উত্তেজনা, ঘটনাস্থলে বর্ধমান থানার পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান:** রাজ্যজুড়ে রেশন দুর্নীতি নিয়ে বিতর্কের মাঝেই বর্ধমান শহরে রেশন দোকানে গ্রাহকদের তুমুল উত্তেজনা। বৃহস্পতিবার সকাল১০টা নাগাদ বর্ধমান শহরের বড় নীলপুর বাজার সংলগ্ন একটি রেশন দোকানে সকাল থেকেই

বর্ধমান

ব্যাপক উত্তেজনা শুরু হয়। গ্রাহকদের অভিযোগ নির্দিষ্ট দিনে রেশন দেওয়ার নোটিস দেওয়া হয়। তার পরেও সামগ্রী নিতে এসে তারা খালি হাতে ফেরত যাচ্ছেন। রেশন ডিলার মাল আসেনি বলে বারবার গ্রাহকদের হেনস্তা করছেন। শহরের অন্যান্য রেশন ডিলারের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ সামগ্রী থাকলেও এই রেশন ডিলার নানা টালবাহানায় গ্রাহকদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই উত্তেজনা ছড়ায় ওই রেশন ডিলারকে ঘিরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বর্ধমান থানার পুলিশ রেশন দোকান বন্ধ করে দিয়ে অভিযুক্ত রেশন ডিলারকে বর্ধমান থানায় দেখা করতে বলেন। গ্রাহকদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই এই রেশন ডিলার গ্রাহকদের সামগ্রী দিচ্ছেন না।

# পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান:** খাতায়-কলমে কোভিড এখনো আর তেমন করে ভয় না দেখালেও কোভিডের নতুন স্ট্রেন নিয়ে বেজায় চিন্তিত চিকিৎসক মহল। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই নতুন স্ট্রেনের বাড়ন্ত শুরু হয়েছে। বুধবার এক কোভিড যোদ্ধাকে দেখা গেল হাওড়া বাগনানের খানপুরে। রীতিমতো পিপি পরে মুখে মাস্ক লাগিয়ে ঘুরতে দেখা গেল এক কোভিড যোদ্ধাকে। আসলে এটা ছিল যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতার একটি অংশ। হাওড়া বাগনানের খানপুর জুনিয়ার বেসিক স্কুলে শিক্ষামেলা উপলক্ষ্যে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ছিল এটি। ১৮০ ছাত্র বিশিষ্ট এই প্রাথমিক স্কুল নিয়ে এলাকার মানুষের আবেগ রয়েছে যথেষ্টই। স্কুলকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে রংবেরঙে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের তৈরি মডেল দিয়ে সাজিয়েছে প্রদর্শনী কক্ষ। এদিনের শিক্ষা মেলায় রীতিমতো উচ্চশিত খানপুর এলাকার বাসিন্দারা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শেখ জাহাঙ্গির আলি জানান, 'স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা চাঁদা দিয়ে কম্পিউটার কিনে দিয়েছেন। আমাদের স্লোগান হল, 'এবার সরকারি স্কুলে ভর্তি করুন। আমরা আছি।' এদিন স্কুলের কৃতি ছাত্র সোহাম মাইতি ছবি আঁকার জন্য সংবর্ধিত হয়।

# উত্তরপাড়ায় দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া

**নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া:** মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ফের দুয়ারে সরকার উত্তরপাড়ায়। উত্তরপাড়া পুরসভার ২৪টি ওয়ার্ডে চলছে দুয়ারে সরকার। বৃহস্পতিবার এই পুরসভার পাঁচটি ওয়ার্ড নিয়ে উত্তরপাড়ার মাখলা বিবেকানন্দ সঙ্গে দুয়ারে সরকার অনুষ্ঠিত হল। ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ এই পাঁচটি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা সকাল থেকে লাইন দিয়ে দুয়ারে সরকারে ভিড় জমালেন। এই দুয়ারে সরকারকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সারা পড়ে গিয়েছিল। ক্যাম্পে অনেকগুলি প্রকল্পের কাউন্টার খোলা হয়, যথা নতুন রেশন কার্ড, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, মানবিক লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বিদ্যুতের বিল সহ নানাবিধ প্রকল্পের কাউন্টার ছিল। সাধারণ মানুষ সেসব কাউন্টারে যোগাযোগ করে তাদের প্রয়োজনীয় কাজের জন্য পরামর্শ নিলেন ও ফর্ম পূরণ করে জমা দিলেন। এছাড়া এখানে চিকিৎসা শিবির ও চালু ছিল। এই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন

উত্তরপাড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মণ্ডল, স্থানীয় কাউন্সিলর অর্ণব রায়, ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মানসী সিংহ, ২২ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মানিক সিংহ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। উত্তরপাড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মণ্ডল জানালেন, সাধারণ মানুষ এই দুয়ারে সরকার প্রকল্প থেকে প্রচুর উপকার পেয়েছেন। এলাকার কাউন্সিলর অর্ণব রায় ক্যাম্পে থেকে সহযোগিতা করলেন সাধারণ মানুষদের।

# গ্রামে মদ বিক্রির অভিযোগ, আটক ১

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** গ্রামে মদ বিক্রির বিরুদ্ধে গর্জে উঠল বুধবার রাতে মহিলারা পূর্ব বর্ধমান জেলার কল্যাণপুর পঞ্চায়েতের খাগড়াপুর উত্তরপাড়া এলাকাতে। বেশ কয়েক বছর ধরে চোলাই মদের ব্যবসা করছে কিছু অসাধু ব্যক্তি তাঁদের বাড়িতে এবং গ্রামের মুদিখানা দোকানে। মদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে মিতালী মণ্ডল জানান, গ্রামের ১২ ১৩ বছরের কিশোররা এই বয়সে পড়াশোনা ভুলে গিয়ে হাতে বই খাতা পেনের বদলে তুলে নিচ্ছে মদের গ্লাস, বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে একমাত্র গ্রামে মদ বিক্রি হচ্ছে বলে। শান্ত মালিক জানান, বাড়ির পুরুষ মানুষরা মদ খেয়ে বউদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন, প্রতিবাদী মহিলারা জানান বার বার মদ বিক্রি বন্ধ করতে বলা সত্ত্বেও এরা মদ বিক্রি বন্ধ করেনি, তাই আজ আমরা সব একজোট হয়ে গ্রামে মদ বিক্রির বিরুদ্ধে সরব হই, দু'পক্ষের মধ্যে বচসায় এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হলে কালনা থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, একজনকে আটক করে কালনা থানার পুলিশ।

# কাজের দাবিতে কারখানার গেটের সামনে আমরণ অনশন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** কাজের দাবিতে কারখানার গেটের সামনে আমরণ অনশনে বসল তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ১০৫ জন লরি চালক। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পানাগড় শিল্প তালুকের রাষ্ট্রায়ত্ব তেল সংস্থার বটলিং প্লান্টের গেটের সামনে অনশনে বসেন চালকরা।

অনশনকারীদের অভিযোগ যে সমস্ত চালকরা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন পরিবহন সংস্থার গাড়ি চালাতেন। এই পরিবহন সংস্থা বরাত না পাওয়ার কারণে তারা কর্মহীন হয়ে পড়েন। গত নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখে যে নতুন পরিবহন সংস্থা বরাত পেয়েছে। তাদের কাছে কাজের দাবি জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি।

এমনকী কর্তৃপক্ষকে তাদের দাবি জানানো হলেও কর্তৃপক্ষ কোনও রকম সহযোগিতা করেনি বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে তারা দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানালেও কর্তৃপক্ষ দলের উচ্চ নেতৃত্বের কথা মানছে না বলে অভিযোগ। স্থানীয় গাড়ির চালকদের বাদ দিয়ে বহিরাগত চালকদের নিয়ে নতুন পরিবহণ সংস্থা কাজ চালাচ্ছে। তাই যতক্ষণ না তাদের পুনরায় কাজে নিযুক্ত করা হবে ততক্ষণ তাদের অনশন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অনশনকারীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বুদবুদ থানার পুলিশ।

আউশগ্রাম দু'নম্বর ব্লকের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা ইন্দ্রজিৎ কোনার জানিয়েছেন, চালকরা যে দাবিতে আন্দোলন করছে তা তাদের ন্যায্য দাবি। যে চালকরা কর্মহীন হয়ে পড়েছে তাদের বর্তমানে সংসার চালাতে সমস্যায় পড়তে হয়েছে।

দলের পক্ষ থেকে পরিবহণ সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে বুদবুদ থানার পুলিশের সহযোগিতায় আলোচনায় বসা হলেও কোনো সমাধান সূত্র বের হয়নি। পূর্ব বর্ধমান জেলার বাম শ্রমিক সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য কোহিনুর গাঙ্গুলি জানিয়েছেন, শুধু একটি কারখানায় নয়, পানাগড় শিল্প তালুকের মধ্যে অবস্থিত যে সমস্ত কারখানাগুলি রয়েছে সমস্ত কারখানাতে একই অবস্থা। বহিরাগতদের দিয়ে কারখানা চালানো হচ্ছে।

স্থানীয় বেকার যুবক এবং যারা জমি দাতা রয়েছে তাদের বাড়ির কেউ কাজ পাচ্ছে না। শ্রমিকদের দাবি নিয়ে একমাত্র বামপন্থী কথা বলে। কোনও দক্ষিণপন্থী দল কারখানার মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে যায় না তারা মালিকপক্ষের সঙ্গেই চলে।

চালকদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সম্পাদক কিষান কর্মকার। কিষান কর্মকার জানিয়েছেন, রাষ্ট্রায়ত্ব তেল সংস্থা ছাড়াও বিভিন্ন কারখানাতে দেখা যাচ্ছে স্থানীয়দের বঞ্চিত করে বহিরাগতদের কাজে নেওয়া হচ্ছে। বটলিং প্লান্টেও একই ঘটনা ঘটেছে সেখানে স্থানীয়দের বাদ দিয়ে বহিরাগত চালকদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে বেসরকারি পরিবহণ সংস্থা। তারা ন্যায্য দাবিতে আন্দোলন করছেন।

# বালি পাচার রুখতে অভিযান ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** রাতের অন্ধকারে অবৈধভাবে চলছে বালি পাচার। তাই বেআইনি বালি পাচার রুখতে মঙ্গলকোটের বিভিন্ন বালিঘাটে ও রাস্তায় অভিযান চালাল ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরা। পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের পাশ দিয়ে গেছে অজয় নদী। আর রাতের অন্ধকারে সেই অজয় নদ থেকে চুরি হচ্ছে বালি। খবর পেতেই বুধবার গভীর রাতে মঙ্গলকোটের বিভিন্ন বালিঘাটে ও রাস্তায় অভিযান চালালো ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরা। এদিন এই অভিযানে ছিলেন মঙ্গলকোটে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক রাহুল ঘোষ, অন্যান্য আধিকারিক শুভেন্দু সামন্ত, ভুবন দাস ও সুমন স্বর।

মঙ্গলকোটের বিএলআরও রাহুল ঘোষ জানিয়েছেন, একটি ওভারলোড বালি বোঝায় গাড়িকে ৩০ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি এদিন রাতে তারা অভিযান চালিয়েছেন এলাকার বিভিন্ন ঘাটে, এবং বিভিন্ন রাস্তায়। বেআইনিভাবে বালি পাচার রুখতে আগামী দিনেও বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হবে।

## ১৮ তম বর্ষ, সরকারি মেলা করার দাবি উঠল

# জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের উদ্বোধন করলেন পুরুলিয়ার এডিএম

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

**পুরুলিয়া:** শীত উপেক্ষা করেই ২৮ ডিসেম্বর দিনের পড়ন্ত বিকেলে শুরু হল পুরুলিয়ার বিখ্যাত 'হীরক রাজার দেশ' জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব ২০২৩-২৪।

আনুষ্ঠানিক ভাবে বৃহস্পতিবার বিকেলে পাহাড়ের পাদদেশে 'সত্যজিৎ রায় মঞ্চে' এই উৎসব যার হাত ধরে শুরু হয়েছিল প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ বাসুদেব আচারিয়ার ছবিতে মালা দিয়ে ও তার স্মৃতির উদ্যোশে শোকজ্ঞাপন পালন করে উৎসবের উদ্বোধন করেন পুরুলিয়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) আদিত্য বিক্রম হীরানী। অতিরিক্ত জেলাশাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো, রঘুনাথপুরের এসডিও তামিল ওভিয়া এস, জেলা তথ্য ও

সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী, রঘুনাথপুরের এসডিপিও অবিনাশ ভীমরাও যাধোয়ার, জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া, সম্পাদক তথা রঘুনাথপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তরণী বাউড়ি সহ অন্যান্যরা।

২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে ১ জানুয়ারি ২০২৪ পাঁচদিন ধরে এই উৎসব চলবে। এবার এই উৎসব আটারোতম বর্ষে পদার্পণ করল। অন্যান্য বারের তুলনায় এবারের উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে হাজার হাজার উৎসাহী পর্যটক এসেছে মেলা প্রাঙ্গণে। তাই এবার এই জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের আলাদা আকর্ষণ।

কলকাতার মৌলালি থেকে আসা রজত মণ্ডল, সোনালী মণ্ডলরা জানান, এই জয়চণ্ডী পাহাড়ের সুন্দর মনমুগ্ধ প্রাকৃতিক দৃশ্য তাদের হৃদয় কেড়ে নিয়েছে। অপর এক পর্যটক ঝাড়খণ্ডের রাঁচি থেকে আগত দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই জয়চণ্ডী পাহাড়ের পর্যটন উৎসবে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। খুব ছোট বেলায় একবার এসেছিল। তখনকার জয়চণ্ডী আর বর্তমানের জয়চণ্ডী পাহাড়ের তফাৎ হয়েছে অনেকটাই।

রঘুনাথপুরের মান্না দে এর গুরুকুল মিউজিক কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উদ্বোধনী সংগীত সকলের মন জয় করে নেয়। এছাড়া এলাকার বিদ্যালয়গুলোর ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা উদ্বোধনী নৃত্যে ও আদিবাসী নৃত্যে মেলা প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে জমজমাট।

রঘুনাথপুরের পুরপ্রধান তথা উৎসব কমিটির সম্পাদক তরণী বাউড়ি বলেন, গত সতেরো বছর আগে পুরুলিয়ার এই রঘুনাথপুর শহরের জয়চণ্ডী পাহাড়কে ঘিরে শুরু হয়েছে জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব। তরণী বাবুর দাবি, বিগত বছরগুলিকে ছাপিয়ে এবার এই উৎসবে পর্যটকদের ভিড় রেকর্ড ভাবে বাড়বে। কারণ এবার পর্যটকদের থাকার জন্য যুব আবাস ও কটেজগুলি খুলে দেওয়া হয়েছে। পুরপ্রধান এই উৎসবকে সরকারি উৎসব করার জন্য প্রশাসনের কর্তাদের কাছে আবেদন রাখেন। এবার পর্যটন উৎসবের আগেই ডিসেম্বরের শুরু থেকেই জয়চণ্ডী পাহাড়ে পর্যটকদের ঢল নামতে শুরু হয়েছে। পর্বতারোহীদের ভিড়ে গমগম করছে এই পাহাড়।

বহিরাগত পর্যটকদের সঙ্গে এলাকাবাসীদের সঙ্গে পাহাড়ের পাদদেশে 'সত্যজিৎ রায় মঞ্চে' শীত রজনীকে উত্তাপ দিতে কলকাতা থেকে শিল্পীরাও আসছেন এই পর্যটন উৎসবে।

# উত্তরপ্রদেশে চূড়ান্ত হওয়ার পথে সপা-কংগ্রেসের আসনরফা

**লখনউ, ২৮ ডিসেম্বর:** বৃহত্তর স্বার্থে বড় মন নিয়ে আসন সমঝোতা করতে চান। ইন্ডিয়া জোটের একেবারে জন্মলগ্নে জানিয়েছিলেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। এবার কার্যক্ষেত্রেও সম্ভবত সেটাই করতে চলেছেন তিনি। ইন্ডিয়া জোটের স্বার্থে কংগ্রেসকে অনেকটাই জায়গা ছেড়ে দেওয়ার ইঙ্গিত দিল সমাজবাদী পার্টি।

যে কয়েকটি রাজ্যে ইন্ডিয়া জোটের আসন সমঝোতা নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যার জায়গা তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে উত্তরপ্রদেশও। সেরাজ্যে আদৌ কংগ্রেস-সমাজবাদী পার্টির সমঝোতা হবে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে দু দলের অন্দরেই। প্রথমত কংগ্রেস নেতাদের একাংশের দাবি, সমাজবাদী পার্টির থেকে বিএসপির সঙ্গে জোট করলে কংগ্রেসের সুবিধা বেশি। সেক্ষেত্রে মায়াবতীর দলিত ভোটব্যাংকের একটা অংশ কংগ্রেসে আসতে পারে। আবার সমাজবাদী পার্টির একাংশের দাবি ছিল, রাজ্যের অধিকাংশ আসনে কংগ্রেসের অস্তিত্ব নেই। তাই কংগ্রেসের সঙ্গে রফা করার কোনও অর্থ হয় না।

সেসব বাধা কাটিয়ে দু'দলের শীর্ষ নেতৃত্বই জোট করার ব্যাপারে সহমত হয়েছেন। এখন বাধা শুধু আসন সমঝোতা। সেই জটও কাটার মুখে বলে দাবি সপা সূত্রের। অখিলেশ আগেই ঘোষণা করেছিলেন ৮০ আসনের মধ্যে ৬৫ আসনে লড়বে তাঁর দল। বাকি ১৫টি ছাড়া হবে শরিকদের জন্য। কিন্তু এবার সুর খানিকটা নরম করে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, সপা আরও পাঁচ আসন ছাড়তে পারে। সেক্ষেত্রে কংগ্রেসকে ১০টি এবং আরেক জোটসঙ্গী আরএলডিকে ৫-৭টি আসন ছাড়া হবে। দু একটি আসন ছাড়া হবে অন্য ছোট শরিকদের।

# ধাম্পারের সঙ্গে বাসের ধাক্কা জীবন্ত দগ্ধ ১৩ জন যাত্রী

গুরুতর জখম ১৭

**ভোপাল, ২৮ ডিসেম্বর:** চোখের সামনে দাউদাউ করে জ্বলে গেল আস্ত একটি বাস। ভিতরে জ্যান্ত পুড়ে গেলেন কমপক্ষে ১৩ জন যাত্রী। গুরুতর জখম আরও অনেকে। বুধবার রাতে একটি ডাম্পারের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কা লাগে। মুখোমুখি সংঘর্ষের পরই আগুন ধরে যায় বাসে। কয়েকজন যাত্রীকে বাস থেকে নেমে আসতে পারলেও, রক্ষা পাননি ১৩ জন। বাসের ভিতরেই পুড়ে তাদের মৃত্যু হয়।

ভয়াবহ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের গুনা জেলায়। বুধবার রাতে গুনা-আরন রোডের উপরে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় একটি বেসরকারি বাস ও ডাম্পারের। এত জোরে সংঘর্ষ হয় যে বাসের সামনের অংশটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস থেকে আহত যাত্রীরা নেমে আসছিলেন, এমন সময়ই আগুন লেগে যায়। ভিতরেই আটকে পড়ে কমপক্ষে ১৩ জনের মৃত্যু হয়।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বাস থেকে ১৭ জন আহত যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে তাদের অবস্থা স্থিতিশীল। বাসের ভিতর থেকে ১৩ জন যাত্রীর অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়েছে। দেহগুলি এতটাই পুড়ে গিয়েছে যে চিহ্নিতকরণ সম্ভব নয়। ডিএনএ পরীক্ষা করেই দেহ শনাক্ত করা হবে।

কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও জানা যায়নি। তবে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ঘন কুয়াশার কারণেই উল্টোদিক থেকে আসা বাসটিকে দেখতে পায়নি ডাম্পার। এর কারণেই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়েই শোক প্রকাশ করেছেন মধ্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। তিনি দুর্ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। মৃতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা এবং আহতদের পরিবারপিছু ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও ঘোষণা করেছেন তিনি।

**Abridged form of e-NIT-09/ RGP/2023-24of e-NIT-09/ RGP/ 2023-24 & 10/ RGP/2023-24**
Circulation memo **no-506(3)/RGP/ 2023 & 507(3)/RGP/2023 dated-21.12.2023**, Online applications are hereby invited from intending bidders for 3(Three) nos works under Raipur Gram Panchayat. Last date of application **10.01.2024 upto 1.00 PM.** Other details may be seen from **"http:// wbtenders.gov.in"** & office Notice Board.
**(M) 8145245517**
**Sd/- Prodhan, Raipur G.P**
**Domkal, Murshidabad**

**E-TENDER NOTICE**
**LABPUR PANCHAYAT SAMITY**
**Labpur, Birbhum**
**NIeT No.- 20/EO/2023-24 & 22/EO/2023-24**
E-Tenders are invited for 8 nos Civil works. Bid Submission start- **28/12/2023**, Ends- **15/01/2024** For more details please visit **www. wbtenders.gov.in** or office notice board.
**Sd/-**
**Executive Officer**
**Labpur Panchayat Samity**

# প্রিয়াঙ্কা গান্ধির নামে এবার ইডির চার্জশিট!

**নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর:** প্রিয়াঙ্কা গান্ধির নামে এবার ইডির চার্জশিট। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে তাঁর স্বামী রবার্ট বঢরাকে বেআইনি আর্থিক লেনদেন এবং বেনামি সম্পত্তি কেনার অভিযোগে ছ'ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি।

ইডি সূত্রের খবর, ২০০৯-এ অস্ত্র ব্যবসায়ী সঞ্জয় ভান্ডারির সঙ্গে রবার্ট একটি 'বেনামি' সম্পত্তি কিনেছিলেন লন্ডনে। সেই মামলাতেই চার্জশিটে নাম উল্লিখিত হয়েছে প্রিয়াঙ্কার।

সূত্রের খবর, ওই চার্জশিটে প্রিয়াঙ্কাকে অভিযুক্ত হিসাবেই দেখানো হয়েছে। রবার্ট বঢরাও ওই মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত। রবার্টের নাম অবশ্য এই মামলায় আগেও জড়িয়েছে। রবার্টের ঘনিষ্ঠ দিল্লির ব্যবসায়ী মনোজ অরোরা এই মামলার এই আর্থিক প্রতারণা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত। কুখ্যাত অস্ত্র ব্যবসায়ী সঞ্জয় ভান্ডারির সঙ্গেও গান্ধি পরিবারের জামাতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলেও অভিযোগ ইডির। প্রিয়াঙ্কার নাম এই চার্জশিটে প্রথমবার এল।

প্রসঙ্গত, গত লোকসভা ভোটের আগে লন্ডনের ওই বাড়ি নিয়ে রবার্ট ও তাঁর সচিবের কিছু ইমেলের আদান-প্রদানের 'তথ্য' প্রকাশ করেছিল নরেন্দ্র মোদির সরকার। যেখানে বাড়িটি মেরামতির জন্য টাকাপয়সা দেওয়া নিয়ে দু'পক্ষের কথা হয়েছে। লন্ডনের অভিজাত এলাকায় বাড়িটি নাকি এক বছরের মাথাতে বিক্রিও করে দেওয়া হয়। ওই মামলায় ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে দীর্ঘ জেরা করা হয়েছিল রবার্টকে। তবে বিষয়টি নিয়ে এত দিন তদন্তের অগ্রগতির কোনও কথা জানায়নি কেন্দ্রীয় সংস্থাটি।

# ফের ইউক্রেনকে বিপুল অঙ্কের সামরিক সাহায্য দিচ্ছে আমেরিকা

**ওয়াশিংটন, ২৮ ডিসেম্বর:** ইউক্রেনের চিন্তা দূর করে ফের বিপুল অঙ্কের সামরিক সাহায্য দিচ্ছে আমেরিকা। বুধবার যার ঘোষণ করেন মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। যুদ্ধ আবহে ২৫০ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সাহায্য করা হবে ইউক্রেনকে।

কয়েকদিন আগেই হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়েছিল, অনির্দিষ্ট কালের জন্য যুদ্ধের ময়দানে কিয়েভকে মদত জুগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ ধীরে ধীরে অর্থ ফুরিয়ে আসছে ওয়াশিংটনের। ফলে চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল ইউক্রেনের কপালে। কিন্তু ইউক্রেনের চিন্তা দূর করে বুধবার ব্লিঙ্কেন জানিয়েছেন, যুদ্ধ আবহে ২৫০ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সাহায্য করা হবে ইউক্রেনকে। এই প্যাকেজে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, উচ্চ গতিশীল আর্টিলারি রকেট সিস্টেম, গোলাবারুদ-সহ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। থাকছে প্রায় দেড় কোটি গোলাগুলিও। চলতি বছরের গত সেপ্টেম্বর মাসে ইউক্রেনের জন্য প্রায় একশো কোটি ডলারের সামরিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন মার্কিন বিদেশ সচিব।

ওয়াকিবহাল মহল বলছে, ইউক্রেনকে বেহিসাব সামরিক সহায়তার ফলে আমেরিকার অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে এই সহায়তা নিয়ে আমেরিকার অন্দরেই চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। এমনিতেই মুদ্রাস্ফীতিতে জেরবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দেশ। এমতবস্থায় ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থসাহায্য বন্ধের পক্ষেই সওয়াল করছেন সে দেশের বহু জনপ্রতিনিধি।

সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্ট বলা হয়েছিল, ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ করা নিয়ে আমেরিকার প্রধান দুই রাজনৈতিক দলে সমর্থন কমে আসছে। স্বাভাবিকভাবেই কিয়েভের জন্য এটা সতর্কবার্তা।

**E-TENDER NOTICE**
**LABPUR PANCHAYAT SAMITY**
**Labpur, Birbhum**
**NIeT No.- 21/EO/2023-24**
E-Tenders are invited for 1 nos Civil & Electric works. Bid Submission start- **28/12/2023**, Ends- **11/01/2024** For more details please visit **www. wbtenders.gov.in** or office notice board.
**Sd/-**
**Executive Officer**
**Labpur Panchayat Samity**

**BARANAGAR MUNICIPALITY**
**87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035**
**CORRIGENDUM**
**1) NIeT No: WBMAD/BM/PWD/NIT- 78 (eGCM)/ 2023-24 Dated-07.12.2023, Tender ID No. 2023_ MAD_616915_1 To 2023_MAD_616915_5, Name of Work:** Supply, Fitting & Fixing of LED Light (30W, 45W, 60W, 90W, 120W) in Existing Poles at Different Roads and Places within Baranagar Municipality Area (Under Green City Mission). The Last Date of Bid Submission for the above mentioned e-Tenders are hereby extended **up to 08.01.2024** and Bid Opening Date will be **11.01.2024**. For details please log on to **www. wbtenders.gov.in**
**Sd/- Chairman**

**NIT No. SFDC/MD/NIT- 31(e)/2023-24**
SFDC Ltd. invites e-tenders for the work 'Erection, fabrication, installation, maintenance and display of 24 nos. Hoarding Board (various sizes) at various projects of SFDC Ltd. for the period of 1 year which may be extended further'.Last date of (online) bid submission on **15.01.2024 up to 3.00 p.m.** and date of opening technical bid on **17.01.2024 at 3.00 p.m**. For details please visit our **website - www.wbsfdcltd.com or www.wbtenders.gov.in.**

**Tender Notice**
Executive Officer, Barasat-I Panchayat Samiti invites E- tenders. Details are available at:**www.wbtenders.gov.in** in **e-NITNo: N24PG/BST-I/PS/ N-50/2023-2024 Dated: 27/12/2023,N24PG/BST-I/PS/ N-51/2023-2024 Dated: 27/12/2023,N24PG/BST-I/PS/ N-52/2023-2024 Dated: 27/12/2023, N24PG/BST-I/PS/ N-30 3rd Call/2023-2024 Dated: 27/12/2023**.Last date of submission of bid mentioned in each separate notice, in any further query, may contact in the office hours of the undersigned office.
**Sd/-**
**BDO / Executive Officer**
**Barasat-I Panchyat Samiti**

# মস্কোর নাইট ক্লাবে 'অর্ধনগ্ন পার্টি', ক্ষুব্ধ পুতিন

**মস্কো, ২৮ ডিসেম্বর:** ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে দেশ। বিগত দু'বছর ধরে ইউক্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে। সেই সময় মস্কোর নাইট ক্লাবে 'অর্ধনগ্ন পার্টি'তে হুল্লোড়ে দানা বাধল বিতর্ক। ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে গোটা রাশিয়ায়। অভিযোগ, নাইট ক্লাবের পার্টিতে এক র‍্যাপারের পরনে ছিল কেবল একটি মোজা। নগ্নতার অভিযোগে ওই র‍্যাপারের ১৫ দিনের জেল হয়েছে। গোটা ঘটনা কানে পৌঁছেছে রুশ প্রেসিডেন্টের ভ্লাদিমির পুতিনেরও। তিনি ক্ষুব্ধ বলেই জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, অভিযুক্ত র‍্যাপার মস্কো-সহ গোটা রাশিয়াতে পরিচিত। যদিও নাইট ক্লাবের 'অর্ধনগ্ন পার্টি'র খবর প্রকাশ্যে আসতেই র‍্যাপারের একাধিক অনুষ্ঠান বাতিল করেছে মধ্যস্ততাকারীরা। সমাজমাধ্যমে নাইট ক্লাবের ভিডিও ভাইরাল হতেই সমালোচনার ঝড় ওঠে। প্রশ্ন উঠছে, যখন রুশ সেনা জওয়ানরা মৃত্যু হাতে করে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়ছেন, তখন সেই দেশের নাগরিকেরা নগ্ন অবস্থায় নেশাগ্রস্ত হয়ে ফুর্তি করছেন। যা চরম অসভ্যতার নজির।

ঘটনায় অভিঘাতে মুখ খুলেছেন পুতিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ। যদিও বুধবার সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ওঁকে (অভিযুক্ত র‍্যাপার) ক্ষমা করে দিন। গোটা দেশে কেবল আপনি আর আমিই এই বিষয়ে কথা বলছি না। মুখ খুলেছেন রুশ বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাকহারোভাও। নাইট ক্লাবে অভব্য পার্টিতে যাঁরা অংশ নিয়েছেন, তাঁদের কড়া সমলোচনা করেন তিনি। ২১ ডিসেম্বর মস্কোর মুতাবর নাইটক্লাবে বিতর্কিত পার্টিটি দিয়েছিলে জনপ্রিয় ব্লগার আনাস্তাসিয়া (নাস্ত্য) ইভলিভা। যেখানে ওই রাতে হাজির ছিলেন রুশ গ্ল্যামার জগতের বহু তারকাই। যাঁরা বছরের পর বছর ধরে রাষ্ট্রীয় টিভি চ্যানেলগুলিতে বিনোদনের অনুষ্ঠান করছেন। সেই তাঁদের প্রকাশ্য নগ্নতায় অবাক দেশ।

## এগিয়ে আসছে রামমন্দির উদ্বোধনের সময়
### অযোধ্যায় মদ-মাংস বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা যোগীর

**লখনউ, ২৮ ডিসেম্বর:** আর মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই রামমন্দির উদ্বোধন। তার ঠিক আগে অযোধ্যায় মদ, মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর রাজ্যের আবগারি ও নিষেধাজ্ঞা মন্ত্রী নীতীন আগরওয়াল জানিয়েছেন, অযোধ্যার ৮৪ কোসি পরিক্রমা মার্গে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সেখানে এই ধরনের যত দোকান রয়েছে, সবই অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাঁর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমাদের সিদ্ধান্ত, ৮৪ কোসি পরিক্রমা মার্গে মদ বিক্রি বন্ধ। আমরা ওখানে অবস্থিত দোকানগুলি সরিয়ে দিয়েছি। ১৫০-১৭৫ কিমি দীর্ঘ ওই রাস্তায় সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে মদ বিক্রি।' পাশাপাশি এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্রে জানা যাচ্ছে, মাংস বিক্রিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে মন্দির সংলগ্ন এলাকায়।

**KRISHNANAGAR MUNICIPALITY**
**Krishnanagar, Nadia**
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/ NIT-47/2023-24 & WBMAD/ULB/ KRISHNANAGAR/NIT-48/2023-24** for **"Construction of Storm Water Drainage at different Wards within Krishnanagar Municipality"**. The intending Bidders are requested to visit the website: **https:// wbtenders.gov.in** for details. Tender Id:**2023_MAD_631868_1** to **2023_MAD_631868_3** & **2023_MAD_632412_1** to **2023_MAD_632412_4.**
**Sd/-**
**Chairman,**
**Krishnanagar Municipality**

**e-TENDER NOTICE**
**Office of the Khandaghosh Panchayat Samity**
**Sagrai, Purba Bardhaman**
**e-NIT No.BWN/EO/KHANDA/ NIeT-15/ 2023-24, Dt. 28/12/2023 Tender Id: 2023_ DMB_ 633357_1 to 4** Bid submission start Dt. & Time (online): **28/12/2023 from 06:55 pm** onwards Bid submission closing Dt. & Time (online): **13/01/2024 up to 06:00pm e-NIT No. BWN/ EO/KHANDA/ NIET-15/ 2023-24, Dt. 28/12/2023 Tender Id: 2023_ DMB_633442_1**
Bid submission start Dt. & Time (online): **28/12/2023 from 06:00 pm** onwards Bid submission closing Dt. & Time (online): **15/01/2024 up to 05:00pm**
For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**
**Sd/- Executive Officer**
**Khandaghosh Panchayat Samity**

**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার**
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ (১) এসটি-ওটি-আরটিইউ-৯৯এনওএস-কেজিপি; (২) এসটি-ওটি-আইপিআইএস_এসটিটিসি-কেজিপি, তারিখঃ ২৭.১২.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিএসটিই (কো), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **বেলা ১১.০০টার** আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যেটি **বেলা ১১.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **ক্রমিক নংঃ** ১। **কাজের বিবরণ ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিসনের বিভিন্ন এন্ড গুমটিতে সমস্ত ফিজিক্যাল রিলেগুলির ডবল লকিং ও লগিং-এর জন্য আরটিইউ-এর সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কার্যনিয়োগ (অবস্থান সংযুক্ত আছে)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৬১,৫১,৫৫৩.০৪ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৮০,৮০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ২২.০১.২০২৪। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **জমার তারিখ ঃ** ২২.০১.২০২৪ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত। **ক্রমিক নংঃ** ২। **কাজের বিবরণ ঃ** এসটিটিসি (এমডিজেডটিআই)/কেজিপি-তে কোচ গাইডেন্স সিস্টেম ও ট্রেন ইন্ডিকেশন বোর্ড সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কার্যনিয়োগ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১২,৬৬,৫২৭.১০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২৫,৩০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ২৪.০১.২০২৪। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ৩ মাস। **জমার তারিখ ঃ** ২৪.০১.২০২৪ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য (ক্রমিক নং ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **(PR-971)**

**OFFICE OF THE**
**AMLAI GRAM PANCHAYAT**
**BHARATPUR-I DEV. BLOCK**
**MURSHIDABAD**
**NOTICE INVITING e-AUCTION NO. :01/AMLAI/2023-2024**
**Dated:-26/12/2023**
Publishing date:- 29/12/2023 (2.00pm), Documents submission / Payment start date:- 29/12/2023 (2.00pm) Documents submission / Payment end date:- 05/01/2024 (2.00pm) Documents/Payment approval start date:- 05/01/2024 (2.30pm) Documents Payment approval end date:- 09/01/2024 (5.00pm) Auction start date:-10/01/2024 (11.00am) Auction end date:- 10/01/2024 (2.00pm) Details see:- **http://eauction.gov.in**
**Sd/- Prodhan**
**Amlai Gram Panchayat**

# রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক জয়শঙ্করের, দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে মতবিনিময় উভয়ের

**মস্কো, ২৮ ডিসেম্বর:** মস্কোতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে উভয়ের কথা হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভও। বৈঠকে রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের বাণিজ্য দ্বিতীয় বছরের জন্য চলমান এবং আত্মবিশ্বাসী গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর প্রবৃদ্ধির হারও বেশি। আমরা উচ্চ-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করছি, এবং আমরা এটা দেখে খুবই আনন্দিত যে বিশ্বের বর্তমান অশান্তি সত্ত্বেও, এশিয়ায় আমাদের ঐতিহ্যবাহী বন্ধুদের সঙ্গে, ভারতের সঙ্গে এবং ভারতীয় জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক স্থিরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। পুতিন আরও বলেন, আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদির অবস্থান জানি এবং এটি নিয়ে একাধিকবার কথা বলেছি। শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমি জানি।

বৈঠকে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি আগামী বছর রাশিয়া সফরের জন্য মুখিয়ে আছেন এবং আমি নিশ্চিত যে আমরা একটি তারিখ খুঁজে পাব যা উভয় দেশের রাজনৈতিক ক্যালেন্ডারের জন্য পারস্পরিকভাবে সুবিধাজনক। তাই এটি অবশ্যই এমন কিছু যা তিনি অপেক্ষা করছেন। আমি চাই, বাণিজ্যে আমরা যে অগ্রগতি অর্জন করেছি তা তুলে ধরুন, যা ৫০ বিলিয়ন ডলারের টার্নওভারের বেশি। আমরা বিশ্বাস করি, এটি এমন কিছু যার সম্ভাবনা এখন কেবল দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। আমাদের অবশ্যই এটিকে আরও সুস্থায়ী চরিত্র দিতে হবে, এবং আমরা আলোচনা করেছি কীভাবে আমাদের এটি করা উচিত।

**Madhusudanpur Gram Panchayat**
Shibkalinagar, Kakdwip, South 24 Parganas
**ABRIDGED NIT**
On behalf of Madhusudanpur Gram Panchayat under Kakdwip Block of South 24 Parganas Dist. Invites bids for 1No Renovation tollet in Gp **(Vide NET No 474/XVFC-Tied/NIT/MGP/2023 Dated: 28/12/2023) & 1No ce Road in Gp area (Vide NIT No 475/XVFC Untied/NIT/MGP/2023 Dated 28/12/2023** Scheme wise separate bid is invited. The Estimated Cost Excluding Gst & L. Cess are Rs **148105/- & Rs 366167/** respectively The last date of submission of online Bid is **08/01/2024 upto 11 A.M.** For details please visit to our GP Office
**Sd/- Pradhan,**
**Madhusudanpur G.P.**

**Bondul-1 Gram Panchayat**
**Burdwan-1 Panchayat Samity**
**Bhandardihi :: Purba Bardhaman**
**NOTICE INVITING E-TENDER**
**e-NIT No.: 12/BON-1/2023-24, Date: 26/12/2023,** under **5th CFC (Untied)** for 3 nos. of Road works is hereby invited by the Prodhan, Bondul-1 GP from bonafied & eligible resourceful agency. Last Date of Online Bid Submission at e-Tender portal **11/01/2024 up to 12:00 PM.** For more details please contact at GP office or may visit **https://wbtenders.gov.in**
**Sd/-**
**Prodhan**
**Bondul-1 Gram Panchayat**

**NOTICE**
**Notice Inviting Tender No. 09 of 2023-2024 of Assistant Engineer, Lalbag Sub Division, P.W.Dte. (Abridged)**
Sealed Tenders are hereby invited from the eligible Contractors in connection with the execution of works. The details are available on the Notice Board of office of the undersigned and official website of P.W.D. **[www.wbpwd.gov.in].** Last date & Time limit of submission of application is **10.01.2024 upto 12:00-O-Noon.**
**Memo No. 1035, Dated: 28.12.2023** of Assistant Engineer, Lalbagh Sub Division, P.W.Dte.
**Sd/- Assistant Engineer**
**Lalbag Sub Division, P.W.Dte.**

**Durgapur Municipal Corporation**
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
**Notice Inviting e-Tender**
**1) Name of the Work:** External Electrification for G+5 Storied Office Building Cum Commercial Building at RS Plot No.- 3601(P), Mouza- Fardipur, J. L. No.- 74, in Mangalik Building, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-52/23-24(2nd Call)
Tender ID : 2023_MAD_633363_1 • Estimated Amount : Rs. 1,18,75,950/-
**Last Date : 20th January 2024, up to 5:00 pm**
**2) Name of the Work:** Repairing of Over Head Reservoir (OHR) & Installation of Overflow Pipe Line (200 mm Dia. MS) at City Centre OHR within Ward No.- 22, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-163/23-24
Tender ID : 2023_MAD_633420_1 • Estimated Amount : Rs. 10,69,230/-
**Last Date : 13th January 2024, up to 4:55 pm**
For details : **wbtenders.gov.in**
**Sd/- Executive Engineer**
**Durgapur Municipal Corporation**

**WEST BENGAL STATE COUNCIL FOR SCHOOL GAMES & SPORTS**
**Under School Education Department, Govt. of West Bengal**
**Bikash Bhawan, 7th Floor, Kolkata-700091**
**E-TENDER NOTICE**
**E-Tender Ref. No.: WBSCSGS/HGS/05/2023-24**
On behalf of the West Bengal State Council for School Games and Sports invites online bids for the **1st Sidho-Bhanu Gold Cup Football Championship, 2023-24** to be held from **07.01.2024 to 18.01.2024 at Siliguri and other six districts in Jangal Mahal and Hill areas** from reputed bonafide Event Management Company or Agency having experience on similar nature of works. Please visit the following website for more details : **https://wbtenders.gov.in**
**Sd/-**
**Date :** 28.12.2023 **Hony. General Secretary**

**BELDANGA MUNICIPALITY**
**Murshidabad**
**CORRIGENDUM**
Last date for submission of tender on 05.01.2024 at 5:00 p.m. in place of 26.12.2023 at 2:00 p.m. and Date of opening technical proposal (on line) on 08.01.2024 at 01:00 p.m. in place of 29.12.2023 at 01:00 p.m. for –

| Sl. No. | Name of Work | Ref. of Tender | Tender Id | Estimated Cost (Approx) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Construction of Library | WB/MAD/ULB/BEL/ NIeT-16/2023-24 | 2023_MAD_618444_3 | 13.83 Lac |
| 2 | Construction of Additional Class Room | | 2023_MAD_618444_5 | 11.04 Lac |
| 3 | Construction of 2 (Two) no. Girls Toilet | | 2023_MAD_618444_7 | 5.29 Lac |
| 4 | Construction of Boys Toilet | | 2023_MAD_618444_8 | 2.62 Lac |
| 5 | Construction of Boys Toilet | | 2023_MAD_618444_9 | 2.62 Lac |
| 6 | Construction of Community Hall | | 2023_MAD_618444_10 | 14.98 Lac |
| 7 | Construction of Community Hall | | 2023_MAD_618444_11 | 14.98 Lac |

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org , www.wbtenders.gov.in**

**Rishra Gram Panchayat**
**Vill.+P.O.: Bamunari, P.S.: Dankuni, Dist.- Hooghly, PIN- 712250**
**Notice Inviting e-Tender**
e-Tender are being invited from the experienced and resourceful bidders of proper credentials in similar nature of single work for execution of the work(s) mentioned Tender ID as follow:-
**NIT No.: 011/e-NIT/RIS/2023-24, Date: 20.12.2023. Sl.-1 to 6**
**NIT No.: 012/e-NIT/RIS/2023-24, Date: 20.12.2023. Sl.-1 to 7**
**NIT No.: 013/e-NIT/RIS/2023-24, Date: 19.12.2023. Sl.-1**
**NIT No.: 014/e-NIT/RIS/2023-24, Date: 22.12.2023. Sl.-1 to 5**
Documents Download & Bid Submission Start Date: **04.01.2024 (NIT- 11 & 12), 26.012.2023 (NIT- 13) & 08.01.2024 (NIT- 14).** Bid Submission Close Date: **09.01.2024 (NIT- 11 & 12), 02.01.2024 (NIT- 13) & 12.01.2024 (NIT- 14).** Opening Date for Technical Bid: **11.01.2024 (NIT- 11 & 12), 04.01.2024 (NIT- 13) & 15.01.2024.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
**Sd/-**
**Prodhan**
**Rishra Gram Panchayat**

## প্রথম টেস্টে ভরাডুবি!

# ভারতকে ইনিংসে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বছরের পর বছর ভারতীয় দল দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট খেলতে আসে। কিন্তু ছবিটা বদলায় না। এ বারেও সিরিজ জেতা হচ্ছে না রোহিত শর্মাদের। প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরিয়ানে ব্যাটিং ব্যর্থতায় শেষ ভারত। ৩২ রান এবং ইনিংসে হারলেন রোহিতেরা। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ব্যাট করতে পারেননি টেম্বা বাভুমা। তাতেও ভারতের হার আটকায়নি।

টেস্টের প্রথম দিনেই ফিল্ডিং করতে নেমে পায়ে টান লেগেছিল অধিনায়ক বাভুমার। তিনি আর মাঠে নামতে পারেননি। ব্যাটও করেননি। তার পরেও দক্ষিণ আফ্রিকা একটি মাত্র ইনিংস ব্যাট করেই ম্যাচ জিতে নিল।

প্রথম ইনিংসে ব্যাট করে ভারত তুলেছিল ২৪৫ রান। সেই ইনিংসে লোকেশ রাহুল ১০১ রানের ইনিংস না খেললে আরও কম রানে শেষ হয়ে যেত ভারত। সেই ইনিংসে রোহিত, যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমন গিলেরা দক্ষিণ আফ্রিকার পেসারদের সামলাতে ব্যর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসেও তফাত কিছু হল না। প্রথম বলেই ক্যাচ দিয়েছিলেন যশস্বী। উইকেটরক্ষক কাইল ভেরেইনে সেই ক্যাচ ফেলে দেন। এ ছাড়াও আরও তিনটি ক্যাচ ফেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ফিল্ডারেরা। না হলে বৃহস্পতিবার হয়তো আরও আগে শেষ হয়ে যেত ভারত।

প্রথম ইনিংসে কাগিসো রাবাডা ৫ উইকেট নিয়েছিলেন। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে নান্দ্রে বার্গার নেন ৪ উইকেট। ৩ উইকেট নেন মার্কো জানসেন। দুই বাঁহাতি পেসার বুঝিয়ে দিলেন ভারতের ব্যাটারদের খামতি কোথায়। দক্ষিণ আফ্রিকার পিচে খেলতে হলে বাউন্স এবং সুইং দুটোই সামলাতে হয়। ভারতীয় ব্যাটারেরা সেটাই পারলেন না। এর মাঝেই বিরাট কোহলি দ্বিতীয় ইনিংসে ৮২ বলে ৭৬ রানের ইনিংস খেলেন। ১২টি চার এবং একটি ছক্কা মারেন বিরাট। এক দিনের ক্রিকেটের মেজাজে ছিলেন তিনি। বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন পাল্টা মারের পথ নিলে বার্গারদের সামলানো সম্ভব, কিন্তু পুরো টেস্ট সে ভাবে খেলা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় টেস্টের আগে ভারতকে রাবাডাদের সামলানোর উপায় বার করতে হবে।

শুধু ব্যাটারেরা নন, এই হারের দায় নিতে হবে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেরও। ভারতীয় পেসারদের মধ্যে যশপ্রীত বুমরা ছাড়া বাকি কোনও বোলারকে সামলাতে বেগ পেতে হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকাকে। জীবনের শেষ টেস্ট সিরিজ খেলতে নেমে ১৮৫ রান করে ম্যাচের সেরা হওয়া ডিন এলগার শুধু বুমরার ওভারগুলি দেখে খেলছিলেন। ভারতের বাকি বোলিংয়ের হাল বোঝাতে জানসেনের করা ৮৪ রানের ইনিংস যথেষ্ট।

এই সিরিজে মহম্মদ শামি নেই। লাল বলের ক্রিকেটে তাঁর না থাকা যে কত বড় ক্ষতি তা হাড়ে হাড়ে টের পেল ভারত।

# মেলবোর্নে শেষ টেস্ট আউট হয়ে মাঠ থেকেই বিদায় জানালেন ওয়ার্নার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মেলবোর্নে আর কখনও অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্ট খেলতে দেখা যাবে না ডেভিড ওয়ার্নারকে। এই মাঠে শেষ টেস্টে ৬ রান করে আউট হয়ে ফিরলেন তিনি। সাজঘরের ফেরার পথে দর্শকেরা হাততালি দিয়ে সম্মান জানান ওয়ার্নারকে। তিনি নিজের গ্লাভস দিয়ে দেন এক খুদে ভক্তকে। ব্যাট করতে নামার সময়ও ওয়ার্নারের জন্য গোটা মেলবোর্ন দাঁড়িয়ে হাততালি দেয়। এই মাঠে ৯১২ রান করেছেন তিনি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অভিষেকও হয়েছিল তাঁর এই মাঠে। সেই মেলবোর্নকে বিদায় জানালেন ওয়ার্নার। যদিও এই টেস্টে রান পাননি তিনি। প্রথম ইনিংসে ৩৮ রান করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে করেন ৬ রান। পার্থে যদিও শতরান করেছিলেন ওয়ার্নার। ওয়ার্নার চেয়েছিলেন জীবনের শেষ টেস্টটি সিডনিতে খেলতে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তাঁর সেই আবেদন মেনে নিয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট হবে সিডনিতে। সেটাই ওয়ার্নারের ক্রিকেট কেরিয়ারের শেষ টেস্ট ম্যাচ। মেলবোর্ন টেস্টে অস্ট্রেলিয়া প্রথমে ব্যাট করে তোলে ৩১৮ রান। মার্নাস লাবুশেন করেন ৬৩ রান। পাকিস্তানের ইনিংস শেষ হয়ে যায় ২৬৪ রানে। ৫৪ রানে এগিয়ে থেকে ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া একটা সময় ১৬ রানে ৪ উইকেট হারায়। সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়াকে ম্যাচে ফেরান স্টিভ স্মিথ এবং মিচেল মার্শ। তাঁরা ১৫৩ রানের জুটি গড়েন। স্মিথ করেন ৫০ রান। মার্শ ৯৬ রান করে আউট হন।

# জমে উঠেছে মেলবোর্ন টেস্ট, পাক বোলারদের ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াল অস্ট্রেলিয়া, এগিয়ে ২৪১ রানে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** তৃতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে ২৪১ রানে। তাদের হাতে রয়েছে ৪ উইকেট। মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান টেস্ট ম্যাচ যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে এখান থেকে যে কোনও দল জিততে পারে। দ্বিতীয় দিনেও দাপট দেখিয়েছেন বোলারেরা। সারা দিনে পড়েছে ১০ উইকেট। পাকিস্তানের বোলারেরা দ্বিতীয় ইনিংসে ধাক্কা দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার টপ অর্ডারে। সেই ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

৬ উইকেটে ১৯৪ রান থেকে তৃতীয় দিনের সকালে ব্যাটিং শুরু করে পাকিস্তান। ক্রিজে ছিলেন মহম্মদ রিজওয়ান। তিনি ভাল খেলেন। তাঁকে সঙ্গ দেন আমির জামাল ও শাহিন আফ্রিদি। তিন জনের ব্যাটে ২৫০ রান পার হয় পাকিস্তানের। রিজওয়ান করেন ৪২ রান। জামালের ব্যাট থেকে আসে ৩৩ রান। শাহিন করেন ২১ রান। শেষ পর্যন্ত ২৬৪ রানে অল আউট হয়ে যায় পাকিস্তান। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স নেন ৫টি উইকেট। নেথান লায়নের ঝুলিতে ৪টি উইকেট। বাকি ১টি উইকেট নেন জশ হেজলউড।

প্রথম ইনিংসে ৫৪ রানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়। শাহিন ও মীর হামজার দাপটে মাত্র ১৬ রানে ৪ উইকেট পড়ে যায় তাদের। উসমান খোয়াজা ও ট্রেভিস হেড শূন্য রানে ফেরেন। ডেভিড ওয়ার্নার করেন ৬ রান। মার্নাশ লাবুশেনের ব্যাট থেকে আসে ৪ রান। অস্ট্রেলিয়ার টপ অর্ডার ব্যর্থ হওয়ায় জয়ের গন্ধ পেতে শুরু করে পাকিস্তান। কিন্তু সেখান থেকে দলকে খেলায় ফেরান স্টিভ স্মিথ ও মিচেল মার্শ। স্মিথ নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে খেলছিলেন। সময় নিচ্ছিলেন তিনি। অন্য দিকে মার্শ আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করছিলেন। পরে ব্যাট করতে নেমে আগে অর্ধশতরান করেন মার্শ। শতরানের দিকে এগোচ্ছিলেন তিনি। ৯৬ রানের মাথায় হামজার বলে আউট হন মার্শ। ৫০ রান করে দিনের শেষ বলে আউট হন স্মিথ।

তৃতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার রান ৬ উইকেটে ১৮৭। পাকিস্তানের থেকে ২৪১ রানে এগিয়ে তারা। চতুর্থ দিনের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ার নীচের সারির ব্যাটারদের তাড়াতাড়ি ফেরাতে পারলে ম্যাচ জেতার একটা সুযোগ থাকবে পাকিস্তানের কাছে। অন্য দিকে ৩৫০ রানের কাছাকাছি লক্ষ্য দিতে পারলে জয়ের দিকে এক পা বাড়িয়ে দেবে অস্ট্রেলিয়া। অর্থাৎ, জেতার সুযোগ দু'দলের কাছেই আছে। জমে উঠেছে মেলবোর্ন টেস্ট।

## প্রথম ইনিংসে এগিয়ে বাগান

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বাংলার ক্রিকেট সংস্থার প্রথম শ্রেণির ম্যাচে প্রথম ইনিংসে লিড নিল মোহনবাগান। ইডেনে ক্রিকেটের বড় ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল প্রথমে ব্যাট করে ১৭৪ রান তুলেছিল। জবাবে মোহনবাগান করে ১৮৯ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে বৃহস্পতিবারের খেলা শেষে ইস্টবেঙ্গলের স্কোর ৫১/১।

প্রথম ইনিংসে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে সব থেকে বেশি রান করেন অমিতোজ সিংহ (৪৯)। অধিনায়ক অভিষেক দাস করেন ৩৭ রান। মোহনবাগানের হয়ে ৪ উইকেট নেন রোহিত কুমার। দু'টি করে উইকেট নেন ঈশান পোড়েল এবং সায়ন শেখর মণ্ডল। একটি উইকেট নেন অর্ণব নন্দী।

মোহনবাগানের হয়ে ওপেন করেন বাংলার সাদা বলের অধিনায়ক সুদীপ কুমার ঘরামি (৬৪)। তাঁর সঙ্গী অঙ্কুর পাল (৪৮)। তাঁরা দু'জনে ১২৪ রানের জুটি গড়েন। কিন্তু তার পরেই ভেঙে পড়ে মোহনবাগানের ব্যাটিং। তিন নম্বরে নেমে কাজী জুনেইদ সইফি কোনও রান করতে পারেননি। সারুল কানওয়ার (২৫) এবং অভিলিন ঘোষ (১৫) ছাড়া আর কোনও ব্যাটার দুই অঙ্কের রানে পৌঁছতে পারেননি।

ইস্টবেঙ্গলের অমিত কুইলা এবং অয়ন ভট্টাচার্য তিনটি করে উইকেট নিয়ে দলকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন। একটি করে উইকেট নেন সুমিত মোহান্ত, শ্রেয়ন চক্রবর্তী এবং সাত্যকি দত্ত। তবুও মোহনবাগান ১৫ রানের লিড নিয়ে নেয়।

গ্রুপ এ-এর অন্যান্য ম্যাচে, বিএনআর রিক্রিয়েশন ক্লাবের বিরুদ্ধে ভাল জায়গায় মহমেডান। সাদা-কালো ব্রিগেড এগিয়ে ১৭৮ রানে। পাইকপাড়ার বিরুদ্ধে জয়ের জন্য ভবানীপুরের প্রয়োজন আর মাত্র ৩৭ রান। বড়িশা ক্লাব ১০৩ রানে এগিয়ে রয়েছে ক্যালকাটা কাস্টমের বিরুদ্ধে। কালীঘাট ৩১৪ রানে এগিয়ে তপন মেমোরিয়ালের বিরুদ্ধে।

# সেঞ্চুরিয়নে 'আইপিএল'! খুদে ভক্তের আরসিবি জার্সিতে সই বিরাটের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** তাঁকে নিয়ে উন্মাদনার ছবি নতুন নয় ক্রিকেটে। সেই ঢেউ এ বার আছড়ে পড়ল সেঞ্চুরিয়নের সুপারস্পোর্ট পার্কেও। বুধবার সকালে ম্যাচ শুরুর আগে বিরাট কোহলির কাছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের জার্সি নিয়ে চলে আসে এক খুদে ভক্ত। তাকে নিরাশ করেননি প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। জার্সির উপরে তিনি সই করে দেন। সমাজমাধ্যমে সেই ভিডিয়ো নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে।

ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, ধারাভাষ্যকার মার্ক নিকোলাসের সঙ্গে এক খুদে ভক্ত আরসিবির একটি জার্সি নিয়ে চলে আসে ভারতীয় তারকার সামনে। খুদে ভক্তের হাত থেকে কলম নিয়ে জার্সিতে সই করে দেন কোহলি। পরে সেই বাচ্চাকে কাছে টেনে নিয়ে ছবিও তোলেন তিনি।

বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পরে আবার লাল বলের ক্রিকেটে ফিরেছেন বিরাট। প্রথম ইনিংসে করেন ৩৮ রান। তবে এ দিন সেঞ্চুরিয়নে তিনি ফের সংবাদের শিরোনামে চলে আসেন নতুন এক 'জাদু' দেখিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় উইকেট জুটিকে যখন ভাঙা যাচ্ছিল না, সেই সময় বিরাটের হাতের ছোঁয়ায় রাতারাতি পাল্টে যায় ম্যাচের আবহ।

দক্ষিণ আফ্রিকা ইনিংসের ২৮ নম্বর ওভারে মহম্মদ সিরাজের ওভারের শেষ বলের সময় কোহলি গিয়ে স্ট্রাইকিং প্রান্তের উইকেটের বেল বদলে দেন। তার পরের ওভারে বল করতে আসেন যশপ্রীত বুমরা। শেষ বলে যশস্বী জয়সওয়ালের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান টোনি ডি জর্জি। পরে বুমরা আবারও ফেরান কিগান পিটারসেনকে। যে দৃশ্য দেখার পরে ধারাভাষ্যকাররা মন্তব্য করতে শুরু করেন, চলতি বছরের অ্যাশেজ সিরিজে ওভাল টেস্টে ইংল্যান্ডের জোরে বোলার স্টুয়ার্ড ব্রডের স্মৃতি কি ফিরিয়ে আনলেন বিরাট?

## ফুটবলার প্রবীর মজুমদার প্রয়াত

**নিজস্ব প্রতিবেদন: ইস্টবেঙ্গলের স্বর্ণযুগের দলের লেফট ব্যাক প্রবীর মজুমদার প্রয়াত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৩টে নাগাদ মৃত্যু হয়েছে প্রবীরের। পরিবারে একমাত্র পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতনিকে রেখে গেলেন তিনি।**

**তার রেকর্ড করেছিল লাল-হলুদ। সেই বছরই আইএফএ শিল্ড, বরদোলুই কাপ, ডুরান্ড ও রোভার্সে চ্যাম্পিয়ন হয় ইস্টবেঙ্গল। প্রথম বারের জন্য ত্রিমুকুট জেতে তারা। ১৯৭৩ সালে কলকাতা লিগ, আইএফএ শিল্ড, রোভার্স ও ডিসিএম চ্যাম্পিয়ন হয় ইস্টবেঙ্গল। খেলা ছাড়ার পরে ১৯৮১ সালে প্রবীর ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের প্রশিক্ষক। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে লেফট ব্যাক হিসাবে প্রবীরের খেলা আজও মানুষের হৃদয়ে বিদ্যমান। সেই সময়ে ১৯৭২ সালে একটি গোল না খেয়ে কলকাতা লিগ জেতার রেকর্ড করেছিল লাল-হলুদ। সেই বছরই আইএফএ শিল্ড, বরদোলুই কাপ, ডুরান্ড ও রোভার্সে চ্যাম্পিয়ন হয় ইস্টবেঙ্গল। প্রথম বারের জন্য ত্রিমুকুট জেতে তারা। ১৯৭৩ সালে কলকাতা লিগ, আইএফএ শিল্ড, রোভার্স ও ডিসিএম চ্যাম্পিয়ন হয় ইস্টবেঙ্গল। খেলা ছাড়ার পরে ১৯৮১ সালে প্রবীর ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের প্রশিক্ষক।**

**প্রবীরের মতো এক জন প্রখ্যাত ফুটবলার ও প্রশিক্ষকের প্রয়াণে ময়দানে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। শোকস্তব্ধ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। প্রবীরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বৃহস্পতিবার ক্লাবের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে। ফুটবলারের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছে লাল-হলুদ।**

# ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের রুদ্ধশ্বাস জয়, স্বস্তি টেন হ্যাগের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ''অধৈর্য হলে চলবে না। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে সাফল্য পেতে আরও একটু সময় দিতে হবে।''

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাবের ২৫ শতাংশ শেয়ার কেনার পরে এটাই ছিল ব্রিটিশ ধনকুবের জিম র‍্যাটক্লিফের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। তার কয়েক ঘণ্টা পরেই খুশির হাওয়া ফিরে এল রেড ডেভিলস শিবিরে।

ইপিএল টেবলে এই মুহূর্তে তিন নম্বরে থাকা উনাই এমেরির অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে ০-২ গোলে পিছিয়ে থেকে ম্যান ইউ জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ৩-২ গোলে। জোড়া গোল লিয়োনেল মেসির দেশ আর্জেন্টিনার ১৯ বছরের নতুন তারা আলেহান্দ্রো গারনাচোর। জয়ের গোল আসে ৮২ মিনিটে ডেনমার্কের ২০ বছরের স্ট্রাইকার রাসমাস হোয়লুন্দের পা থেকে। ১৯ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে ছয় নম্বরে উঠে এসেছে ম্যান ইউ।

যদিও মঙ্গলবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ম্যাচ শুরু হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য মেজাজে। ২১ মিনিটে জন ম্যাকগিন এবং ২৬ মিনিটে লিয়েন্ডার ডেন্ডোনকারের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ভিলা। ম্যান ইউ ভক্তেরা ধরেই নিয়েছিলেন, দলের আরও এক লজ্জাজনক হারের স্মৃতি নিয়েই তাঁদের ফিরতে হবে। কিন্তু ৫৯ মিনিটে গারনাচো নিজের প্রথম গোল করার পরে ম্যান ইউ লড়াইয়ে ফিরে আসে। গারনাচোর সমতার গোল ৭১ মিনিটে এবং তার পরেই জেতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে ম্যান ইউ। অধিনায়র ব্রুনো ফের্নান্দেসের কর্নার থেকে পাওয়া বল ধরে জোরালো শটে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে দেন হোয়লুন্দ।

ম্যান ইউয়ের জার্সিতে প্রথম গোল করে উল্লসিত ডেনমার্কের নতুন তারা। তিনি বলেছেন, ''কঠোর পরিশ্রমের ফল পেলাম এবং তার সঙ্গে দায়িত্বও তুলে নিলাম কাঁধে। নিজের ফুটবলকে আরও তীক্ষ্ণ করে ম্যান ইউকে আবার ফেরাতে হবে তার আসনে।'' যোগ করেন, ''ইপিএলে গোল করার বিশেষ একটা তৃপ্তি রয়েছে।আমি সেটা আরও বেশি করে উপভোগ করছি দলকে এমন একটা জয় উপহার দিয়ে।''

ঘরে-বাইরে প্রবল চাপে থাকা ম্যানেজার এরিক টেন হ্যাগও যেন পায়ের তলায় ফিরে পেয়েছেন শক্ত জমি।

# সাত ম্যাচ অপরাজিত থেকে হারের হ্যাটট্রিক

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** চেনা যাচ্ছে না মোহনবাগানকে। যে দল আইএসএলের শুরুতে টানা সাত ম্যাচ অপরাজিত ছিল, সেই দলই হারের হ্যাটট্রিক করেছে। তার মধ্যে দু'টি ঘরের মাঠে। এই পরিস্থিতি থেকে কী ভাবে দল ঘুরে দাঁড়াবে, কী ভাবে জয়ে ফিরবে তা জানেন না কোচ জুয়ান ফেরান্দো। তাঁর মতে, যে ফুটবলারেরা চোটের কারণে বাইরে রয়েছেন তাঁরা না ফেরা পর্যন্ত পরিস্থিতি বদলাবে না।

কেরল ব্লাস্টার্সের কাছে ০-১ গোলে হারের পরে সাংবাদিক বৈঠকে ফেরান্দো বলেন, অযে ফুটবলারেরা চোট পেয়ে বসে রয়েছে, তারা মাঠে না ফিরলে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। গত তিন ম্যাচে আমরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে খেলেছি। চোট-আঘাত, কার্ড সমস্যায় জর্জরিত ছিলাম। আমাদের এখন অপেক্ষা করতে হবে। আশা করি, আর কোনও চোট হবে না।'' সেই সঙ্গে দলের ছেলেদের লড়াইয়ের প্রশংসা করেছেন ফেরান্দো। তিনি বলেন, ''এত সমস্যার মধ্যেও দল কিন্তু লড়ছে। আজ যেমন দ্বিতীয়ার্ধে লড়াই করেছে ছেলেরা। এটা অবশ্যই ইতিবাচক ব্যাপার।'' দলের প্রধান ফুটবলারেরা চোট পাওয়ায় রিজার্ভ বেঞ্চকে খেলাতে হচ্ছে ফেরান্দোকে। কিন্তু তাঁরাও নজর কাড়তে পারছেন না। ফলে প্রশ্ন উঠেছে রিজার্ভ বেঞ্চের ফুটবলারদের নিয়ে। ফেরান্দো অবশ্য তাঁদের দোষ দিতে চাইছেন না। তিনি বলেন, ''যখন দল জয়ের মধ্যে থাকে তখন পরিস্থিতি অনেক সহজ হয়। তখন বেঞ্চের ফুটবলাররাও ভাল খেলে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অনেককেই অনভ্যস্ত জায়গায় খেলতে হচ্ছে। দীপক টাঙরি, হুগো বুমোসদের উইঙ্গারের ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। তবু যে যেখানেই খেলে থাকুক, তারা অনেক চেষ্টা করেছে ভাল খেলার। এটা কম বড় প্রাপ্তি নয়।'' অল্প ব্যবধানে পর পর ম্যাচ খেলাকেও হারের একটি কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন ফেরান্দো। বাগান কোচ বলেন, ''গত সাত দিনে আমরা নর্থইস্ট, মুম্বই, গোয়া ও কেরলের বিরুদ্ধে খেলেছি। এক একটা ম্যাচে আমরা তিন-চারজন করে ফুটবলারকে খুইয়েছি। এখন সব কিছুই কঠিন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে সবাই আমাদের বিরুদ্ধে। এখন আমরা খুবই খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**